"কর্ম্মক্ষেত্র"

শ্রীমুকুন্দদাস প্রণীত।

—— ০ ——

কাশীপুর আনন্দময়ী আশ্রম হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।
১৩৩৭ সন, ভাদ্র।

মূল্য—১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

পরমারাধ্য পিতৃদেব

স্বর্গীয় ৺গুরুদয়াল দে

মহাশয়ের পবিত্র নামে

উৎসর্গ পত্র।

বাবা!

মনে পড়ে—আশাপথ চাহিয়া, আমরণ দুঃখ-কষ্ট সহিয়াও কত আদরে আমাদের লালনপালন করিয়াছ, উদার হৃদয়ে আমার খেয়াল চরিতার্থের দীর্ঘ অবসর প্রদান করিয়াছ। তোমার অবসন্ন বার্দ্ধক্যে যখন সেবার অবসর পাইতেছিলাম,—দৃঢ়চিত্ত, নির্ভীক, আত্মনির্ভরশীল তুমি সেদিন হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে সেবায় বঞ্চিত করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলে। জীবনের এ কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া থাকিয়া মুহুর্মুহু তোমার প্রতিমূর্ত্তি, তোমার জীবনস্মৃতি আমাকে বেদনা বিজড়িত করিয়া তোলে। জীবন খুঁজিয়া, আমার প্রতি রক্তবিন্দু বিশ্লেষণ করিয়া পাই তোমার জীবনব্যাপী কঠোরতম সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ— আশীর্ব্বাদ ও অতুলনীয় স্নেহরাশি।

তোমাকে দিবার মত আমার কিছুই ছিল না, আজও নাই—শুধু আত্মতৃপ্তির মানসে আমার মানসমন্দিরে গড়া এই **"কর্ম্মক্ষেত্র"** খানি তোমার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।

তোমার বড় আদরের

খোকা।

ভূমিকা

এই "কর্ম্মক্ষেত্র" নাটকখানি বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ নানা স্থানে অভিনীত ও আদৃত হওয়ার পর কতিপয় শ্রদ্ধেয় বন্ধুর অনুরোধে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। কারাগারের কয়েক বৎসর বাদে প্রায় যোল বৎসর কাল বাংলার বিভিন্ন জিলার শত শত নগর-পল্লীর কোলে অবিচ্ছেদে ভ্রমণ করিয়া, নানা চিন্তাধারাবিশিষ্ট যেমন বহু মনীষীর সঙ্গলাভ করিয়াছি, আবার মূক-নিরক্ষর, সহজ-সরল, পল্লী মায়ের অগণিত সন্তানের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগের সন্ধানও পাইয়াছি। উপলব্ধি করিয়াছি, বাংলার বুক সম্পদে ভরা, কিন্তু শৃঙ্খলা ও বণ্টনের অভাবে সম্পদহীনতায় মৃতপ্রায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট, উচ্ছৃঙ্খল এই পীড়িত জাতিকে সুস্থ সবল করার জন্য ত্যাগী কর্ম্মীর সাহায্যে আদর্শ গৃহস্থ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই "কর্ম্মক্ষেত্র" রচিত।

আমার চিন্তার সকলখানি সকল কর্ম্মীর পছন্দ হইবে, সে আশা আমি করি না; স্থান বিশেষে কর্ম্মের ধারা কথঞ্চিত ওলটপালট হইবেই, কিন্তু আমার আশা আকাঙ্ক্ষার স্ফুটমূর্ত্তি যে ধারায় আত্মপ্রকাশ করিতে চায়, তন্মধ্যে একটা সার্ব্বজনীন ভাব রক্ষার যে প্রচেষ্টা রহিয়াছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া আমার সোণার বাংলার প্রাণপ্রিয় ভাই ভগ্নিগণকে ব্যাকুল প্রাণে আহ্বান করিতেছি।

আবার বলিতেছি, সত্য সত্যই বাঙ্গালী কাঙ্গালী নয়—তার ঘরের কোণে ধনৈশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য-মান-গৌরব সকলই আছে, কে আছে

কাঙ্গালের বন্ধু দেশপ্রেমিক! নিভৃত পল্লীর ক্রোড়ে উদার কর্ম্মক্ষেত্র রচিয়া বাংলার অগণিত ক্ষুধার্ত্ত নর-নারীকে সে হারাণ ধনের সন্ধান করিয়া দাও—আমাকে কৃতার্থ কর।

আশা ও সাহসে বুক বাঁধিয়া "কর্ম্মক্ষেত্র" প্রকাশ করিলাম। আমার জ্ঞাতসারেও ভুল ত্রুটি অনেক রহিয়াছে, সবগুলির উল্লেখ সম্ভব হইবে না। ৫০ পৃষ্ঠায় "প্রণমি তোমারে" ইত্যাদি সুমধুর সঙ্গীতটী কবি-ভগিনী শ্রীযুতা প্রিয়ম্বদা দেবী বিরচিত, কিন্তু যথাস্থানে তাঁহার নামটী মুদ্রিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন আমি যেখানে যেটুকু আমার ভাবের অনুকূলে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার ভাষা বিকৃত না করিয়া, অসঙ্কোচে তাহা অভিনয় ও গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বাংলার অভিনব ভাবধারার প্রথম ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন লেখা, আচার্য্য শঙ্করের মণিরত্নমালা, মাসিকপত্র প্রবর্ত্তক ও আমার জনৈক বিশিষ্ট বন্ধুর কিছু লেখা এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ করা হইয়াছে, কিন্তু যথাস্থানে নামোল্লেখ সম্ভব হয় নাই। আমি প্রত্যেকের নিকট ঋণী—সকলের উদ্দেশে আমার হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

দীন সেবক—

মুকুন্দ।

কর্ম্মক্ষেত্র

নায়ক।
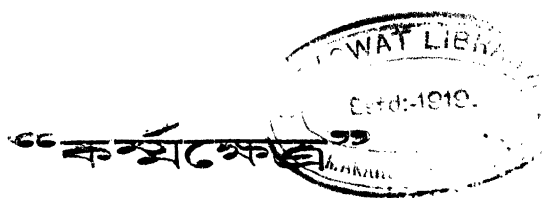
বাউল	জনৈক কর্ম্মী গৃহস্থ।
নন্দলাল রায়	স্বর্ণপুরের জমিদার।
হরিমোহন দত্ত	নন্দলালের ম্যানেজার।
রমজান	ঐ প্রজা।
করিম	ঐ প্রজা।
প্রমোদ বসু	ঐ বন্ধু।
সুরেন সেন	ঐ বন্ধু।
মাণিক	ঐ জমাদার।
কিশোরীলাল রায়	নন্দলালের খুড়ো।
সুরেশ	ঐ পুত্র।
যোগেন	ঐ পুত্র।
দীনেশ	সুরেশের বন্ধু।
হরিদাস মুখুয্যে	নরেনের পিতা।
গণেশ মুখুয্যে	নিরুপমার পিতা।

মারোয়ারী, প্যায়দা, ভট্টাচার্য্য, নমঃশূদ্র বাগদী, চাকর মুটী ইত্যাদি—

নায়িকা।

সুরমা	...	...	...	নন্দলালের স্ত্রী।
হেমলতা	...	...	...	কিশোরীলালের স্ত্রী।
কাত্যায়নী	...	...	...	ঐ পুত্র-বধূ।
গার্গী	...	...	—	বাউলের কন্যা।
জ্ঞানদা	...	...	...	গার্গীর ছাত্রী।
মন্দাকিনী	...	...	...	ঐ ছাত্রী।
হেমাঙ্গিনী	...	...	...	ঐ ছাত্রী।
নিরুপমা	...	...	...	ঐ ছাত্রী।

"কর্ম্মক্ষেত্র"

"প্রস্তাবনা"

স্থান—ধান্যক্ষেত্র।

কৃষক-বালকগণ।

(গীত)

মা মা ব'লে ডাক দেখি ভাই,
ডাক দেখি ভাই সবেরে!
মা মা ব'লে কাঁদলে ছেলে,
মা কি পারে রইতে রে॥
জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী
জাগিবে শক্তি জাগিবে রে;
খুলে যাবে প্রাণ দিতে পারবি প্রাণ,
স্বদেশ-কল্যাণ তরে রে॥
মায়ের শ্রীচরণতরী ভরসা করি
ভাসাও দেহতরী রে

তবে, মা হবে কাণ্ডারী সুখে যাবি তরি,
ভয় কি অকুলপাথারে রে ॥
দেখ ভারতবাসী ঐ এলোকেশীর
মাণিকহারে হাত কেঁপেছে রে,
এ মুকুন্দে কয় আর কারে ভয়
জয় জয় ডঙ্কা বাজেরে ॥

(প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নন্দলালের বৈঠকখানা।

নন্দলাল, কিশোরী বাবু, ম্যানেজার,
বাউল ঠাকুর, মাণিকলাল।

নন্দলাল।—আজ প্রায় একমাস হ'লো আমার স্বাস্থ্যটা কেমন ভেঙ্গে গেছে, গায়ে মোটেই বল পাই না, দু' পা হাট্‌লেই বুকটা যেন কাঁপতে থাকে, যা খাই তার কিছুই হজম হয় না, পেটে অসুখতো লেগেই আছে। কবিরাজ

মহাশয়, আর আমাদের চ্যারিটেবেল ডিস্পেন্‌ছেরীর ডাক্তার বাবু কত কি ঔষধ দিলেন, কিছুতেই ফল হচ্চে না ; বরং অসুখ দিন দিন বেড়েই চলেছে, স্বাস্থ্যটার জন্য কি যে কর্‌বো, কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

ম্যানেজার।—শুধু বসে ভাবলেই কিছু হবে না, এর জন্য ভাল ঔষধের ব্যবস্থা করা দরকার, স্বাস্থ্যই যদি ভাল না থাকে, তবে কিসের সংসার আর কিসের পুত্র পরিজন? আপনি ভাল ডাক্তার ডেকে দেখান।

নন্দলাল।—আমাদের ডাক্তার বাবু বলেন, পুরী কিম্বা বৈদ্যনাথে গিয়ে কিছুদিন থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হ'তে পারে, কিন্তু আমার মন কিছুতেই এগুচ্ছে না। যখনই ভাবি বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে, জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে, তখনই প্রাণটা যেন চম্‌কে ওঠে, মনে হয় ভেতর থেকে যেন বল্‌ছে—বিদেশে যেও না, অকল্যাণ হবে।

ম্যানেজার।—ওসব কিছু নয়! কোন দিন বিদেশে যান্‌নি কিনা, তাই মনের এ অবস্থা হয়, কিছুদিন পরে মনের এ অবস্থা থাক্‌বে না। তবে যাবার পূর্ব্বে একটা কাজ করুন, কলিকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তার এনে দেখান, তিনি এসে যে ব্যবস্থা কর্‌বেন সে ব্যবস্থা মত কাজ করাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি।

নন্দলাল।—আমারও ইচ্ছা তাই, একজন ডাক্তার ডাকলে হয়। কত টাকা লাগবে মনে করো ?

ম্যানেজার।—বড় কাউকে আন্‌তে হ'লে দৈনিক হাজার টাকা'র কমে হবে না। তার পরে তার যাতায়াত খরচও প্রথম শ্রেণীরই দিতে হবে, খাবার তো কথাই নেই।

নন্দলাল।—যথেষ্ট খরচ ! একদিনের জন্য আস্‌বেন, তাতে এত টাকা ? বলি, সে আসামাত্রই আমার ব্যারাম ভাল হয়ে যাবে নাকি ?

ম্যানেজার।—তা না হ'তে পারে, তবে কল্‌কাতা থেকে আন্‌তে হ'লে তারা এম্‌নি ক'রেই নিয়ে থাকেন।

কিশোরীলাল।—দেখো নন্দ ! তোমার অসুখ এখনো এমন কিছু হয়নি, যাতে কল্‌কাতা থেকে একজন ডাক্তার না ডাক্‌লেই নয়; বৈদ্যনাথে যাবারও তেমন প্রয়োজন হয়েছে ব'লে আমার মনে হয় না; কিছুদিন আমাদের কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ খেয়েই দেখো না কি হয়; যদি এ কবিরাজে কিছু কর্‌তে না পারেন, তবে আমি বৈদ্য নগরের গৌরহরি সেন মহাশয়কে এনে দিচ্ছি, তিনি খুব বড় কবিরাজ এবং সুচিকিৎসক; আমার বিশ্বাস, তিনিই তোমায় ভাল ক'রে দিতে পার্‌বেন।

ম্যানেজার।—তিনি যদি খুব বড় কবিরাজই হবেন, তবে কি তার নামটা একবারও খবরের কাগজে দেখ্‌তে পেতাম না।

নন্দলাল।—হাঁ, তাওতো বটে, গৌরহরি বাবু একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ, কাগজে কিন্তু এ কখনো দেখিনি।

"বাউলের প্রবেশ"

বাউল।—দেখবে কি বাবা! সে কি তোমাদের কাগজের ধার ধারে? যে প্রকৃতই বড়, সে কি আর নাম বেঁচে খেতে চায়? না কাগজে নাম ছাপিয়ে সমাজের চোখে ধূলা দেবার চেষ্টা করে? গৌরহরি সেনের নাম কাগজে নেই বটে, কিন্তু এ দেশের প্রত্যেক নর-নারীর প্রাণের পাতায় পাতায় তাঁর নাম ছাপান রয়েছে। গাঁয়ে নেকে জিজ্ঞেস করো, তবেই বুঝতে পারবে সে কত বড়। তারপরে এডিটারের কথা বলছো?

(গীত)

এডিটার খোঁজ রাখে ক'জনার।
আমরা ত্রিশ কোটি মায়ের ছেলে,
নাম ছাপে সে দু'চার জনার।
নামটী যার টাইটেলযুক্ত,
লেখনীটি সেথায় মুক্ত,
তা বই লেখার উপযুক্ত,
আছে কি রে তাঁহার;
রামা আজ দিল্লী যাবেন,
শ্যামা যাবেন কাছার।

ষ্টারে নাচবেন কুসুমকুমারী,

আমরি খবরের বাহার ॥

এ দেশের এডিটার যত,

বুঝ্‌লে তাদের দায়িত্ব কত,

লেখায় তাঁরা ঢাল্‌তো আগুন,

আসন নিতো নেতার ;

দেশের সেবক উঠ্‌তো মে'তে,

জয় দিয়ে বিধাতার।

তারা ফেলতো ছিড়ে বাঁধন ছাদন,

মুক্ত তাঁরা হ'তো আবার— ॥

বাউল।—দেখো নন্দ ! এ দেশের জল বায়ুতে তুমি জন্মেছ, বাড়্‌ছ, তোমার পক্ষে এ দেশের উদ্ভিজ্জ ঔষধই উপকারী, আমার মতে তুমি কবিরাজি চিকিৎসাই করো, তোমার ভাল হবে।

ম্যানেজার।—বাউল ঠাকুর যে, কি মনে করে ? বহুদিন তো আপনায় দেখিনি, তীর্থে গিয়েছিলেন নাকি ?

বাউল।—না বাবা, তীর্থে যেতে আর মন এগুয় না, দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়া আর পৈতৃক ভিটা উচ্ছন্ন করা এ একই কথা। বাপ দাদার ভিটায় না খেয়ে মর্‌লেও স্বর্গবাস।

ম্যানেজার।—তীর্থযাত্রা না আপনি খুবই ভালবাসতেন ?

বাউল।—হাঁ, বাসতুম্ বটে, কিন্তু সে ভালবাসা এখন আর নাই, দেশের অবস্থা আর তোমাদের বাবুদের হালচাল্ দেখে সে মোহ আমার কেটে গেছে। এখন কি ভাবি তা জানো ?

ম্যানেজার।—কি ক'রে জান্‌বো, একটু খুলেই বলুন না ?

বাউল।—কি ক'রে দেশে দু'টী অন্নের সংস্থান হবে, আমাদের সকলের সংসার আবার ধনে ধান্যে পূর্ণ হবে, সে ভাবনায়ই আমায় পাগল ক'রে তুলেছে। তীর্থ দর্শন বা দশটা দুর্গোৎসবের চেয়ে একটী ক্ষুধার্ত্ত ভাইয়ের মুখে একমুষ্টি অন্ন তুলে দিতে পার্‌লে যে বেশী পুণ্যের সঞ্চয় হয়, এইটেই এখন দেশকে বোঝাতে হবে, এ যেদিন দেশ বুঝ্‌বে, সেদিনই ভারতে প্রকৃত কার্য্যের ক্ষেত্র তৈরী হবে, এর পূর্ব্বে ক্ষেত্র তৈরীর আশা করা আমি আকাশকুসুম ব'লেই মনে করি।

ম্যানেজার।—তা হ'লে তো দেখ্‌ছি আপনি এখন খুব উচুদরের ভাবুক হয়ে পড়েছেন।

বাউল।—শুধু ভাবুক নয়! তোমাদের মতন কপটাচারী বিশ্বাসঘাতক দেশের শত্রুদের ধ্বংস করাও জীবনের একটা ব্রত ক'রে নিয়েছি।

ম্যানেজার।—তোমার স্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি অনেক বেড়ে গেছে, মুখ সাম্‌লে কথা ব'লো, জানো আমি ষ্টেটের ম্যানেজার তুমি আমারই একজন নগণ্য প্রজা।

বাউল।—জানি, আমি নন্দলালেরই একজন প্রজা, তোমার নয়! তারপরে স্পর্দ্ধার কথা বল্‌ছো, সে তো তোমরাই বাড়িয়ে দিয়েছ। প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা সীমা আছে, তোমরা যখন সে সীমা অতিক্রম করতে পেরেছ, মনুষ্যত্বকে পদদলিত ক'রে ভারতের পুরাতন আদর্শ-গুলিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পাশ্চাত্যের মুখোষ প'রে সমাজের নেতৃত্ব স্থান অধিকার করতে ইচ্ছুক, এতটা স্পর্দ্ধা যখন তোমাদের হ'তে পেরেছে, তখন আমরা চাষার দলই বা নীরবে থাক্‌বো কেন? সীমা অতিক্রম করবো না কেন? যাক্, তোমার সাথে আর বেশী বক্‌তে চাইনে, তবে এইটে তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি, ম্যানেজার! তুমি যে ফাঁদ পাতবার চেষ্টা কচ্ছ, সে ফাঁদে তুমি তোমার নিজের ধ্বংসের পথই তৈরী ক'রে তুল্‌ছো মাত্র, যখন আমি টের পেয়েছি, তখন জমিদার ধ্বংস হবে না. তুমি নিজেই উচ্ছন্ন যাবে।

(প্রস্থান)

ম্যানেজার—(স্বগতঃ) এই লোকটা আমার অভিসন্ধি সব টের পেয়েছে নাকি,—একে দেখ্‌লেই বুক্‌টা কেঁপে ওঠে। (প্রকাশ্যে) বাবু, আপনার সাম্‌নে আমায় এমন ক'রে অপমান ক'রে গেল, আর আপনি একেবারে নীরব রইলেন, আশ্চর্য্য!—এ ক'রেই আপনারা এ সব ছোট লোকের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কিশোরীলাল—লোকটা নেহাৎ ছোট নয়, তবে কিনা ওকে চেনা একটু শক্ত, বৃথা কথা ইনি কখনো বলেন না।

নন্দলাল—যাক্, তা হ'লে কি ব্যবস্থা কর্‌তে চাও?

ম্যানেজার—আজ্ঞে, আমার মতে তা হ'লে ডাক্তার আস্‌তেই লিখে দেওয়া হউক, তিনি এসে যে ব্যবস্থা কর্‌বেন, সে ব্যবস্থা মতনই কাজ করা যাবে।

কিশোরীলাল—নন্দলাল! আমার কথাটা বুঝি তোমার মোটেই ভাল লাগলো না, গৌরহরি বাবুকে দিয়ে চিকিৎসা ক'রে দেখো না, কি হয়? তারপরে না হয় কল্‌কাতা যেও।

ম্যানেজার—শরীর যখন খুবই খারাপ বল্‌ছেন, তখন যার তার হাতে চিকিৎসা করানো আমি ভাল ব'লে মনে করি না, ওসব হাতুরে কবিরাজি চিকিৎসা আমার বেশ জানা আছে, কোন ভদ্রলোক ওদের উপর বিশ্বাস ক'রে অপেক্ষা কর্‌তে পারে না।

কিশোরীলাল—কবিরাজী চিকিৎসা হ'লেই যে সেইটে হাতুরে বা অকাজের, এমন কথা বলাটাও তেমন সঙ্গত ব'লে মনে হয় না। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি পুরাকালের ঋষি প্রবর্ত্তিত। এ দুর্ভাগ্য দেশে আজও তার শেষ স্মৃতিটুকু দেখাতে গৌরহরি সেনের মতন ঋষিতুল্য ব্যক্তি এ চিকিৎসাক্ষেত্রে রয়েছেন। বাংলা দেশে তাঁর নাম কে না জানে? শুধু বাংলা কেন, আজও বাংলার বাইরে কত স্বাধীন নৃপতির বাড়ী থেকে তাঁর ডাক আস্‌ছে, তাঁরা তো আর টাকার সুবিধা বা আধুনিক চিকিৎসকের অভাবে তাঁকে ডাক্‌ছেন না?

ম্যানেজার—ও রাজরাজ্‌রার কথা ছেড়ে দিন্, এদেশে এমন সব বড় বড় লোক এখনো আছেন, যাদের কুসংস্কার দূর হ'তে এখনো অনেক পুরুষ লাগবে।

বাউলের প্রবেশ।

বাউল—তা ভালো, সুসংস্কার অর্জ্জন ক'রে দেশটা কেমন তর্‌তর্ ক'রে উন্নতির পথে এগিয়ে চল্‌ছে, তাতো দেখতেই পাচ্ছি। তোমরা সভ্যতার ধুয়া ধ'রে যে দিকের সংস্কারের জন্য এগিয়ে চলেছ, আমি তো দেখ্‌তে পাচ্ছি সে দিকের অন্ধকারটা আরো গভীরতম হয়ে দেশের বুকে অলক্ষ্যে একটা ভীতির কম্পন স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়ে যাচ্ছে।

ম্যানেজার—এইবার কাকা বাবুর জুরী মিলেছে, কি আশ্চর্য্য! এখনো দেশকে সভ্যতার আসনে তুল্‌তে যে কত দেরী, তাই ভেবে ঠিক পাচ্ছি না।

বাউল—তোমার ভাব্‌বার দৌড় ততদূর পৌঁছুছবার বড় বেশী আশা নেই। সভ্যতা ভব্যতা ওসব বেশী কথা তুল না বাবা. যেদিন সভ্যতার ধুয়া ধ'রে পাশ্চাত্যের মন্ত্র আরম্ভ করেছ, সেদিন থেকে দেশের শান্ত নিরাবিল আনন্দ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সব তোমাদের সভ্যতার ছেঁদো পথে চস্‌মা পরা চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় চ'লে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই।

ম্যানেজার—আপনার ঐ ফিলসফিকেল লেক্‌চারে আমার অবাক্ হবার কিছুই নাই। আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পারেন, যে, পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে আমরা কিছুই উপকৃত হইনি? চিকিৎসার কথাই বলি, এই ধরুন. আজ মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য কত রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির না আবিষ্কার হয়েছে, ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রিট্‌মেণ্ট কি আশ্চর্য্য ফলই না দেখাচ্ছে। কোন্ চিকিৎসা আপনাদের দেশে ছিল, যার সাথে এর তুলনা করতে পারি?

বাউল—তা, তুলনার জন্য হেকিমি বা কবিরাজির ভেতরে একটা ইলেক্‌ট্রিক্ মেসিন ধরে দেখাতে পারব না বটে, কিন্তু

ফলের ঘরে লাভালাভের খতিয়ানে এইটে বেশ দেখাতে পারবো যে তোমাদের বিদেশী ডাক্তারী চিকিৎসা আর তার সহযাত্রী সভ্যতার উপকরণগুলি বের হবার পর থেকে এই ভারতবর্ষে মরার মাত্রাটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজ ঘরে ঘরে প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর কত কি ব্যাধি—সব ব্যাধির নামও জানিনা। স্বাধীন দেশের চকমকে সভ্যতা অনুকরণ করতে গিয়ে তোমাদের জাতের উপরে যেটা বেশী লোকসানের, সেইটে মহোৎসাহে অন্ধ অনুকরণ ক'রে মজ্জায় ঢুকিয়েছ, আর যেটুকু লাভের যেটুকু গুণের, তা বিষবৎ পরিহার ক'রে যাচ্ছ।

ম্যানেজার—তা হ'লে আপনার মতে দেশটা শুদ্ধ সেই সেকেলের মত আচার ব্যবহার আকড়ে ধ'রে ইংরেজী না প'ড়ে নগ্নপদে আদুল গায়ে একটা টিকি ঝুলিয়ে চলতে থাকলেই দেশটা ভাল হ'য়ে যাবে, কেমন ?

বাউল—তা কেন, আজ জগতের সাথে চলতে হবে শুধু সেই টুকুর জন্য, যে টুকুর আমাদের প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে আমাদের জাতেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তা হাবার মতন কখনো হাটে হারিয়ে ফেলবো না। আমরা অশ্রদ্ধায় যেন আমাদের খাঁটী জিনিষগুলি না হারাই। তুমি যে কবিরাজি চিকিৎসা উড়িয়ে দিতে

চাচ্ছ, মনে রেখো শাস্ত্রটী বেদেরই একটী অঙ্গ, ঋষি-কৃত। আমাদের আসক্তির অভাবে আজ অনেক কবিরাজ নিরন্ন, এই বাংলার সংস্কৃত টোলগুলি আজ সব বন্ধ হয়ে গেছে। এত অশ্রদ্ধার ভেতরে থেকেও সে মরেনি, তার বেঁচে থাকার দৃঢ়তা দেখে আজ গুণগ্রাহী বৃটিশ জাতিরও দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এ দেখেও যদি তোমাদের উর্বর মস্তকে একটু জ্ঞান হয়।

ম্যানেজার—যাক্ ওসব তত্ত্ব আলোচনার সময় এখন নাই, যদি কখনো তেমন উন্নতি লাভ করে, তখন দেখা যাবে।

বাউল—তাতো বটেই, বিদেশী ভট্টাচার্য্যের সার্টিফিকেট না দেখলে যে আমাদের দেশের জিনিষগুলি আমাদের কাছে মূল্যবান হবে না, তা তো আমি অনেক দিন থেকেই জানি। সাবাস দেশের শিক্ষাভিমানীর দল, হায়রে দেশ!

গীত।

ঝড়ের মুখে, পাখীর বাসা,
যেমন টল্‌মল;
যেমন নলীনদলে জল,
ক্ষণিকের এ রঙ্গীন জীবন,
তেমনি চপল হারে তেমনি চপল।

আজ আছে কাল রবে কি না,
কে বলিবে বল ॥
তারি লাগি ও ভোলা মন,
কেনরে এত আয়োজন,
কড়া বুলি কড়া আঁখি,
মন ভরা গরল;
ভোরের বেলায় আলোর খেলায়
শিশির উজল।
সেই আলো তার বুকের মাঝে,
শুকিয়ে তোলে জল ॥
সুখের দিনের এই যে নেশা,
এই আলো আর জলে মেশা,
দিন্ না যেতে ফুরিয়ে যে যায়
দিনেরি সম্বল ;
সুখ যে হবে দুঃখের সাথী,
নিব্‌বে প্রদীপ রাতারাতি।
ঐ তারার পানে লক্ষ্য রেখে
আপন পথে চল— ॥

(প্রস্থান)

উপরের গানটী শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী কর্ত্তৃক রচিত।

ম্যানেজার—এ সব অসভ্যদের গুলি করা উচিত। যত সব ছোটলোকের স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে।

কিশোরীলাল—নন্দ, বাউল কি ব'লে গেলেন, শুন্‌লে তো? আমার মতে কবিরাজী চিকিৎসাই করো।

ম্যানেজার—তা বাবু, আপনি কবিরাজী চিকিৎসাই করুন আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ফল ভাল হবে না!

কিশোরীলাল—তুমি চুপ করো, এ আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার চেয়ে তুমি ওকে বেশী জানো না, বা আমার চেয়ে তুমি ওর বেশী আত্মীয়ও নও। একে আমি নেংটা-কাল থেকে প্রতিপালন ক'রে আস্‌ছি, দাদার মৃত্যুর পরে আমিই ওকে মানুষ করেছি, এর সম্বন্ধে যা কিছু করার তা আমিই কর্‌বো, তুমি এর ভেতরে কথা কইতে আসো কেন?

ম্যানেজার—তা আমার কি দোষ, ইনি আমায় জিজ্ঞেস করেন তাই উত্তর দিতে হয়। তারপরে আপনিও আমায় চোখ্‌ রাঙ্গিয়ে কথা বল্‌বেন না, আমি আপনার কর্ম্মচারী নই, এইটীও স্মরণ রাখ্‌বেন।

নন্দলাল—আমি একে আমার ষ্টেটে ম্যানেজার নিযুক্ত করেছি, আমার ভাল মন্দ যা কিছু এখন এ-ই দেখ্‌বে; আপনি একে যা তা বল্‌বেন না, তারপরে এ ভদ্রবংশের সন্তান, এটীও আপনি স্মরণ রাখ্‌বেন।

কিশোরীলাল—এ তোমার একজন কর্ম্মচারী বই নয়? একে ভয় করেও এখন আমার কথা কইতে হবে? অবাক্ করলি নন্দ! বাল্যাবধি প্রতিপালনের যথেষ্ট পুরস্কার দিলি! (প্রস্থান)

ম্যানেজার—দেখ্‌লেন তো, যা বলেছি তাই কি না? ওর ইচ্ছাই আপনায় মেরে ফেলে।

নন্দলাল—কাকার এ ইচ্ছা হবে কেন? তাতে তাঁর লাভ?

ম্যানেজার—এত বড় সম্পত্তিটা সবই আত্মসাৎ করবেন।

নন্দলাল—কাকার তো এ সম্পত্তিতে কোন অংশ নেই, বাবা তাঁকে খুব ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন, তাই যত দিন না আমি সাবালক হই ততদিন তাঁর উপরে ষ্টেটের যাবতীয় ভার অর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন। তারপরে এখন আমিই সব বুঝে নিয়েছি। ধরলাম তিনি আমায় মেরে ফেল্লেন, কিন্তু যতদিন আমার স্ত্রী বর্ত্তমান থাক্‌বে ততদিন কি ক'রে তিনি সম্পত্তির মালিক হবেন? তুমি যা-ই কেন বলো না, কাকার প্রাণ এত ছোট হ'তে পারে, এ আমি ভাবতেই পারি না। সকলে বলে কাকা মানুষরূপী দেবতা, তুমি তাঁকে এত ছোট মনে করো?

ম্যানেজার—আমি তো আর ইচ্ছা ক'রে মনে কচ্ছি না; ওর কার্য্যই আমায় মনে করাচ্ছে। আপনি দেখতে চান, আচ্ছা আমি এখনি তার একটা প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি।

জমাদার.........জমাদার !

জমাদারের প্রবেশ।

জমাদার—হুজুর।

ম্যানেজার—বড় কর্ত্তা সেদিন তোমায় কি বলেছিলেন ?

জমাদার—সেদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, পুরোণো লোহার সিন্ধুকের চাবি তুমি আমার বিনা অনুমতিতে নন্দকেও দেবে না।

নন্দলাল—আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

জমাদারের প্রস্থান।

নন্দলাল—কাকার এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি মনে করো ?

ম্যানেজার—উদ্দেশ্য, তাতে যে টাকা আছে, তা সব আত্মসাৎ করবেন, আমরা যদি দেখে ফেলি এই ভয়। তারপরে ইনি অনেক সম্পত্তি ওর নিজের নামে খরিদ করেছেন তাতে আপনার নাম থাকা উচিত ছিল। আপনাকে মেরে ফেলবার চেষ্টাও উনি কচ্ছেন, এমন কথাও আমার কাণে এসেছে, আর একদিন আপনায় এ কথা বলেছি, বোধ হয় আপনার স্মরণ নেই।

নন্দলাল—হাঁ, তুমি বলেছিলে বটে। কিন্তু কাকা, যিনি আমার শৈশবকাল থেকে প্রতিপালন ক'রে এসেছেন, যিনি তাঁর ছেলের থেকেও আমায় বেশী স্নেহ করেন, তাঁর প্রাণ এত ছোট, তিনি এত নিষ্ঠুর হ'তে পেরেছেন

এ ভাবলেও আমার হৃদ্‌কম্প হয়। জানিনা বিধাতার কি ইচ্ছা। যাক্ এ সব কথা এখন থাক্, তুমি অন্য কাজে যাও।

ম্যানেজার—তবে ডাক্তার আস্‌তে লিখে দেবো কি?

নন্দলাল—যা হয় কাছারীতে ব'সে বল্‌বো, তুমি এখন যাও।

ম্যানেজার—আচ্ছা, আমি এখন যাই।

(প্রস্থান)

নন্দলাল—কি ষড়যন্ত্র! আমায় মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা কাকা কচ্ছেন, এও কি কখনো হ'তে পারে? তিনি যে আমায় তাঁর ছেলের থেকেও বেশী স্নেহ করেন। ম্যানেজার কি যে বলে, ওর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, তা'রই বা এ কথা বলায় স্বার্থ কি? সেও তো আমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলেই আমি জানি। কি ব্যাপার যে হচ্ছে, তা কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। যাই দেখি একবার বাউল দাদার কাছে, তিনি যা বলবেন তাই কর্‌বো, প্রাণ গেলেও তিনি কখনো সত্য গোপন কর্‌বেন না।

(প্রস্থান)

"দ্বিতীয় দৃশ্য"

স্থান—নন্দের ভিতর বাড়ী।

নন্দলাল, সুরমা, বাউল, চাকর।

সুরমা—আজ নাকি কাকা বাবুকে কি বলেছ? তিনি খুব দুঃখিত হয়েছেন। আমায় বল্লেন, বউমা! আমার জীবনে এমন অপমান কেউ কখনো কর্‌তে পারেনি;

নন্দলাল—হাঁ, কাকা তা বল্‌তে পারেন। কিন্তু শুন্‌তে পাচ্ছি কাকা নাকি আমায় মেরে ফেল্‌বার জন্য ষড়যন্ত্র কচ্ছেন, এ যদি সত্য হয়, তবে কি ক'রে আমি কাকার সম্মান রক্ষা কর্‌বো?

সুরমা—এ কথা তোমায় কে বলেছে? যে বলেছে সে-ই তোমার শত্রু; তুমি তাঁকে এই মুহূর্ত্তেই দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও। কাকা মানুষরূপী দেবতা, তাঁর মতন নিঃস্বার্থপর স্বদেশ-প্রেমিক ভারতে দুর্ল্লভ। সাবধান! তুমি পরের কথায় এমন দেবতার অভিসম্পাত মাথা পেতে নিও না, অকল্যাণ হবে।

বাউলের প্রবেশ।

বাউল—ঠিক বলেছিস্ বউমা, তিনি দেবতাই বটেন। প্রত্যেক নরনারী তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ হয়েছেন। আজ তাঁর

দেব চরিত্রে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করার চেষ্টা হচ্ছে, যদি তা কোন রকমে বাড়ীর বাইরে পঁহুচয়ে, তবে এই জমিদারীতে আগুন জ্বলে উঠ্‌বে, তা এমন ভাবে জ্বলবে, যে সে আগুনে তোদের সকলকে পুড়ে ছাই হতে হবে। নন্দ! আমিও তোমায় সাবধান কচ্ছি, কাকা তোমার পিতৃস্থানীয়, তিনি তোমায় নেংটাকাল থেকে প্রতিপালন ক'রে এসেছেন, তুমি তাঁকে বিশ্বাস করো।

নন্দলাল—আমি কি তাঁকে কখনো অবিশ্বাস করেছি?

বউল—করোনি তা সত্য। কিন্তু এখন তোমায় অবিশ্বাস করাচ্ছে; তুমি যাকে ম্যানেজার রেখেছ, তাকে তুমি উঠিয়ে দাও, যতদিন স্টেটে ঐ ম্যানেজার না ছিল ততদিনই স্টেট ভাল চলেছে, ওকে রাখাবধি নানা রকম গোলমালের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

নন্দলাল—আপনি কি বল্‌তে চান, ম্যানেজার রাখায়ই এ সব গোল হচ্ছে?

সুরমা—আমার তো তাই মনে হয়। যেদিন থেকে তুমি সব কাজ ম্যানেজারের উপর নির্ভর করেছ, সেদিন থেকেই কাকা বাবুর মুখ গম্ভীর হয়েছে, তোমার প্রজা মহলেও নানা রকম গোলমালের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

বাউল—নিজের কাজ নিজে না কর্‌লে যে ভাল হয় না, এ সহজ কথাটাও কি তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে নন্দ!

লেখা পড়াতো কম শেখোনি, ম্যানেজার তোমার চেয়ে বেশী বিদ্বান্‌ও নয়, তার কাজটা নিজেই কেন করো না? বসে থাকতে থাকতে যে একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'তে চলেছ; আর কিছুদিন পরে এ দেশের রাজা জমিদারের মুখের ভাত মুখে উঠিয়ে দিতে হবে, তা না হ'লে বোধ হয় ও'দের অদৃষ্টে খাওয়াই জুট্‌বে না। নিজের কাজ নিজে করো, ম্যানেজারকে যে টাকাগুলি মাইনে দেওয়া হচ্ছে তা'ও তহবিলে জমা হবে, নিজে বিচার কর্‌লে প্রজারাও আনন্দিত হবে।

চাকরের প্রবেশ।

চাকর—বাবু! ম্যানেজার বাবু আপনাকে বাইরে ডাক্‌ছেন।

নন্দলাল—কেন, বল্‌তে পারিস্‌?

চাকর—আজ্ঞে না; তবে শুনে এলুম, নায়েব বাবুর সাথে ডাক্তার সম্বন্ধে কি কথা হচ্ছে।

সুরমা—তবে কি এরি মধ্যে কল্‌কাতা থেকে ডাক্তার এসে পড়্‌লো?

বাউল—ডাক্তার আস্‌বে না বউমা, বাংলা যে এখন কল্‌কাতা রাক্ষসীর বড় আদরের সামগ্রী, তার পেট ভরতেই হবে, দেখ্‌ছ না দেশের রাজা জমিদারগুলো কেমন দৌড়ে চলেছে তার পেট ভর্‌তে! কালের বিচিত্র গতি বউমা, প্রকৃতি ঠাকরুণ পর্য্যন্ত এখন তার ভুবন ভোলানো

রূপটী হারিয়ে ফেলেছেন, এখন শীতে পাখা চলে, গ্রীষ্মে ঘোলের সরবত ছেড়ে গরম চা, মায়ের ছেলে এখন আয়ার হাতে মানুষ, শিশু এখন দেশী গো মাতাকে ছেড়ে বিদেশী ফুড বিমাতার ভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ কর্ত্তাদের নাকি কান্না এখনো থামছে না, ঐ কল্‌কাতা না গেলে কি আর Health হেল্‌থ ভাল হয়? বড় ডাক্তার না হ'লে কি এখন আর কবিরাজে পোষায়? কল্‌কাতা যেতেই হবে, বউমা, ঐ কল্‌কাতা যেতেই হবে।

নন্দলাল—ডাক্তার এলেই কি আমায় কল্‌কাতা যেতে হবে?

বাউল—নিশ্চয়! সে এসে তোমায় যা বল্‌বে, সে কথা আমি তোমায় এখনো ব'লে দিতে পারি, তবে সে বলায় কোন কাজ হবে না, নন্দ!

সুরমা—চিকিৎসা কর্‌তে হয় এখানে বসেই কর্‌বে, ডাক্তার যদি কল্‌কাতা নিতে চায় তবে তুমি যেও না।

নন্দলাল—আচ্ছা আমি এখন যাই, কল্‌কাতা যেতে আমারও তেমন ইচ্ছা নাই, এইটে তুমি জেনে রাখতে পারো।

(প্রস্থান)

সুরমা—বাউল দাদা! আপনি কিন্তু সর্ব্বদাই ওর কাছে থাক্‌বেন, আমার যেন কেমন ভয় হচ্ছে। ম্যানেজার

রাখাবধিই সংসারে কেমন একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, কারোই তেমন হাসিভরা মুখ এখন আর দেখ্‌তে পাই না।

বাউল—তুমি কোন চিন্তা ক'রো না, আমার প্রাণ থাকতে তোমাদের কোন অকল্যাণ হ'তে পার্‌বে না। যাও, তুমি সংসারের কাজ করোগে, বৃথা চিন্তা ক'রে মনকে দুর্ব্বল ক'রো না, ভগবান্ আছেন, তিনি মঙ্গলময়, তিনি তোমাদের মঙ্গলই কর্‌বেন।

(প্রস্থান)

সুরমা—ঠাকুর ! আমার দেবতার মঙ্গল ক'রো।

(প্রস্থান)

"তৃতীয় দৃশ্য"

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ী।

কিশোরীলাল, সুরেশ, বাউল, হেমলতা, যোগেন, গার্গি।

সুরেশ—বাবা ! আমার পাশের খবর এসেছে, নবীন টেলিগ্রাম করেছে। এই দেখুন টেলিগ্রাম।

কিশোরীলাল—বি, এল্ তো পাশ হ'লে, এখন কি করতে চাও ?

সুরেশ—আমার ইচ্ছা হুগলি গিয়ে Practice প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করি, যদি সেখানে সুবিধা না হয় তবে অন্যত্র যাবো।

কিশোরীলাল—আমি বলি কি জানো? সহরে গিয়ে ওকালতী আরম্ভ না ক'রে নিজেদের যা জায়গা জমি আছে সেগুলি রক্ষা করতে চেষ্টা করো, যোগেনও এবার বি, এ, দিয়েছে, পাশও হবে। সে না হয় বিদেশে গিয়ে টাকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করুক। বিষয়টা দেখার জন্য আমি তোমায় বাড়ীতেই থাক্‌তে বলি।

সুরেশ—গাঁয়ে থাকলে এতদিন ব'সে যা শিখেছি, তা সবই ভুলে যাবো, জীবনটাও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যাবে। তারপরে এতদিন সহরে থেকে মনের এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে এক মুহূর্ত্ত আর গাঁয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না।

কিশোরীলাল—এখানে তোমার এমন কি অসুবিধা হচ্ছে সেইটেই বুঝে ওঠ্‌তে পাচ্ছি না। আমার তো মনে হয় সহর থেকে গাঁয়েই আমরা অনেক সুখে আছি। এখানে যেমন খাবার মিলে সহরের বাবুরা তা বোধ হয় চোখেও দেখেন না। তারপরে সহরে খরচও আমাদের গাঁয়ের থেকে অনেক বেশী।

সুরেশ—খরচ কিছু বেশী হয় বটে, কিন্তু সহরের স্বাস্থ্য গ্রাম থেকে অনেক ভালো, খাবারও যথেষ্ট মিলে, তবে খরচ কিছু বেশী হয় বটে।

বাউলের প্রবেশ।

বাউল—খরচ কমানোই হচ্ছে এখন সব চেয়ে বড় কথা। নিজের খরচ কমিয়ে যাতে পরের কিছু সাহায্য করা যায় সেইটেই এখন আমাদের দেখ্‌তে হবে। তারপরে সহরে তোমরা ভাল জিনিষ কি খাও তা বল্‌তে পারো? সরিষার তেলের বদলে খাও কলে পেষা ভেজাল-তেল। ঘৃতের বদলে চরবী। দুধে একসেরে তিন পো জল। আর আমরা চাষা, ক্ষেতে সরিষা জন্মাই। কলু দিয়ে ঘানিতে ভেঙ্গে খাই খাঁটী তেল, গো লক্ষ্মী আমাদের ঘরে আছে প্রচুর দুধ হয়। মেয়েরা দুধ মন্থন ক'রে ঘৃত তৈরী করেন, তা দেব-ভোগ্য; দুধটা যে খাঁটী খাই, তা বোধ হয় না বল্‌লেও চল্‌বে। তবে বল্‌বে যে তোমাদের হাণ্ট্‌লি পামার বিস্কিট্‌ কিস্‌কিট্‌ আমরা খাই না। ও গ্রামের বাজারে পাবারও যো নেই বাবা! কিন্তু তার চেয়ে আমাদের ঘরের মেয়েদের হাতের তৈরী মুরি, মুরির মোয়া, নারিকেলের সন্দেশ, চিরের মোয়া, নিম্‌কি, রসপুলী, পুলী কত আমরা খাই, তোমাদের ঐ বিস্কিটের চেয়ে এর আস্বাদ বেশী বই কম ব'লে তো আমাদের মনে হয় না!

সুরেশ—সহরের মেয়েরাও ও সব তৈরী কর্‌তে জানেন।

বাউল—জান্‌লে হবে কি বাবা, তাদের সময় কই? তারা যে সকলেই এখন সাহিত্যিক হয়ে উঠ্‌লো; পড়া নিয়েই তারা ব্যস্ত, গিন্নিপনা কি এখন আর তাদের পোষায় রে বাবা?

সুরেশ—বিস্কিটের চেয়ে মুরির মোয়াতে আস্বাদ বেশী, এ আপনি কি বলেন?

বাউল—বেশী কি আর একটু বেশী বাবা! অনেক বেশী। ঐ মুরির মোয়ার সাথে যদি একটু নারিকেল কোরা হয় তবে তো আর কথা নেই, একেবারে স্বর্গসুখ। তবে কিনা এর আস্বাদ বাবুদের ভাগ্যে জুটে ওঠা বড় কষ্ট, কারণ সকল বাবুরই এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি সাহেবদের মতন বাঁধানো দাঁত হয়ে পড়েছে। এ খেতে হ'লে আসল দাঁত চাই, মেকি দাঁতে এর মজা পাওয়া যায় না বাবা!

সুরেশ—মতি মার্কা সরিষার তেল এখন বেশ ভাল বেড়িয়েছে।

বাউল—তাতেও ভেজাল যথেষ্টই আছে, তবে কি না তা তোমাদের বুঝ্‌বার সাধ্যি নেই। কারণ তোমরা ত আর খাঁটী জিনিষ খাও না, আমরা খাঁটী জিনিষ খাই, তাই আমাদের কাছে ভেজাল দিয়ে সারবার যো নেই। মিল্‌গুলি এদেশে আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌তেই এসেছে, মিলের কর্ত্তারা বসেছেন ব্যবসা কর্‌তে, দেশের টাকা লুঠ

করা আর আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করা এ দু'টীই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য। খাবার জিনিষে যে দিন থেকে ভেজাল আরম্ভ হয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতবর্ষে নূতন নূতন ব্যাধির আমদানী হয়েছে। খাবার ভেতরে বেশী প্রয়োজনীয়ই হচ্ছে ঘৃত আর তেল। তবে গরিবের এখন আর ঘৃত খাওয়া পুষিয়ে উঠছে না, অল্পই হউক আর বেশীই হউক তেল একটু সকলেরই চাই। অন্ততঃ এই তেলটা ইচ্ছা করলে সকলেই কুলু দিয়ে ঘানিতে ভেঙ্গে খেতে পারেন। এতে অর্থের দিক দিয়ে চাইলেও বাবুদের অনেক লাভ, আট আনা দশ আনা সেরের জায়গায় পাঁচ আনা ছ' আনায় পেতে পারেন।

সুরেশ—দেশে যত তেলের প্রয়োজন তা কুলুতে ভেঙ্গে দিতে পারে এত কুলু কোথায়?

বাউল—কুলু এ দেশে কম নেই, ও জাতিটা এ দেশের একটা শক্তি। কাজ পায় না ব'লে তারা ঘানি ছেড়ে অন্য পথ ধরতে বাধ্য হয়েছে, কাজেই যদি দিতে পারো, তবে দেখবে সহর বন্দর ভ'রে যাবে। কাজ অভাবে জাতটা মরতে বসেছে। বাবুরা এই জাতিটাকে একটু বাঁচিয়ে তুলুন না, এতে তেলের কলের মূলধনের জন্য বাড়ী বাড়ী দৌড়াবার প্রয়োজন হবে না; সকলের মিলিত ইচ্ছা হ'লেই হবে। দেশের অকাল মৃত্যুর সংখ্যাটাও বোধ হয়

কমে যাবে। হারে, নিজের যা জায়গা জমি আছে, সেগুলি যাতে নিজের হাতে রক্ষা করতে পারিস্ তাই কর। কাজের সময় এসেছে, কাজে লেগে যা।

গীত।

পণ ক'রে সব লাগরে কাজে,
খাটবো মোরা দিন কি রাত্।
বাংলা যখন পরের হাতে
তখন কিসের মান আর
কিসের জাত ॥

মারোয়ারী দিল্লীওয়ালা,
উড়ে পার্শি ভাটিয়ারা,
তাঁরা মটোর হাঁকে,
চৌতালায় থাকে,
আমাদের নাই
পেটে ভাত ॥

যে দিকে যাই বাংলা দেশের,
সকল দিকই কর্‌ছে গ্রাস ;
তোরাই শুধু কেরাণীর দল,
একটা ব'ড়ের চালেই
হলি মাৎ ॥

এমন ক'রে পরের হাতে,
বিকিয়ে দিলি সোণার দেশ,
ধিক্ বাঙ্গালী নীরব রইলি
থাকতে চৌদ্দ কোটী হাত ॥

বাউল—কিশোরী বাবু, অনেক বক্‌লুম এখন যাই। ছেলে সহরের নেশায় ভরপূর, এ নেশা ছোটানো বড় সহজ নয়, তবু চেষ্টা ক'রে দেখো, যদি বাছার নেশা ছোটে।

(প্রস্থান)

কিশোরীলাল—যাদের চাকুরী না করলেই নয় তারা না হয় চাকুরী করুক, সহরে যাক্, তোমার তো চাকুরী না করলেও চলে, তুমি কেন দেশ থেকে তোমার নিজের যা আছে সেইটে রক্ষা করো না ?

সুরেশ—আমি সহরে না গিয়ে পারবো না, সহরে আমার যেতেই হবে, যোগেন না হয় বাড়ী থেকে বিষয় দেখুক।

কিশোরীলাল—তুমি হ'লে তার বড় ভাই, আমার এখন বৃদ্ধাবস্থা, যোগেনকে এখন তোমারই চালিয়ে নিতে হবে। আমি এখন আর তেমন ক'রে খাটতে পারি না, সে শক্তিও আমার নেই। আমি আমার খামারের আয় থেকেই তোমাদের দু'জনকে সহরে রেখে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়েছি, এই খামারই হচ্ছে তোমাদের জীবনের প্রধান

অবলম্বন, এর প্রতি যদি তোমরা লক্ষ্য না করো, তবে তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাল হবে ব'লে আমার মনে হয় না। তারপরে তুমি যাচ্ছ ওকালতী কর্‌তে। শুন্‌তে পাচ্ছি উকীলদের এখন আর পূর্ব্বের মত পসার নাই।

সুরেশ—ওসব বাজে লোকের কথা। যাঁরা শক্তিশালী উকীল তাঁদের পয়সার অভাব কি?

কিশোরীলাল—তুমি নূতন উকীল, শুন্‌লেম পুরোণো উকীল-দেরও অনেককে এখন বাড়ী থেকে টাকা এনে খেতে হয়। যার বাড়ীতে কিছু নেই তিনি কর্জ্জের উপরেই আছেন। তাই আমি তোমার নিজের যা আছে সেইটেই রক্ষা কর্‌তে বল্‌ছি, আর এতেই তোমার কল্যাণ হবে। বৃদ্ধের কথা উপেক্ষা ক'রে সহরে গেলে তোমার মঙ্গল হবে সে আশা আমার নাই। আমার যা বল্‌বার তা বল্‌লুম। এখন তুমি যা ভাল মনে করো তাই কর্‌তে পারো।

সুরেশ—সহরে আমি যাবোই, গাঁয়ে পঁচে মর্‌তে আমি পার্‌বো না। এ ক'দিন মাত্র গাঁয়ে এসেছি আমার স্বাস্থ্যটা কেমন ভেঙ্গে গেছে।

কিশোরীলাল—আমরা সারা জীবন এই গাঁয়েই কাটালেম, কই তোমাদের সহরে বাবুদের চেয়ে আমাদের স্বাস্থ্য তো মোটেই খারাপ মনে কচ্ছি না। তবে বল্‌ছে যে ওটা

আমাদের সয়ে গেছে, তা তোমারও কিছুদিন পরে স'য়ে যাবে ; গাঁয়েই থাকো গে।

সুরেশ—কি ক'রে থাক্‌বো, এখানে দশজন শিক্ষিত লোকের দেখা পাবার যো আছে কি ? অসুখ হ'লে ভাল ডাক্তার মেলে না, খাবারও যথেষ্ট অভাব।

কিশোরীলাল—খাবার সবই মেলে, সবই আমরা খাই, তবে ঐ চা আর সিগারেট যা তোমার খুব বেশী প্রিয়, তার কিছু অভাব আছে বটে।

সুরেশ—চা তো আমার না হ'লেই নয়, ঐটে আমার চাই-ই।

কিশোরীলাল—সহরে গিয়ে ঐ একটী ব্যাধি নিয়ে এসেছ বাবা ! তোমরা বলো চাতে শরীর ভাল হয়, কিন্তু আমি তো দেখ্‌তে পাচ্ছি যারা ও না খায় তারা তোমাদের চেয়ে সবল এবং সুস্থ শরীরে আছে। চা তো বিষ, ওতে নেশাও যথেষ্ট, আফিং থেকে চার নেশা কোন অংশেই কম নয়। যারা আফিং খান্ তাদের যেমন আফিং না হ'লে চলে না, চা যারা খান্ তাদেরও চা না হ'লে চলে না। ওসব খেয়ে খেয়েই মাথাটা খারাপ ক'রে এসেছিস্ তাই ভাল কথা এখন আর মাথায় ধরছে না। তা সহরে যেতে চাও যাও, কিন্তু মনে রেখো তোমার ভবিষ্যৎ জীবন বড়ই দুঃখময় হবে।

সুরেশ—আমি এখন একেবারে ছেলে মানুষ নই, বি, এল্ পাশ করেছি, নিজের কিসে ভাল হবে তা বুঝ্‌বার শক্তিটা অন্ততঃ হয়েছে।

কিশোরীলাল—তা বেশ, নিজের পথ নিজেই বেছে লও, আমার বাধা দেবার কোনই প্রয়োজন নাই। লেখা পড়া শেখার পরিণাম যে এই হয় তা যদি পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পার্‌তাম, তা হ'লে তোদের সহরে পাঠিয়ে এ বিদ্যা না শিখিয়ে আমাদের মতন চাষা মূর্খ ক'রে রাখ্‌বারই ব্যবস্থা ক'রে দিতাম। আজ তোর সাথে কথা ব'লে এই জ্ঞানটা বেশ হ'লো যে, আজকাল স্কুল কলেজে ছেলে-দের পিতা মাতার অবাধ্য হ'তে হবে এই শিক্ষাটাই বোধ হয় খুব ভাল ক'রে দেওয়া হয়;—ভগবান্ করুন এই স্কুল কলেজ ভেঙ্গে নূতন ক'রে গড়ে উঠুক, তা না হ'লে বোধ হয় এ দেশে মানুষ জন্মাবে না।

সুরেশ—এইটে কি আপনি বুদ্ধিমানের মতন কথা বল্লেন? এই স্কুল কলেজে দেশের কত উপকার করেছে, আজ আমরা সভ্য সমাজে মিশ্‌বার যোগ্য হয়েছি।

কিশোরীলাল—তোদের সভ্যসমাজে মিশ্‌বার বালাই ল'য়ে মরি! যাদের পেটে ভাত নাই, পড়বার কাপড় নাই, পরের মুখের দিকে চেয়ে দিন কাটানোই যাদের শিক্ষা, সে সভ্যদের চেয়ে অসভ্য চাষারা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তারা

তাদের নিজের কাজ নিজেরাই ক'রে নেয়, আপন পায় দাঁড়িয়ে দুঃখ দরিদ্রতার সঙ্গে চিরজীবন সংগ্রাম ক'রেও নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করে, স্বাধীন চিন্তা করবারও তারা একটু অবসর পায়।

সুরেশ—আমি আপনার সাথে আর তর্ক করতে চাই না; আমার সহরে যাওয়াই ঠিক। আমি গাঁয়ে থেকে চাষার দলে মিশে চাষা সাজ্‌তে পারবো না।

কিশোরীলাল—এই চাষার দল আছে বলেই তোদের সহরে বাবুরা বেঁচে আছেন। এই চাষারাই সহর বাঁচিয়ে রাখে, দেশ বাঁচিয়ে রাখে, এদের পদধূলি যতদিন না বাবুরা মাথায় তুলে নিচ্ছেন, ততদিন সহস্র আন্দোলনেও এ দেশের হাহাকার দূর হবে না, এ চাষার শক্তি যে কত, তা কিছুদিন পরে এই সমগ্র জগৎ টের পাবে।

(প্রস্থান)

"হেমলতার প্রবেশ"

হেমলতা—কি রে সুরেশ! তুই নাকি সহরে যাচ্ছিস্, কর্ত্তা তোকে যেতে নিষেধ কচ্ছেন, তাঁর অবাধ্য হওয়াটা কি ভালো?

সুরেশ—সহরে না গেলে ওকালতী করবো কি গাঁয়ে ব'সে? যখন ওকালতী পাশ করেছি, তখন সহরে আমার যেতেই হবে।

হেমলতা—কর্ত্তা তোদের সহরে যাবার জন্য লেখাপড়া শেখান নি, লেখাপড়া শিখিয়েছেন জ্ঞানের জন্য। এখন গাঁয়ে ব'সে যারা অশিক্ষিত, তাদের শিক্ষা দেওয়াই হলো তোদের কাজ। কর্ত্তা তোদের এই কার্য্যের জন্যই উচ্চ শিক্ষা দিয়ে দেশে এনেছেন। পাড়ার লোক তোদের কাছে কত আশা করে, তাদের ফেলে কোথায় যাবি? যারা অর্থ ব্যয় ক'রে সহরে ছেলে পড়াতে অক্ষম তাদের ছেলেপিলেগুলি যাতে মানুষ হয় তাই কর, তা হ'লে কর্ত্তা খুব খুসী হবেন, কারণ তিনি এই লোকসেবাই চান্।

সুরেশ—আমি বাবাকে ব'লে দিয়েছি, আমার সহরে যেতেই হবে।

হেমলতা—কর্ত্তার অমতে সহরে গেলে তোর ভাল হবে ব'লে আমার মনে হয় না। আমি যতদূর জানি তাতে তিনি চাকুরী করাটাকে খুবই অপছন্দ করেন। তিনি নিজেও একজন উচ্চশিক্ষিত, ইচ্ছা করলে অনেক বড় কাজই তিনি করতে পারতেন, কিন্তু তা না ক'রে পাড়ার ছেলেপিলেগুলি যাতে মানুষ হয় তাই কচ্ছেন, আমাদের স্কুলটীতে পণ্ডিত না রেখে তিনি নিজেই ছেলেদের

পড়ান। আমি আজ ত্রিশ বছর এ সংসারে এসেছি, এ গাঁয়ের অবস্থা যা দেখেছি, তার চেয়ে আজ এই স্বর্ণপুর সহস্রগুণে উন্নত হয়েছে; যেমন লেখাপড়ায়, তেমন শিল্পে, তেমনি লোক-সেবায়। স্বর্ণপুরের মরা প্রাণে ত্রিশ বছরে যেন একটা নূতন জাগরণ এসেছে। তিনি এখন বৃদ্ধ, তাঁর যাবতীয় কাজ এখন তোর নিজের হাতে নেওয়াই কর্ত্তব্য। তা হ'লে তিনি খুব আনন্দিতও হবেন, বৃদ্ধ একটু বিশ্রাম করারও অবসর পাবেন।

সুরেশ—তিনি বিশ্রাম কর্‌লেই ত পারেন, তাঁকে তো কেউ কাজের জন্য ডাকে না, তিনি নিজেই গায়ে প'ড়ে লোকদের নিয়ে এমন ভাবে মাতামাতি কচ্ছেন!

হেমলতা—হারে ওই তো তাঁর মহত্ত্ব! তিনি ঘরে ব'সেই তাঁর সংসার বেশ চালিয়ে যেতে পারেন, কারো কাছে তাঁর এক পয়সার জন্যও যাবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু পরের দুঃখে যাঁর প্রাণ অত কাঁদে সে কি আর নিজের নিয়ে ব'সে থাক্‌তে পারে? তাই সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কার সংসার কি ভাবে চল্‌ছে, ছেলেরা কি রকম লেখাপড়া কচ্ছে, কার ব্যারামের ঔষধের প্রয়োজন, কার ঘরে কাপড় নেই, এই সব দেখ্‌ছেন, আর যার যা প্রয়োজন, তাকে তাই দিয়ে তার সেবা কচ্ছেন। এর জন্যই আজ এই স্বর্ণপুরে তিনি দেবতার মতন পূজা

পাচ্ছেন। তাই বল্‌ছি, এ দেবতার কথা অগ্রাহ্য করলে অকল্যাণ হবে।

সুরেশ—ওকালতী না করলে পয়সা আস্‌বে কোত্থেকে ?

হেমলতা—আমাদের খামার খুবই বড়, এতে যা আয় হয় তা তোর মতন দশজন উকীলেও উপার্জ্জন করতে পারে না। কর্ত্তার শরীরের রক্ত এই জমির পেছনে জল করেছেন। শিক্ষিত লোক যে এত পরিশ্রম করতে পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিনি। নিজের জমা জমি যা আছে, তা কর্ত্তার থেকে বুঝে নিয়ে সে খামার যাতে আরো বড় করতে পারিস্‌ তার চেষ্টা কর, এতে তোর ওকালতীর চেয়ে অনেক বেশী আয় হবে।

সুরেশ—তা এখন আমি চল্লুম, ভেবে চিন্তে যা হয় তোমায় আমি পরে বল্‌বো।

(প্রস্থান)

হেমলতা—একেই কি বলে উচ্চ শিক্ষা ? পিতামাতার অবাধ্য হওয়াই যে শিক্ষার ফল, মানুষ যে কেন সে শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছেলেদের দলে দলে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, তাই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। যাই দেখি কর্ত্তার কাছে তিনি কি ব্যবস্থা করেছেন। ছেলের যা অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছি তাতে আমার বউমাই বা কি বলেন, তাই বা কে জানে ?

"যোগেনের প্রবেশ"

যোগেন—মা, দাদা নাকি সহরে যাচ্ছেন ?

হেমলতা—হাঁ বাবা, সে কারো মানাই শুন্‌লে না। কর্ত্তা তাকে বিষয় দেখ্‌তে বলেছিলেন, তা নাকি তার ভাল লাগে না, সে সহরেই যাবে। তা যাক্, তুমি না হয় এখন বিষয় দেখো, কর্ত্তাকে একটু বিশ্রাম দাও।

যোগেন—দাদা যদি বিষয় না দেখেন, তবে আমিই বিষয় দেখ্‌বো। দাদা সহরে যেতে চাচ্ছেন, বাবা তাকে বাধা দিচ্ছেন কেন ? তিনি যদি ওকালতী করাই ভাল মনে করেন, তবে তাই করুন না, তাতে ক্ষতি কি ?

"গার্গীর প্রবেশ"

গার্গী—ক্ষতি আছে রে যথেষ্ট ক্ষতি আছে। সহরে গেলেই যে দাদা আর দাদা থাকে না, পর হয়ে যায় রে, সে পর হয়ে যায়। বাংলা উচ্ছন্ন [illegible] গেল, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই এ সহরেই করে [illegible] করে!

যোগেন—সহরেই কি বাংলার সর্ব্বনাশ করেছে মা ?

গার্গী—হাঁ বাবা তাই! সোণার সংসার ছারখার এই সহরেই করে রে, এই সহরেই করে। বাপ দাদার নাম লোপ হচ্ছে, পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটাখানি পর্য্যন্ত উচ্ছন্ন হ'য়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যদ্বংশধরগণ হা অন্ন, হা অন্ন ক'রে চীৎকার

ক'রে মারা যাচ্ছে, বাংলা ফকির হবার একমাত্র কারণ গ্রাম ছেড়ে সহরে যাওয়া।

হেমলতা—মা এসেছ! এদের একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে যাও, আমরা এদের বোঝাতে পার্‌লেম না।

গার্গী—সে দোষ তো মা তোমাদেরই, কোলের ছেলে কোল ছাড়া ক'রে দাও কেন? যদি বুকে ক'রে রাখ্‌তে, তবে কি আজ আর ছেলে অবাধ্য হ'তে পার্‌তো? শুধু লেখাপড়া শিখ্‌লেই ছেলে মানুষ হয় না, তার সাথে আরো অনেক চাই, তা শেখাবার ভার পিতামাতার উপরে, তাতো করোনি, তাই আজ ছেলের অবাধ্যতার যাতনা ভোগ কর্‌তে হচ্ছে।

হেমলতা—সে ভুল মা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, বর্ত্তমান শিক্ষার পরিণাম যে এই, তা পূর্ব্বে বুঝতে পার্‌লে কি আজ এমন হয়?

গার্গী—বহুদিন থেকেই ত বাবা তোমাদের সকলের দ্বারে দ্বারে এ কথা চীৎকার ক'রে ব'লে বেড়াচ্ছেন, কই কেউতো সে কথা শুনেও শুন্‌ছেন না, অনেকে হয়তো বাতুল ব'লেই তাকে উপহাস কর্‌ছেন।

হেমলতা—হাঁ তিনি কর্ত্তার সাথে অনেক সময় এই বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

গার্গী—আপনার কর্ত্তাতো বাবারই একজন প্রিয় শিষ্য, তাই তিনি ছেলেকে সহরে যেতে নিষেধ কচ্ছেন। তিনি আমাদের আশ্রমে অনেক সময় যান, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কিসে পরিবর্ত্তন হবে, বাবার সাথে এ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়।

যোগেন—আমার বাবা কি আপনার বাবার শিষ্য?

গার্গী—হাঁ, অবাক্ হ'লে নাকি? শুধু তোমার বাবা নয়, এ দেশের কর্ম্মী প্রায় সকলেই তাঁর শিষ্য। আজ এই স্বর্ণপুরে যা কিছু দেখ্তে পাচ্ছ, এ সকল তাঁরই উপদেশে হচ্ছে। একবার দেখা করো, মনের অনেক গলদ কেটে যাবে।

যোগেন—অনেক দিন থেকেই ভাব্ছি একবার দেখা কর্‌বো কিন্তু সময়ই ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

গার্গী—তোমাদের সকলের মুখেই ঐ এক কথা। সময় তো যথেষ্টই খরচ হয়ে যাচ্ছে, কেবল কাজের বেলায়ই তোমাদের সময় হয়ে ওঠে না। সময় ক'রে একবার যেও, স্কুল কলেজে যা শিখেছ তার চেয়ে অনেক বেশী শিখ্‌বার সেখানে আছে। ঐ যে দেখ্‌ছো পাগলের মতন যা তা ব'লে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, উনি হচ্ছেন একটী রত্নের খনি, ওকে চেনা বড় সহজ নয়, তাই বাবা অনেক সময় গেয়ে থাকেন—

গীত।

এ ভবে পাগল চেনা বিষম দায়।
পাগলের তত্ত্ব ভবে ক'জন পায়!
ছিল পাগল গৌরাঙ্গ,
নিতাই তাঁর সঙ্গে পাঙ্গ,
ব'লে গেলেন সাধনার কি
মধুর প্রসঙ্গ;
আজ নেড়া নেড়ি সে প্রসঙ্গে,
উল্টো ক'রে উল্টো ধায়॥
আর একটা শ্মশান শয্যায়,
বক্ষে রেখে মাগীর পায়,
জ্ঞানদাতা জ্ঞান দিচ্ছেন
জীবমাত্রে সবায়;
বোঝে কি দীন ভারতবাসী,
শক্তি মহাশক্তির পায়॥

(প্রস্থান)

যোগেন—মা, ইনি কে ? এমন তেজস্বিনী মেয়ে তো আমি আর কখনো দেখিনি ! ইনি কি দেবী ?

হেমলতা—হাঁ বাবা, ইনি দেবী বটেন, যে মহাপুরুষের নাম ইনি ক'রে গেলেন ইনি তাঁরি মেয়ে, নাম গার্গী—। বাউল ঠাকুর আদর্শ গৃহিণী তৈরী করার জন্য একটী মেয়ে-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই গার্গীর উপরেই তিনি মেয়েদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করেছেন।

যোগেন—এ আশ্রমে আমায় একদিন যেতেই হবে।

হেমলতা—আমায়ও সাথে নিয়ে যাস্। আমি মাঝে মাঝে সেখানে যাই, কর্ত্তাতো প্রায় সব সময় সেখানেই থাকেন। বাউল ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সত্য সত্যই এই স্বর্ণপুর আজ স্বর্ণপুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইনি যখন যেতে ব'লে গেলেন, তখন একবার যেও।

(প্রস্থান)

যোগেন—পাগ্‌লী কি ব'লে গেল ? সহরই বাংলার সর্ব্বনাশ করেছে, চিন্তার বিষয় বটে। যাই দেখি একবার দাদার কাছে, তিনি কি বলেন্।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—নন্দলালের বৈঠকখানা।

নন্দলাল, ম্যানেজার, বাউল, যোগেন।

ম্যানেজার—ডাক্তার বাবু যা বলে গেলেন, তা শুনলেন তো? কিছুদিন কল্‌কাতা গিয়ে থাকাই আমি সঙ্গত মনে করি।

নন্দলাল—আমার মন যে কিছুতেই এগুচ্ছে না।

ম্যানেজার—প্রাণটা বাঁচাতে হবে তো! না গেলে চল্‌বে কেন?

নন্দলাল—তিনি ঔষধ দিয়ে যান না কেন, এখানে বসেই বেশ খাওয়া যাবে।

ম্যানেজার—তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। তিনি বলেন আমায় কিছুদিন রোজই একবার ক'রে দেখ্‌তে হবে, তাই কল্‌কাতা যাওয়া প্রয়োজন। আমাকে এখানে রাখ্‌তে হ'লে দৈনিক পাঁচশত টাকা ক'রে দিতে হবে, আর কল্‌কাতা গেলে ষোল টাকাতেই চলতে পারে। এখন আপনি যা ভাল মনে করেন, তা কর্‌তে পারেন।

নন্দলাল—তা'ও তো বটে, কিন্তু দেশের সকলেরই ইচ্ছা যাতে আমি কল্‌কাতা না যাই।

ম্যানেজার—কল্‌কাতা না গেলে এখানে ব'সে আপনার সুচিকিৎসা কিছুতেই হবে না।

বাউলের প্রবেশ।

বাউল—কেন হবে না? না হবার কারণ কি বল্‌তে পারো? নন্দ এই স্বর্ণপুরের জমিদার, তার এখানে অভাব কিসের?

এখানে বসেই তাঁর সব হ'তে পারে। কবিরাজেই যথেষ্ট হ'তো, ডাক্তার এনেছ তা বেশ করেছ। কতগুলি টাকার পাখা হয়েছিল তারা উড়ে কল্‌কাতায় চল্‌লো; এই রাজ্যিটা সমেত উড়িয়ে আর কল্‌কাতা নিয়ে লাভ কি বাবা? নন্দ, তোমার এই শনিঠাকুরটীকে তোমার কাঁধ থেকে নাবাও, তা না হ'লে ইনি তোমার ভিটে বাড়ী পর্য্যন্ত উৎসন্ন করবেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি।

নন্দলাল—আপনারা দেখ্‌ছি সকলেই এর উপর খড়্গহস্ত, আমার কি একটা হিতাহিত জ্ঞান নেই? ইনি উপযুক্ত কর্ম্মচারী বলেই তো একে আমি আমার স্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেছি।

বাউল—হাঁ খুব উপযুক্ত কর্ম্মচারীই রেখেছ, ইনি যখন যার কণ্ঠে চেপেছেন, তার ভিটেয় ঘুঘু না চড়িয়ে ছাড়েন নি। কিছুদিন পরেই টের পাবে।

নন্দলাল—আপনাদের গায়ে পড়ে এসে উপদেশ দেওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করি না; আমার ভালো আমি নিজেই ঠিক ক'রে নিতে পার্‌বো। ম্যানেজার, তুমি আজই কল্‌কাতা যাবার আয়োজন করে ফেলো। এ সব পাগলের দলে আমার কাণটা ঝালাপালা ক'রে দিলে।

ম্যানেজার—যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

বাউল—আচ্ছা ভাই চল্লুম, আর কখনো তোমার কোন কথা কইতে আস্‌বো না।

গীত

মা একি মজার খেলা তাস,
পেতেছ এ ভবের খেলায়।
বেটে মা আপন হাতে,
রং সব রেখেছ হাতে,
বদ্ রং বাজারে দিলে,
দেখে পেলো হাস ॥
হবে বলে সাত তুরুক,
দু'খানা রং এ বেঁধেছ মুখ,
ছ'রং এ করেছ তুরুক,
হয়, সাধে কি হতাশ ॥
কে বোঝে মা তোমার বাজী,
কারে কি ভাবে করো রাজী,
পাঁচ দশে পঞ্চাশের বাজী,
ফেরাই দিচ্ছে পাশ ॥
কেন ক'র এত ছলনা,
মুকুন্দে দিচ্ছ যাতনা,
যাবে মা যাবে জানা,
পেলে হাতের পাঁচ ॥

(প্রস্থান)

যোগেনের প্রবেশ।

যোগেন—দাদা, আপনি নাকি সহরে যাচ্ছেন?

নন্দলাল—হাঁ ভাই, স্বাস্থ্যটা বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে।

যোগেন—তার জন্যে কল্‌কাতায় যাবার প্রয়োজন কি? এখানে থেকে চিকিৎসা কর্‌লেই ত হ'তো।

নন্দলাল—ডাক্তার কল্‌কাতা যেতে বলেছেন। তারপরে এখানে লোক থাকে কি ক'রে? নানা রকম কত অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হচ্ছে। পয়সা থাক্‌তে কে ভাই এ সব সহ্য করে? আমার ইচ্ছা আর এখানে থাক্‌বো না, বছরের প্রায় সব কটা দিনই কল্‌কাতায় কাটিয়ে দেবো। প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে বাড়ীতে আস্‌বো।

যোগেন—এখানে আপনার এমন কি অসুবিধে হচ্ছে সেইটাই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। যদি কিছু অসুবিধা হয়ও, তা টাকা খরচ কর্‌লে অল্পদিনেই সে অসুবিধা দূর করে নিতে পারেন।

নন্দলাল—তোমাদের যেমন আক্কেল, সংসারের চাপ এখনো ঘাড়ে পড়েনি কিনা তাই কিছুই টের পাচ্ছনা, বাবা মরে গেলেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে। দেশের কিছু খবর রাখো কি? বিশ বছর পূর্ব্বে এখানে কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে। পূর্ব্বে যে কাজ চা'র আনায় হ'তো এখন সে কাজ এক টাকায়ও হ'তে চায় না। আর সে কাজ

করবারও ছাই লোক আছে? সব বেটার কৌলিণ্য যেন এক সঙ্গে জেগে উঠেছে। টাকা নিয়ে সাধাসাধি করলেও লোক পাবার যো নেই। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার সব বেটারই যেন ল্যাজ ফুলে গেছে; খেতে পায় না, কিন্তু অপমান বোধটুকু বেশ আছে।

যোগেন—বর্ত্তমান সময় জগতের যা অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাতে এখন আর কারো চোখ্ রাঙ্গিয়ে কাজ করাবার যো নেই, সে দিন চলে গেছে। এই বিংশ শতাব্দীর জাগরণে সকলেরই চোখ খুলে গেছে। এখন কোন জাতিই তার জাতের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে প্রস্তুত নন্। এইটে উঠবার যুগ কিনা, তাই সকল জাতির ভেতরেই একটা স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তারপরে যাদের আমরা এতদিন পদদলিত করে চলেছি, তারাই হচ্ছে আমাদের জাতির মেরুদণ্ড। ওদের উঠতে দিলে আজ আমাদের হাবার মতন পরের মুখের দিকে চেয়ে দুটি অন্ন দাও, অন্ন দাও ব'লে চীৎকার করতে হ'তো না। বলি সহরে যে যাবেন, সেখানে টাকা আসবে কোত্থেকে?

নন্দলাল—কেন, জমিদারী থেকে।

যোগেন—জমিদারী থেকে টাকাটা জুটবে কি ক'রে তাই ভাবছি।

নন্দলাল—ম্যানেজার আর নায়েব রইলো, তারাই টাকা আদায় ক'রে পাঠাবে ; এ সহজ কথাটাও বোঝ না, লেখাপড়া শিখেছিলে কেন বল্‌তে পারো ?

যোগেন—তারাও যে সহরে যেতে চাইবে, তবে চাকুরীর লোভে যদি না যায়। কিন্তু কোন রকমে কিছু টাকার সংস্থান করতে পারলে তারাই কি আর এই গাঁয়ে পড়ে মরতে চাইবে ! তবে গরীব প্রজাগুলো, ওদের সহরে যাবার ইচ্ছা হ'লেও তা যেতে পারবে না, এখানেই থাকবে, জ্বর জ্বালায় ভুগ্‌বে, জমিও চষ্‌বে, আবার খাজানার টাকাও দেবে।

নন্দলাল—তোমরা সব আজকালকার ছেলে কিনা, ভাবের ঘোরেই ঘুরে বেড়াও, নিজের প্রাণটা আগে বাঁচাও তারপরে পরের ভাবনা ভেবো।

যোগেন—তা আপনি সহরে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারেন ; কিন্তু আমি আমার এই সহস্র ভাইকে ফেলে একা প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছা করি না; আমি এই পাড়াগাঁয়েই থাক্‌বো, দেখি এই পাড়াগাঁকেই আবার সহরে পরিণত করতে পারি কি না, গাঁয়ের শ্রী ফিরাতে পারি কিনা। এখানে অসুবিধা যথেষ্ট আছে তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আপনি তো আর সেইজন্যে সহরে যাচ্ছেন না, আপনার ভিতরে রয়েছে বিলাসীতার আকাঙ্ক্ষা, তা কি আর এই

পাড়াগাঁয়ে তৃপ্ত হ'তে পারে? তাই আপনার সহর চাই, কিন্তু মনে রাখবেন, এই পাড়াগাঁ-ই আবার সহরে বাবুদের শেষ বিশ্রাম স্থান কর্‌তে হবে।

(প্রস্থান)

নন্দলাল—কি বেয়াদব! আজকালকার ছেলেগুলো গুরুজনের সাথে কেমন ক'রে কথা কইতে হয়, তা পর্য্যন্ত শিখেনি। যাক্ আমাকে যখন আজই কল্‌কাতা রওনা হ'তে হবে, তখন আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়; যাবার জন্যে প্রস্তুত হইগে। সকলেরই অমতে চলেছি, কে জানে ভাল কচ্ছি কি মন্দ কচ্ছি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—গার্গীর বিদ্যালয়।

গার্গী, ছাত্রীগণ, বাউল, কিশোরীলাল, যোগেন।

গীত।

ছাত্রীগণ—

কি আনন্দধ্বনি উঠ্‌লো বঙ্গভূমে,
বঙ্গভূমে, বঙ্গভূমে, বঙ্গভূমে,
ভারতভূমে॥

আনন্দে আনন্দধামে,
হচ্ছে বেচা কিনি,
দেশী ধূতি দেশী চিনি,
এইমাত্র শুনি,
বিদেশী আর কি কিনি ॥

জেগেছে ভারতবাসী,
আর কি মানা শুনে,
লেগেছে আপন কাজে,
যার যা নিচ্ছে মনে,
মায়ের নামের গুণে ॥

মায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে,
চড়্‌কা হেন ধনে,
তাই দিদি রেখেছি আনি,
অতি সযতনে
আমার চড়্‌কা ধনে ॥

চড়্‌কা আমার পিতামাতা,
চড়্‌কা বন্ধু সখা,
চড়্‌কায় ভাত কাপড় পরি,
জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা,
চড়্‌কা প্রাণের সখা ॥

হাতের কঙ্কণ নাকের বেসর,
পরি ঢাকাই শাড়ী,
সূতো কেটে পরেছি এবার,
হাতীর দাঁতের চুরী,
চড়কা আর কি ছাড়ি ॥

মুকুন্দদাসে বলে,
ভাল সুযোগ পেলে,
দিদিরা সব ধর চড়কা
মাতরম্ ব'লে,
হবে সুখ কপালে ॥

গার্গীর প্রবেশ।

গার্গী—তোমরা সকলেই এসেছ ?

ছাত্রীগণ—হাঁ দিদি, আমরা সকলেই এসেছি।

গার্গী—আচ্ছা বেশ, এস এখন আমরা কাজ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে একবার ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে নি।

মিলিত গীত।

প্রণমি তোমারে, প্রণমি তোমারে,
প্রণমি তোমারে।
সম্মুখে পশ্চাতে নমি,
নমি তোমায় বারে বারে ॥

ধূলার মাঝে তোমায় নমি

দিগন্তের দূর পারে,

শৈল শিরে তোমায় নমি,

নমি নীল পারাবারে,

প্রণমি তোমারে।

ফুলের রূপে তোমায় নমি,

নমি শ্যাম তৃণ ভারে;

মেঘের ছায়ায় পায়ে নমি,

নমি স্নিগ্ধ বারিধারে,

প্রণমি তোমারে ॥

অনলে অনীলে নমি,

নমি রবি চন্দ্রমারে,

অশনিতে তোমায় নমি,

নমি ফুল্ল তারা হারে,

প্রণমি তোমারে।

সুদূর অনাগতে নমি,

নমি পুণ্য অতীতেরে ;

আজিকার এই সুখে দুঃখে,

নমি তোমায় বারে বারে,

প্রণমি তোমারে ॥

জন্ম মৃত্যু মাঝে নমি.
নমি বুকের রক্তধারে,
মিলনেতে তোমায় নমি,
বিরহের ব্যথা ভারে,
প্রণমি তোমারে।

আশা দিয়ে তোমায় নমি,
স্মৃতির দগ্ধ ধূপাধারে,
ধৈর্য্য বীর্য্য মাঝে নমি,
নমি গো পুরুষকারে,
প্রণমি তোমারে ॥

মন্দাকিনী—দিদি, আমরা সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন রয়েছি, আমাদের আশ্রয় কি ?

গার্গী—আজ বুঝি আবার পাগ্‌লামী উঠ্‌লো ? একদিনই তো বলেছি যে, জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে না, কর্ত্তব্য ক'রে যাও, ভেতরে যে দেবতা আছেন, তিনিই সব জানিয়ে দেবেন। বাবা বলেছেন—ভারতবাসীকে ধর্ম্মোপদেশ দেবার প্রয়োজন করে না, কারণ ভারতবাসী ধর্ম্ম নিয়েই জন্মায়, ঐটে নাকি ভারতবাসীর পৈতৃক সম্পত্তি। কর্ম্মহীন ভারতে এখন কর্ম্মের গীতই গাইতে হবে, তার কথাই বলো। তবে এইটে আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ

রাখতে হবে যে, কর্ম্ম যেন আমাদের ধর্ম্মকে বাদ দিতে না হয়, বিশ্বনাথের পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই যেন আমাদের কর্ম্মসাগর পার হবার একমাত্র আশ্রয় হয়।

মন্দাকিনী—সংসারে আবদ্ধ কে দিদি ?

গার্গী—যে বিষয়ানুরাগী সে-ই প্রকৃত আবদ্ধ জীব।

মন্দাকিনী—মুক্তি কি ?

গার্গী—বিষয়ে বিরাগই মুক্তি। তবে কিনা আজকাল আমাদের দেশে অনেক বিরাগী পুরুষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যাদের বিষয় বল্‌তে কিছুই নেই ; এ সকল বিরাগী কিন্তু মুক্ত নন্, তাদের ভেতরে বাসনা যথেষ্টই আছে, সে বাসনা পূর্ণ কর্‌বার যোগ্য ক্ষমতা নেই বলেই তাঁরা বিরাগী সেজেছেন। ভোগের মাঝে থেকে যিনি ত্যাগ কর্‌তে পেরেছেন, তিনিই প্রকৃত বিরাগী।

মন্দাকিনী—স্বর্গ কি দিদি ?

গার্গী—এক কথায় বোঝাতে চেষ্টা কর্‌বো; না অনেক কথা কইতে হবে ?

মন্দাকিনী—না, এক কথায়ই বলুন।

গার্গী—বাসনা-ক্ষয়।

মন্দাকিনী—কিসে সংসার-বন্ধন ঘোচে ?

গার্গী—শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান দ্বারা।

মন্দাকিনী—সংসারে সুখে থাকে কে ?

গার্গী—সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি যে।

মন্দাকিনী—সাধু কে ?

গার্গী—সমস্ত বিষয়ে যিনি বীতরাগ হয়েছেন, যিনি মোহশূন্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনিই প্রকৃত সাধু।

মন্দাকিনী—কিসে স্বর্গ লাভ হয় ?

গার্গী—জীবের প্রতি অহিংসায়।

মন্দাকিনী—সংসারে কাকে প্রিয় কর্‌তে হবে ?

গার্গী—ভগবত চরণে ভক্তিই যেন তোমাদের সব চেয়ে বেশী প্রিয় হয়।

মন্দাকিনী—প্রকৃত জীবন কিরূপ ?

গার্গী—যাহা দোষ বিবর্জ্জিত তাহাই প্রকৃত জীবন।

হেমা—কে জগৎ জয় কর্‌তে সক্ষম ?

গার্গী—যে মহাপুরুষ আপন মনকে জয় করতে পেরেছেন, একমাত্র তিনিই জগৎ জয় করতে সক্ষম।

হেমা—বীর অপেক্ষা প্রকৃত বীর কে ?

গার্গী—যিনি সংযমী, তিনিই প্রকৃত বীর।

হেমা—এ জগতে ধন্য কে দিদি ?

গার্গী—যিনি পরোপকারী, তিনিই ধন্য

হেমা—সংসারে পূজনীয় কে

গার্গী—যাঁর শিবতত্ত্বে নিষ্ঠা আছে।

নীরু—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি, তা আপনি আমাদের দয়া ক'রে ব'লে দিন্?

গার্গী—জগৎ জুড়ে আজ যে দুঃখ-দেবতার প্রচণ্ড লীলা-খেলা চল্‌ছে, তার ভীষণ আবর্ত্তে আমাদের ভারতবর্ষ যে পড়ে নাই, এমন নয়! ফ্রান্সের এন্ ও ওয়াজ নদীর তীরে উভয় সভ্য জাতির সঙ্ঘর্ষে নর রক্তের নদী ব'য়ে গেছে, দেখে জগৎ শিউরে উঠেছিল; কিন্তু এ কথা কি কেউ ভেবে দেখে, যে, এক ভারতবর্ষে কোন মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে নয়, যমের সাথে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে প্রতি বৎসর আশিলক্ষ লোকের পরমায়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। কথাটা বল্‌তে আমাদের প্রাণ তো শিউরে উঠেই, পরন্তু আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুরকেও এ কথা বল্‌বার সময় খুব সম্ভব চমৎকৃত হ'তে হয়েছিল। তাই তিনি এ দেশের আব-হাওয়ার উৎকর্ষ সাধনের জন্য দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিধিনির্ব্বন্ধ, আমাদের দেশের পুরুষগণ বলেছেন, এর প্রতীকার বর্ত্তমানে অসম্ভব। এই অসম্ভবকেই এখন আমাদের সম্ভবে পরিণত কর্‌তে হবে। ইহাই আমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত।

নীরু—কি ক'রে তা আপনি সম্ভব করবেন ?

গার্গী—ভয় পেও না দিদি ! আমরা মায়ের জাতি, এ জাতিটাকে এখন আমাদেরই জাগিয়ে তুলতে হবে। স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে আমরা কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত না করা পর্য্যন্ত এ দেশে কর্ম্মবীরের সৃষ্টি হবে না। তাই ঘরে ঘরে গিয়ে মা সকলকে ব'লে দাও, দেশ এখন কর্ম্মবীর চায়। বীরপ্রসবিনী জননী-, গণ—জাগো ! দুঃখ-দেবতার হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে হবে তোমাদেরই ; জগৎকে বিস্মিত ক'রে দাও তোমাদের মাতৃশক্তির জাগরণে।

বাউলের প্রবেশ।

বাউল—গার্গী !

গার্গী—বাবা !

বাউল—কাকে জাগানো হচ্ছিল মা ?

গার্গী—ভারতের মাতৃশক্তিকে জাগাবার কথা হচ্ছিল।

বাউল—হাঁ মা, জাগিয়ে তোল। মা না জাগলে তো ছেলে জাগবে না—গার্গী ! মা'দের জাগিয়ে তোল।

গীত।

মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল।
সকল কাজের ঐ'ত গোড়া,
আজ ভেঙ্গে দে রে তাদের গোল ॥
মেয়েদের এ সব ছাই স্কুলে,
মা হবে না কোন কালে;
তাই তোরা আজ সবার আগে,
মায়ের মন্দির গ'ড়ে তোল ॥
গার্গী লীলা ক্ষণার দেশে,
কাপড় হ'লো গাউন শেষে;
দেখে শুনেও অন্ধের মত,
খাঁটি দুধে ঢাল্‌ছিস্ ঘোল ॥
মায়ের জাতি উঠ্‌লে গ'ড়ে
ছেলে মিল্‌বে ঘরে ঘরে;
বাজ্‌বে আবার বিজয় ভেরী,
জয় ডঙ্কা সানাই ঢোল ॥

বাউল—তবে একটা কথা স্মরণ রেখো, "আমিটা" যেন ঐসে পড়ে না। পরমহংস দেব বল্‌তেন, কাঁচা আমি আর পাকা আমি। আমিটা রাখ্‌তে হ'লে' যেন ঐ পাকা আমিটাই থাকে, কাঁচা আমিতে কিন্তু সব কাজ পণ্ড ক'রে দেয়।

গার্গী—আমিকে বাদ দিলে কাজ কর্‌বে, কি ক'রে বাবা ?

বাউল—বাদ দিতে তো আর বল্‌ছিনে মা ! ও বাদ দেওয়াও সহজ নয়। তাই ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, আমি তো যাবেই না, থাকবে যদি তবে দাস আমি হয়েই থাক্। তুমি ও তোমার ঐ দাসী আমি রেখেই কাজ ক'রো, কাজ সুন্দর হবে। তারপরে সকলকে জাগাবার চেষ্টা কচ্ছিস্, তাকি কখনো সম্ভব হবে মা ? একজন জাগিয়ে তোল, দেখ্‌বি সব জেগে গেছে।

গার্গী—সে একজন কে বাবা ?

বাউল—কতদিনই ত বলেছি, বোধ হয় তোর স্মরণ নেই। আচ্ছা আজ আবার ব'লে দিচ্ছি।

গীত।

জাগ গো জাগ জননী।
তুই না জাগিলে শ্যামা,
কেউ জাগিবে না গো মা ;
তুই না নাচালে কারো,
নাচিবে না ধমনী ॥
ডেকে ডেকে হ'নু সারা,
কেউ সাড়া দিলে না মা,
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ,

কারো প্রাণ কাঁদে না মা;
তুই না জাগালে প্রাণ,
কাঁদিবে কি কারো প্রাণ;
না জাগিলে সবার প্রাণ,
পোহাবে কি রজনী॥
নাম ধর দয়াময়ী,
দয়া কি মা আছে তোর?
দয়া থাকলে মরে কি আজ,
ত্রিশকোটী ছেলে তোর;
মরি তাতে ক্ষতি নাই,
বাসনা মা দেখে যাই,
ভারতের ভাগ্যাকাশে,
উঠিছে দিনমণি॥
নিবেদিলাম তব পায়,
ঠেল না পায় তারিণী,
ছেলের কথা চিরকাল,
রাখে জানি জননী;
মুকুন্দের কথা রাখো,
করুণা-নয়নে দেখো,
অকুলে পড়েছি মোরা,
তার দীন-তারিণী॥

বাউল—এখন বুঝ্‌তে পেরেছিস্ মা ?

গার্গী—হাঁ বাবা, এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।

বাউল—আচ্ছা আমি এখন যাই, কিশোরী বাবু আর তার ছেলে যোগেন আজ তোমার বিদ্যালয় দেখ্‌তে আসবার কথা, যদি তারা এসে থাকেন, তবে তাদের দুজনকে নিয়ে আমি আবার আস্‌বো। ও—কিশোরী বাবু, এসে পড়েছেন ?

"কিশোরীলাল আর যোগেনের" প্রবেশ।

বাউল—আস্‌তে আজ্ঞা হয়। হেমা, তোমার মোজার কল কেমন চল্‌ছে ?

হেমাঙ্গিনী—খুব ভাল চল্‌ছে, আমি এখন মাসে কুড়ি টাকা পাই।

বাউল—নীরু, তোমার তাঁত কেমন চল্‌ছে মা!

নীরু—খুব ভালই চলেছে।

বাউল—এতে যা পারিশ্রমিক পাও, তাতে তোমার দিন চ'লে যায় তো ?

নীরু—হাঁ, কিছু কিছু সঞ্চয়ও হচ্ছে।

বাউল—মা, যারা সূতো কাট্‌ছেন, তারা এখন কত ক'রে পান।

গার্গী—তাদেরও মাসে এখন বারো টাকার মতন দিচ্ছি। যারা রুমাল, জামা তৈরী কচ্ছেন, তারা প্রায় ত্রিশ টাকার উপরে পান।

বাউল—অন্যান্য কাজ যাঁরা কচ্ছেন, তাদের অবস্থা কি ?

গার্গী—আমাদের এখানে যিনি যে কাজ কচ্ছেন, তার সংসারই বেশ চলে যাচ্ছে, কারো কোন অভাব আছে ব'লে শুন্‌ছি না।

বাউল—বেশ বেশ, খুব আনন্দের কথাই বটে।

গার্গী—যারা জিনিষগুলি বাজারে নিয়ে বিক্রী করেন, তাদের বাহাদুরীই সব চেয়ে বেশী, হরেন দাদা আর রমেশ দাদা খুবই পরিশ্রম কচ্ছেন, তাঁরা শুধু বাজারে নয়, বাড়ী বাড়ী গিয়ে জিনিষ বিক্রী করেন, আমাদের হাতের তৈরী জিনিষ ব'লে ভদ্রলোকেরা খুবই আগ্রহ করে নেন।

বাউল—তাদের দু'জনকে এখন কত টাকা ক'রে কমিশন দিচ্ছ ?

গার্গী—প্রায় দু'শত টাকার মতন তাঁরা দু'জনে পান।

বাউল—হাঁ, তা না হ'লে তাদের পোষাবেই বা কেন ? বি, এ, পাশ করা ছেলে, যদি একশত টাকাও মাসে আয় কর্‌তে না পারে, তবে তারা এ কার্য্যে আসবেই বা কেন ?

কিশোরীলাল—এ যাতে দেশময় প্রচার হয়, সেজন্য আমি আমার সম্পত্তির একচতুর্থাংশ দান করতে ইচ্ছা করেছি, আপনি তা গ্রহণ কর্‌লে আমি বড়ই আনন্দিত হবো।

বাউল—এ তো আর আমায় দেয়া হচ্ছেনা ? দেশকে দান করা হচ্ছে, দেশ তা আনন্দে গ্রহণ করবে। তোমার মত স্বদেশভক্ত সন্তান যে দেশে জন্মেছে কিশোরী, সে দেশ

ধন্য হয়ে গেছে। অশীর্ব্বাদ কচ্ছি, ভগবান তোমার মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন।

কিশোরীলাল—এতে ছেলেদেরও উপার্জ্জনের একটা পথ ক'রে দেওয়া হয়েছে, আপনি ছেলেদের ডেকে এ কথা বলে দিন্।

বাউল—ডাকতে কি আর কম কচ্ছি কিশোরি! ডাক্‌বো কি? ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে গেলুম।

গীত।

ডাক্‌বো কি শুন্‌বে কি রে,
আছে কি কারো কাণ?
পাবো কি এমন ছেলে,
দেশের লাগি কাঁদে প্রাণ॥
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে,
কত ভাবের গাইনু গান।
সে গান শুন্‌লে না কেউ,
বুঝ্‌লে না কেউ,
কোন্ সুরেতে ধর্‌ছি তান॥
আমরাই নাকি বিশ্ব মাঝে,
বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠ দান,
আজ, উপোষ করে দিন কাটাচ্ছি,
থাক্‌তে মোদের ক্ষেতে ধান॥

ভাব্ সাগরে বইছে হাওয়া,
কাল-সাগরে ডাক্‌ছে বান,
এখনো হা'ল ছেড়ে দে,
ঢেউ কাটিয়ে,
পার হ'য়ে যাক্ তরীখান ॥
(মায়ের নামের জয় দিয়েরে)

বাউল—তারপরে ক্ষেত্র বড় না হ'লে ছেলেদের ডেকেই বা কি হবে ? শুধু ডেকে স্কুল কলেজ থেকে বের ক'রে তাদের রাস্তায় দাঁড় করালেই ত হবেনা, কাজ দিতে হবে তো ? তুমি যখন এ কার্য্যে ব্রতী হ'লে এখন আমি ডাকতে পার্‌বো।

কিশোরীলাল—আমার মনে হয় যাতে এ কাজ দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য এখন আমাদের উঠে প'ড়ে কাজে লাগা দরকার।

বাউল—সে তো লাগ্‌তেই হবে, তুমি এ কার্য্যে ব্রতী হ'লে এমন অনেক বিদ্যালয় তুমি প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার ইচ্ছা, তুমি এ কার্য্যের অগ্রদূত হও কিশোরি !

কিশোরীলাল—কি ক'রে কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে বলে দিন ?

বাউল—পাঁচটী গ্রাম নিয়ে একটী সভা ক'রে হিন্দু মুসলমান দু'ভাইকে ডেকে, এর উপকারিতা সকলকে বুঝিয়ে

কাজ আরম্ভ ক'রতে হবে। শুধু কাপড়, গেঞ্জী, মোজা জামা তৈরী করলেই হবে না, আমাদের সংসারে যে সকল জিনিষের প্রয়োজন, তা সকলই আমাদের ঘরে তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হবে, যেন কোন কিছুর জন্য আমাদের বাজারে যেতে না হয়। শুধু বল্লেই হবে না, বাড়ী বাড়ী গিয়ে কাজ আরম্ভ করিয়ে দিতে হবে, সকলকে কাজ করতে বাধ্য করতে হবে। এরি নাম Home Industry বা গৃহ-শিল্প।

কিশোরীলাল—এ সকল কাজ করবার উপযুক্ত লোক চাই।

বাউল—এ বাংলা দেশে এখন আর লোকের অভাব কি? অনেক এম্ এ, বি এ, পাশ করা ছেলে চাকুরী চাকুরী ক'রে হয়রাণ হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ডেকে নাও, এতে তাদের একটা উপার্জ্জনের পথ ক'রে দেওয়া হবে। তারা বাড়ী গিয়ে লোকের দ্বারা কাজ করাবে, আর জিনিষগুলি সংগ্রহ ক'রে বাজারে এনে বিক্রী করবে। শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও ঐ জিনিষ বিক্রীর জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে; কারণ বিদেশ থেকে টাকা আনতে না পারলে শুধু দেশের টাকায় দেশ অর্থশালী হবে না। ছেলেদের লাভের একটা বড় অংশ দিতে হবে, শুধু মাইনের টাকায় বা কমিশনে ছেলেদের পোষাবে না।

কিশোরীলাল—ছেলেদের দাঁড়াবার একটা স্থান করা প্রয়োজন।
বাউল—তা তো কর্‌তেই হবে, তা না হ'লে ছেলেরা কাজ করবে কি ক'রে ?
কিশোরীলাল—কি ভাবে সেস্থান তৈ'রী কর্‌তে চান ?
বাউল - ঐ পাঁচটী গ্রাম নিয়ে এক একটী "Co-operative Bank" কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক তৈরী করে ছেলেদের দাঁড়াবার জায়গা ক'রতে হবে। ব্যাঙ্ক না হ'লে ছেলেরা কাজ করবে কি ক'রে ? শুধু বক্তৃতায় তোমাদের প্রোপাগাণ্ডা হবে না, ব্যাঙ্ক চাই। মনে রাখবে, আমাদের দেশের শস্যগুলি যাতে বিদেশে রপ্তানী না হয়, দেশেই রাখা যায়, তার ব্যবস্থা ক'রে পরে অন্য কাজ। দেশকে যদি নিজের পায় দাঁড় করাতে চাও, তবে ঐ রকম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ক'রে তার সাথে বাণিজ্য যোগ করে দাও, আর চাই তার সাথে গৃহ-শিল্প। এ দুটি পথ তুমি দেশকে ধরিয়ে দাও, এরপরে কি কর্‌তে হবে তা আমি তোমায় একটু ভেবে চিন্তে পরে বল্‌বো।
কিশোরীলাল—আমি আজ থেকেই এ কাজে লাগ্‌বো। আশা করি, এ কাজ দেশময় ছড়িয়ে দিতে বেশী সময় লাগবে না। কারণ যে পথে পয়সা উপার্জ্জন করা যায়, দেশের লোক এখন সে পথেরই খোঁজ কচ্ছেন, এ পথ ভদ্র অভদ্র সকলেই ধর্‌বে ব'লে আমার বিশ্বাস।

বাউল—আনন্দের সহিত ধর্‌বে, কাজে নেবে দেখো কত আনন্দ পাবে। শুধু কাজ করো কাজ করো ব'লে বক্তৃতা দিলেই মানুষ কাজ কর্‌বে না; তাদের পেটের যোগার ক'রে কাজের কথা বলো, দেখ্‌বে তোমরা কাজের লোক কত পাও। শুধু পেটে কি আর কাজ হয় কিশোরি! পেটে ভাত নেই, পর্‌বার কাপড় নেই, তাতে কাজ করো কাজ করো ব'লে চীৎকার কর্‌লে সে চীৎকার সে শুন্‌বে কেন? ও বক্তৃতা এখন তোমরা কিছুদিন রেখে দাও। ভারতবর্ষে বক্তৃতার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণ হয়ে গেছে। অর্থোপার্জ্জনের পথ তৈরী করো, ছেলেরা অর্থশালী হোক, পেটের দায় থেকে তাদের মুক্ত করো, দেখ্‌বে তোমাদের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাক্‌বে না। তাই তো বলি কিশোরি!

গীত।

সকল কাজের মিল্‌বে সময়,
কিছু ভাতের যোগার কর্‌রে
তোরা পেটের জোগাড় কর।
মানের গোড়ে ছাই ঢেলে আজ,
ক'ষে লাঙ্গল ধর॥
ডেকে নে তাঁতী জোলা,
ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোলা;

খুলে দে আজ তাঁতের মেলা,
প্রতি ঘর ঘর ॥

কামার কুমার চামার মুচি,
তারাই কাজের তারাই শুচি,
ধর্ জড়িয়ে গলা তাদের,
ভুলে আপন পর।

এত সব যাদের ঘরে,
তারাও মরে উপোষ ক'রে,
তোদের কথা ভাব্‌লে আসে,
কম্প দিয়ে জ্বর ॥

কিশোরীলাল—তা হ'লে এখন আমি আসি, কাজ আরম্ভ ক'রে আমি আপনাকে খবর দেবো।

বাউল—যাও আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মা তোমার মঙ্গল করুন। ছেলে তো সহরে গেছে, তা যাক্, বউটী বাড়ীতে আন্‌তে পারো কি না তার চেষ্টা করো। কোন ফল হবে ব'লে মনে হয় না, তবু চেষ্টা ক'রে দেখা ভালো!

কিশোরীলাল—(প্রণাম ক'রে প্রস্থান)।

বাউল—কি হে যোগেন! তুমি যে গেলে না?

যোগেন—আমি একটা কাজ আরম্ভ করেছি, তা আপনাকে জানাতে এসেছি।

বাউল—হাঁ, আমি শুনেছি, তুমি নাকি কৃষিক্ষেত্র তৈরী কচ্ছ?

যোগেন—আজ্ঞে হাঁ, আমার নিজের যা জমি আছে, তাতে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না, আরো কিছু জমি চাই ॥

বাউল—শুনেছি তোমার আরো কতকজন বন্ধু এ কার্য্যে যোগ দিয়েছেন তারাও সব বি এ, এম্ এ, পাশ করা ছেলে ?

যোগেন—আজ্ঞে হাঁ, তাদের ইচ্ছা খুব বড় রকমের একটা কৃষিক্ষেত্র তৈরী করেন, তাতে যা আয় হবে, তা দিয়ে বিদেশে গিয়ে কিছু কাজ শিখে আসা।

বাউল—সাধু ইচ্ছা ; তাঁরাও কি তোমার মতন এই দেশের সেবাই জীবনের ব্রত ক'রে নিতে পেরেছে ?

যোগেন—তাদের প্রাণ আমার চেয়েও উন্নত।

বাউল—খুব বড় ক'রে একটা কৃষিক্ষেত্র তৈরী করি, এ আমারও ইচ্ছা, কিন্তু জায়গা পাই কোথায় ?

যোগেন—আমরা একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছি, মিরপুরের জমিদার পাঁচ হাজার বিঘা জমি বিক্রয় করবেন।

বাউল—আনন্দের কথা, তবে সেই জমিগুলিই খরিদ ক'রে ফেলো।

যোগেন—টাকা কোথায় পাবো তাই ভাবছি ;

বাউল—টকার অভাব হবে না। তবে তোমার বন্ধুদের ব'লো আমি যে লক্ষ্য নিয়ে চলেছি, তাদেরও সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করতে হবে।

যোগেন—তারা সকলেই আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত।

বাউল—ও সব বড় কথা থাক্, গুরু শিষ্য ও সব বাজে কথা, কাজ কর্‌লেই হ'লো! দেশকে বড়ই ভালবাসি, দেশের সেবা কর্‌লেই আমার আনন্দ, যাক্। জমি খরিদ কর্‌তে কত টাকা লাগ্‌বে সেইটে তুমি আমায় জানাও।

যোগেন—আনন্দম্।

(প্রস্থান)

বাউল—নীরু! তোমরাও যাও। মায়ের ভোগ দিয়ে প্রসাদ পাওগে। আজ্‌কের বিদ্যালয়ের কার্য্য আমি এখানেই শেষ কর্‌লুম্।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নন্দলালের কলিকাতার বাড়ী।

নন্দলাল, ম্যানেজার, প্রমোদ, সুরেন, সুরমা।

নন্দলাল—আমি কখনও কলিকাতা আসিনি, এখন আপনারাই আমার ভাল মন্দ যা কিছু সব দেখ্‌বেন।

সুরেন—আপনি যখন আমাদের পাড়ায় এসে বাসা নিয়েছেন তখন আমরা আপনার খবর নিতে বাধ্য।

ম্যানেজার—আমাকে আজই স্বর্ণপুরে যেতে হবে, একমাত্র নায়েবের উপরে নির্ভর ক'রে থাকা যায় না। হয়তো আমায় গিয়েই আপনার কাকা বাবুর সাথে মোকদ্দমায় লাগ্‌তে হবে। তার হাত থেকে ষ্টেট বের করে না আনা পর্য্যন্ত আপনার কল্যাণ নাই।

নন্দলাল—যা ভাল মনে করো তা-ই কর্‌বে, দেখো যেন কাকা অসন্তুষ্ট না হন্ বা অন্যায় কিছু করা না হয়।

ম্যানেজার—মোকদ্দমাই যদি বাঁধে তবে ন্যায় অন্যায় বিচার ক'রে কাজ করা যাবে না; সত্য মিথ্যা দু'ই নিয়েই মোকদ্দমা চালাতে হবে, একমাত্র সত্য নিয়ে মোকদ্দমা চলে না।

নন্দলাল—তাঁর সাথে গোল হবার কোন কারণইত আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমি আসার সময় আমার যা কিছু সবই তিনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন; ব'লে দিয়েছেন তোমার যা কিছু সবই তোমায় বুঝিয়ে দিলুম; একমাত্র লোহার সিন্দুকের চাবিটে আমার কাছে রইল, তা তুমি ফিরে এলে দিবো। এখন তোমার ষ্টেট নিয়ে কোন গোল বাঁধলে সেজন্য দায়ী আমি নয়, দায়ী তোমার কর্ম্মচারিগণ।

ম্যানেজার—ও কথা তিনি মুখেই বলেছেন, কার্য্যে কতদূর করবেন তা না গিয়ে বল্‌তে পারি না। প্রজারা সব তারি বাধ্য, আমার মনে হয় মহলগুলি সব জোট হয়ে যাবে।

নন্দলাল—তা-ই যদি হয় তবে তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর্‌বে। আমার খরচের টাকা যেন সময় মত আসে। ডাক্তার ব'লে গেলেন, দু' মাস তো থাকতে হবেই, বেশীও হ'তে পারে।

ম্যানেজার—ও কথা না বল্লেও পারেন; আমার তো একটা কর্ত্তব্য বোধ আছে? আমার কর্ত্তব্যের কোন রকম ক্রটী পাবেন ব'লে আমি আশা করি না। তা হ'লে আমি আজ Evening Trainএই যাবার উদ্যোগ করি গে।

নন্দলাল—হাঁ আজই যাও, বিলম্ব করা ঠিক নয়।

ম্যানেজার—(নমস্কার ক'রে) সুরেন বাবু! (দূরে স'রে) আপনাকে যা বলেছি তা স্মরণ আছে তো? আপনারা একে মাতিয়ে তুলুন, যত টাকা লাগে আমি আছি।

সুরেন—তা আপনাকে আর বেশী বল্‌তে হবে না। এ কলিকাতায় যিনি আসেন তিনি কি আর আস্ত মানুষ দেশে ফিরে যেতে পারেন! আপনি মনের আনন্দে কাজ করুন; আমরা একে একেবারে সাবার না ক'রে দেশে ফির্‌তে দিচ্ছি না। আমাদের টাকা যেন সময় মতন পাঠানো হয়, তা না হ'লে কিন্তু সব কাজ পণ্ড হ'য়ে যাব।

ম্যানেজার—তা—হবে, তা হবে। Good-night.

সুরেন—Thank you, Good-night.

(ম্যানেজারের প্রস্থান)

নন্দলাল—কি হে, কি কথা হ'লো এতক্ষণ?

সুরেন—আজ্ঞে বেশী কিছু নয়; আপনার উপরে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখ্‌বার কথাই ব'লে গেলেন। দেখুন, এই ম্যানেজারটী কিন্তু আপনার বেশ হিতাকাঙ্ক্ষী লোক।

"প্রমোদের প্রবেশ"

নন্দলাল—প্রমোদ বাবু! আপনি না ডাক্তার বাবুর কাছে গিয়েছিলেন, ঔষধ এনেছেন কি?

প্রমোদ—আজ্ঞে হাঁ! এই নিন্। এর এক আউন্স ক'রে রোজ সন্ধ্যায় খেতে হবে।

নন্দলাল—পথ্যের কথা কিছু ব'লে দিয়েছেন কি ?

প্রমোদ—আজ্ঞে হাঁ; ভোরে চা'র সাথে বিস্কিট্ কিম্বা এক-টুক্রো রুটি, মধ্যাহ্নে সুক্ত আর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত।

নন্দলাল—আর রাত্রে ?

প্রমোদ—গরম গরম লুচি আর মাংস। এরূপ ভাবে কিছুদিন খেলেই নাকি ব্যারাম ভাল হ'য়ে যাবে। আ—জ্ঞে; আমায় কিছু পুরস্কার দেবেন না ? এ—ই লাঠিখানা আমায় দিয়ে দিন্ না ?

নন্দলাল—এ আমার একজন বন্ধু আজই আমায় Present করেছেন।

প্রমোদ—তা—তা—তা আপনি বড় লোক মানুষ, আরো কত পাবেন। (লাঠিখানা হাতে নিয়ে) বাঃ কি সুন্দর ! সুরেন ! দেখতো কেমন 'হ'লো ?

সুরেন—বেশ হয়েছে।

প্রমোদ—হাঁ রে মানিয়েছে কেমন তাই বলো না ?

সুরেন—বেড়ে মানিয়েছে—বেড়ে মানিয়েছে।

নন্দলাল—(ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে) তো হ'লে এখন আপনারা যান, সন্ধ্যায় আবার আস্বেন।

সুরেন—আজ্ঞে হাঁ, সন্ধ্যাও হ'য়ে গেছে, তা হ'লে আসি !

প্রমোদ—আজ্ঞে একটা কথা বল্তে চাই, আপনি যখন বেশী লোক জন নিয়ে আসেন নি, তখন আমাদেরই সুবিধা

আপনার কাছে থাকতে হবে, তাই বলছিলাম আমাদের খাবার ব্যবস্থাটা এখানে হ'লেই ভাল হয় না কি ?

নন্দলাল—তাই যদি ভাল মনে করেন তবে আজ বিকেল থেকে আপনারা এখানেই খাবেন।

প্রমোদ—হা—হা—হা, দেলখানা দরিয়ার মত না হ'লে কি বড় মানুষ হওয়া যায় ? আ—জ্ঞে, ত—বে এখন আসি ? (লাঠি নিয়ে)

(প্রস্থান)

"সুরমার প্রবেশ"

সুরমা—ম্যানেজার তো চলে গেলো। তোমায় যাদের হাতে রেখে গেল তারা ভাল লোক ব'লে আমার মনে হয় না। এ ক'দিন আমি এদের হাব্ ভাব্ লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি, আমার মোটেই ভাল লাগে না। আরো শুন্‌ছি এরা নাকি ম্যানেজারের আত্মীয় লোক। কথাটা সত্য কি ?

নন্দলাল—ম্যানেজার বলে গেল এরা দু'জন তার খুব বিশ্বাসী বন্ধু।

সুরমা—ম্যানেজার যাই বলুক না, এই কল্‌কাতা আসাটা ভাল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এর ভেতরে ম্যানেজারের কিছু ষড়যন্ত্র আছে বলেই আমার মনে হচ্ছে। তুমি ঔষধ নিয়ে বাড়ী চলো।

নন্দলাল—তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যদি ভাল মনে না করি চ'লে যাবো।

সুরমা—যাবে বটে, সব শেষ না ক'রে যাবে না। কাকাকে অবিশ্বাস ক'রে সব কাজ ম্যানেজারের উপর নির্ভর ক'রে বুদ্ধিমানের কাজ করোনি। এদের হাব ভাব দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমার মতে বাউল দাদাকে আস্‌তে লিখে দাও, যতদিন আমরা কল্‌কাতায় থাক্‌বো তিনি আমাদের কাছে থাক্‌বেন।

নন্দলাল—তিনি কি আস্‌বেন? আসার সময় তাঁকেও অনেক অন্যায় কথা বলেছি।

সুরমা—তিনি দেবতা; সে কথা হয় তো তাঁর মনেও নেই। আমাদের কিসে মঙ্গল হবে তিনি সর্ব্বদা সেই চিন্তাই করেন। তিনি আমাদের প্রজা বটেন, কিন্তু মনে হয় যেন একই সংসারের লোক। আমি যদি আস্‌তে লিখি তবে তিনি ছুটে আস্‌বেন।

নন্দলাল—তাকে আনাই যদি ভাল মনে করো, তবে লিখে দাও। কিন্তু আস্‌বেন কি না সে সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে; অত্যন্ত স্বাধীনচেতা।

সুরমা—খাঁটী মানুষ স্বাধীনচেতা না হ'য়ে পারে না। লিখ্‌লে ক্ষতি কি? আমি আজই তাঁকে পত্র লিখ্‌বো। চলো এখন ভেতরে চলো, ঝি খাবার তৈরী করেছে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ী।

কিশোরীলাল, যোগেন, বাউল।

কিশোরীলাল—যোগেন! নন্দ তো কলিকাতা গেছে, তোমার দাদাও হুগলী গেল, তুমি কি বাড়ী থাকাই স্থির কর্‌লে?

যোগেন—হাঁ, আমি আপনার কাজগুলি সব নিজের হাতে নিতে চাই; আপনি আমায় আদেশ কর্‌বেন, আমি সে আদেশ মত কাজ কর্‌বো।

কিশোরীলাল—উত্তম, তাই করো—এ খামার থেকেই আমি সব পেয়েছি রে; এ জমি চাষে যে কত আনন্দ তা কিছুদিন পরেই বুঝ্‌তে পার্‌বি। চাকুরে বাবুদের ভবিষ্যৎ বড়ই দুঃখময়। যাদের খামার জমি নাই, ক্ষেতের ধান বাড়ীতে ওঠে না, তারা আর কিছুদিন পরে হা—অন্ন, হা—অন্ন, ক'রে মারা যাবে, বর্ত্তমানে ধান যার, মান তার। তাই খামার জমিগুলি রক্ষা করার জন্য তোদের এত ক'রে বলি!

যোগেন—হাঁ, আমি তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। মাইনের টাকায় এখন আর চা'লের টাকাই হয় না, অন্য জিনিষের তো কথাই নেই। আচ্ছা বাবা! চা'লের দাম কি বরাবর এমনই থাক্‌বে?

কিশোরীলাল—ইউরোপ যখন চাল খাওয়া শিখেছে তখন চালের বাজার সস্তা হবার আশা করাই ভুল।

যোগেন—তা হ'লে প্রত্যেক গৃহস্থেরই কিছু খামার জমি থাকা প্রয়োজন।

"বাউলের প্রবেশ"

বাউল—হাঁ যোগেন, ঐ কথাটা দেশকে খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দে, খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দে।

কিশোরীলাল—অসময় কি মনে ক'রে?

বাউল—সুরমা কল্‌কাতা থেকে আমায় তার করেছে। নন্দের পেছনে কতগুলো মন্দলোক লেগেছে, হ্যাণ্ড-নোট কাটা হচ্ছে, মদ আরম্ভ হয়ে গেছে, রাত্রে তিনি বাড়ী থাকেন না; যে সব লোক তাকে পেয়ে বসেছে তাদের হাত থেকে উদ্ধার কর্‌তে না পার্‌লে নন্দের নিস্তার নাই।

কিশোরীলাল—হাঁ কল্‌কাতা সহরে কতগুলি রাজা জমীদারের ছেলে আছে, যারা স্কুল কলেজে নামে যায় মাত্র; রাত দিন্ তারা গানের আড্ডায় আর থিয়েটারের মজ্‌লিসেই থাকেন। ধনী নামে খ্যাত বলেই তাদের সর্ব্বদা ধনের অনাটন। হ্যাণ্ডনোট কাট্‌তে চেক্ জাল কর্‌তে তাদের মোটেই আট্‌কায় না। তবে যে জেল পর্য্যন্ত পঁহুছায় না, সেটা নিতান্তই নামের জোরে। কাজেই দুঃসাহসের অন্ত নাই। নন্দের টাকার প্রাচুর্য্য দেখে তারা ঘাড়ে চেপে বসেছে। আপনি এখন কি কর্‌তে চান্?

বাউল—আমি কল্‌কাতা যাবো স্থির করেছি, তবে যেতে আমার দু'চার দিন বিলম্ব হবে। তুমি আমার গার্গীর বিদ্যালয়ের দিকে লক্ষ্য রেখো।

কিশোরীলাল—সে জন্য আপনার ভাবতে হবে না। আমি ম্যানেজারের উপরেও লক্ষ্য রাখ্‌বো, এদিকে কিছু কর্‌তে না পারে।

বাউল—ম্যানেজারের উপরে তো লক্ষ্য রাখবেই, গার্গীর বিদ্যালয়ের দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে, আমি এ কথা বলতেই এসেছিলাম।

প্রস্থান।

কিশোরীলাল—যোগেন, তুমিও তোমার কাজে যাও। আমিও নন্দীগ্রামে চল্লেম; সে জায়গায় নাকি ম্যানেজার গোল বাঁধাবার চেষ্টা কচ্ছে।

যোগেন—বাউল ঠাকুর যদি কল্‌কাতা যান্, তবে তাঁর বিদ্যালয় আমিই দেখতে পারবো, তাঁর যাবতীয় কাজ আমিই কর্‌তে পারবো।

কিশোরীলাল—না, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই। মেয়েদের বিদ্যালয়, তুমি যুবক, তোমার সব সময় সেখানে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। মেয়েদের থেকে একটু দূরে থাকাই ভাল। যদি কখন তেমন প্রয়োজন মনে করি, তখন আমিই তোমায় বল্‌বো।

যোগেন—সে বিদ্যালয়ের সকলেই ত আমায় দাদা ব'লে ডাকেন, আমিও তাদের বোনের মতন স্নেহ করি, আমার সেখানে যেতে আপত্তি কি?

কিশোরীলাল—আপত্তি অনেক আছেরে বাবা, অনেক আছে। পুরুষ মেয়ে এক জায়গায় থাকাই যুক্তির বাইরে। ভক্তি শ্রদ্ধার ভেতর দিয়েই অনেক সময় পাপ স্পর্শ করে। তারপরে মেয়ে পুরুষে মিলে কাজ করার সময় এখনো ভারতে হয় নি। অবশ্যি যে ভাবে এখন জাগরণ দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতে মনে হয়, অল্প দিনের ভেতরেই ভারতে সে ক্ষেত্র তৈরী হবে। মানুষ এখন পবিত্রতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনকে পবিত্রতাময় ক'রে তুল্‌বার জন্য প্রায় সকলেই চেষ্টা কচ্ছেন। যতদিন আমরা তৈরী হ'তে না পার্‌বো, ততদিন দূরে দূরে থাকাই ভালো।

যোগেন—আপনার আদেশ প্রতিপালন করাই আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত; বিশেষ জরুরী কাজ না হ'লে আমি কখনো সেখানে যাবো না।

কিশোরীলাল—এ লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, তবে আর তোমার কোন চিন্তা নেই। এখন তুমি যাও, আমিও নন্দী-গ্রামের দিকে যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বড় খাতার মেলা।

রমজান, করিম, বাউল।

করিম—রমজান! ভাই, আছ কেমন? খাজানার টাকা দিয়েছ কি?

রমজান—না, দিতে গিয়েছিলুম, নায়েব বল্‌লে টাকা দিয়ে যাও, দাখিলা কিছুদিন পরে পাবে; আমরা আজকাল বড় কাজে ব্যস্ত আছি।

করিম—নায়েব আমায়ও ঐ কথাই বলেছে। শুন্‌লাম সকলের কাছেই টাকা চায়, কিন্তু দাখিলা দিতে চায় না, ব্যাপারটা কি হে?

রমজান—আমার মনে হয়, নায়েব আর ম্যানেজার দু'জনে একটা মতলব করেছে, জমিদার দেশে নাই, সে এদের উপরে ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত। কিন্তু এদের হাব্‌ভাব আমার মোটেই ভাল লাগে না।

করিম—এখন কি কর্‌বে মনে করেছ?

রমজান—আমার ইচ্ছা, জমিদার বাড়ী এলেই খাজানা দেবো, এর পূর্ব্বে আর খাজানা দেবো না। মনিবের দিকেই এখন আমাদের চাইতে হবে।

করিম—আমারও ইচ্ছা ভাই, কর্ত্তা বাড়ী এলেই টাকা দেবো। তবে ওরা মনে করবে যে প্রজারা সব জোট হ'য়ে গেছে, তা করে করুকগে, মনিবের সাথে তো আমাদের গোল্ নেই, খোদার কাছে সাফ্ থাকলেই হ'লো।

বাউলের প্রবেশ।

বাউল—কি হে রমজান!

রমজান ও করিম—আদাব আদাব।

বাউল—হাঁ রে, বাজারে কি জিনিষ কেনা হ'লো? ও—এক বাক্স সিগারেট দেখ্‌ছি যে?

রমজান—বহুদিন বাজারে আসিনি, আজ এসেই মনে হ'লো এক বাক্স সিগারেট কিনে খাই। দোকানীকে জিজ্ঞেস করলুম কোন্ সিগারেট ভালো, সে এইটেই দিলে।

বাউল—দাম কত নিয়েছে?

রমজান—পাঁচ সিকে।

বাউল—এত দাম দিয়ে 'থ্রি ক্যাসেল' সিগারেট, কিনেছ আবার দাতব্যও হচ্ছে, ব্যাপার কি?

রমজান—যারা সাথে এসেছে তাদের না দিয়ে কি ক'রে খাই, সকলে তো আর কিনে খেতে পারে না? তারপরে এতে অবাক্ হবারই বা কি আছে? পাঁচ হাজার মণ ধান পাই নিজের খামারে, হাজার মণ পাই পাট, সরিষা

মরিচও বছরে হাজার বারো শ' টাকা বিক্রী করি। পাঁচ সিকে দিয়ে একটা সিগারেট কিনেছি, তাতে এত ব্যস্ত হবার কি আছে? ব্যস্ত হবেন সহরের বাবুরা, যাদের বাজারে না গেলে উনুনে হাড়িই চড়ে না।

বাউল—হাঁ, সে কথা তুমি বল্‌তে পারো, তোমার মতন গৃহস্থ এদেশে খুব কমই আছে। তবে ওটা অভ্যাসের মধ্যে গিয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্যই সাবধান করা। তারপরে ওটা বিদেশী জিনিষ, ঐটে আমাদের ত্যাগ করতে হবে তো?

রমজান—অভ্যাসের মধ্যে আর যাবে কি ক'রে? বাজারেই আসি না, বছরে দু'চার দিন। তবে বিদেশী জিনিষ গ্রহণ করা অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা আমি ফেলে দেই?

বাউল—তোমার বিবেক যা বলে, তাই করো।

রমজান—আপনি বোধ হয় আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আচ্ছা আমি ফেলে দিচ্ছি। (ফেলে দেওয়া) আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, জীবনে কখনো বিদেশী জিনিষ গ্রহণ করবো না।

বাউল—আনন্দম্! বাজারে আসার কি প্রয়োজনই হয় না নাকি?

রমজান—বড় বেশী নয়। ক্ষেতে ধান হয়, গাইয়ে দুধ হয়, সরিষা দিয়ে ঘানীতে তেল তৈরী ক'রে নেই। তরি তরকারী যা হয়, তা নিজেরা তো খাই-ই আর পাড়া

প্রতিবেশীদের বিলিয়ে দেই। পুকুরে মাছও প্রচুর আছে, একমাত্র কিনতে হয় নুন, তাও একদিন এনে রাখি, মাস ভ'রে খাই। বাজারে বাবুদের প্রয়োজন।

করিম—আমরা চাষা হ'লে হবে কি? বাবুদের চেয়ে আছি অনেক ভালো, খাইও অনেক ভালো।

বাউল—তার আর সন্দেহ কি, কিনে খাওয়া আর ক্ষেতের জিনিষ খাওয়া এ অনেক তফাৎ। দেখো করিম! তোমার পোষাকটা একটু ভাল করা প্রয়োজন।

রমজান—ঐ কথাটা ওকে বলবেন না, আমি ব'লে ব'লে হয়রাণ হয়ে গেছি। ওরও বছরে খামারে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা আয়, কিন্তু নেংটী ও কিছুতেই ছাড়বে না।

বাউল—ভাই করিম, কাপড় একটু পরিষ্কার করা দরকার, তা না হ'লে ভদ্র সমাজ তোমাদের সাথে মিশবে কেন, বলো তো?

করিম—বাউল দাদা, তুমিও তাই বলো? ঐ জায়গায়ই ত বাবু-দের সাথে মিশতে পারি না। বাবুরা প্রেম করেছেন কেতাবের সাথে, তাই তাদের সাফ কাপড়ের প্রয়োজন, তা না হ'লে যে বাবুদের বাবুগিরিই থাকে না। আমরা প্রেম করেছি গাছের সাথে, নেংটী না পড়লে তার সাথে প্রেম করা যায় না, তার কাছে যেতে হ'লেই ধুলো কাঁদা মাখাতে হয়, তাই আমরা নেংটী প'রেই থাকি।

বাউল—সভ্য সমাজ! কোথায় লাগে তোমাদের ইউনিভারসিটীর শিক্ষা? আজ এই চাষা যে বিদ্যা অর্জ্জন করেছে, তা কি কোন বইতে পাওয়া যায়? তাই এখন পুঁথির বিদ্যা ছেড়ে চাষার কাছ থেকে এই চাষী বিদ্যাটা আয়ত্ত ক'রে নেও, তা না হ'লে তোমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি তৈরী করার চেষ্টা আকাশকুসুম। আচ্ছা করিম, সে গানটী মনে আছে তো?

করিম—হাঁ আছে, আমি ঐ গানটী প্রায় সময়ই গেয়ে থাকি।

বাউল—আচ্ছা এসো, আজ দু'জনে একবার গাই।

(মিলিত কণ্ঠে গান।)

গীত।

রাম রহিম না জুদা করো
মনটা খাঁটী রাখোজী।
দেশের কথা ভাব ভাইরে,
দেশ আমাদের মাতাজী॥
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,
তফাৎ কেন করোজী,
দু'ভায়েতে দু'ঘর বেঁধে
করি একই দেশে বসতি॥

টাকায় ছিল একমণ চাউল,
ভাই, এখন বিকায় পাশারী,
এর পরেতে হ'তে হবে ঐ
গাছের তলায় বসতি ॥

বাউল—রমজান! খাজনা দেবার কি করেছ?

রমজান—ঠিক করেছি জমিদার বাড়ী না আসা পর্য্যন্ত খাজানা দেবো না।

বাউল—হাঁ, তাই ক'রো, আমি শীঘ্রই কল্‌কাতা যাচ্ছি, বোধ হয় অল্প দিনের মধ্যেই নন্দকে নিয়ে বাড়ী ফির্‌তে পার্‌বো। ম্যানেজার ষ্টেটটাকে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন কচ্চে; শুন্‌লেম অনেক প্রজার নামে মোকদ্দমা করেছে, সত্য কি?

রমজান—হাঁ, তা করেছে, তাতে লাভ এই হয়েছে, জমিদারীতে এখন ঘোর অশান্তি। ওরা যে ভাবে সকলকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, তাতে মনে হয় ম্যানেজারকে অল্প দিনের ভেতরেই এদেশ ছেড়ে' যেতে হবে। আপনি জমিদারকে এ সব কথা জানাবেন, এবং যাতে সত্বর তাকে নিয়ে আস্‌তে পারেন, তাই কর্‌বেন।

করিম—অনেকের সম্পত্তিই নিলামে উঠেছে, শীঘ্রই লুটপাট আরম্ভ হবে ব'লে আমার মনে হয়।

বাউল—আমি এ সব খোঁজ পেয়েই তোমাদের কাছে এসেছি, তোমরা মনিবের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রজা, যাতে মনিবের অকল্যাণ না হয়, তোমরা তাই করবে। ম্যানেজারের ইচ্ছা, সে এ সম্পত্তিটা হাত ক'রে নেয়।

করিম—তাই নাকি? আচ্ছা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওকে আর অগ্রসর হ'তে দিচ্ছি না। মনিবের জন্য জান্ কবুল ক'রে রাখলাম।

বাউল—সাবাস্—সাবাস্। এই তো চাই।

গীত।

ধন্য এ দেশের চাষা,
এদের চরণ ধূলা পড়্‌লে মাথায়
প্রাণ হয়ে যায় খাসা॥
কপটতার ধার ধারে না,
সত্য ছাড়া মিথ্যে কয় না,
প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার
নাইকো এদের ভাষা।
প্রাণ ভরা আনন্দ এদের,
বুক্‌টা স্নেহের বাসা,
চিন্‌লে এ সব সোণার মানুষ,
মিট্‌তো দেশের সব পিয়াসা।॥

নাই জুতা নাই তেমন কাপড়,
ছেঁড়া নেংটী ছেঁড়া চাঁদর,
তাতেই তুষ্টি এম্‌নি মিষ্টি,
যেন প্রেম-সাগরে ভাসা,
এ সব দেবতা ছুঁলেই জাত্
যায় মোদের,
মোরা এম্‌নি বুদ্ধিনাশা।
যাদের রক্তে জগৎ তুষ্ট,
(তাদের) দেখলে কুঞ্চিত করি নাসা॥
এরা কর্ম্মনিষ্ঠ বীরই বটে;
ছোট বল্লে খুবই চটে,
কারো দুঃখ দেখ্‌লে শিউরে ওঠে,
এদের এম্‌নি ভালোবাসা,
অন্ধ মনিব চিন্‌লি না রে,
এই দেশের চাষা,
যারা প্রাণ দিয়েও মনিব বাঁচায়,
এক স্বর্গই যাদের আশা॥

বাউল—আচ্ছা, আমি এখন যাই। রমজান, কল্‌কাতা যাবার পূর্ব্বে তুমি আমার সাথে একবার দেখা ক'রো, ভুল না কিন্তু।

(প্রস্থান)

করিম—এই বাউল দাদাই আমাদের মনের মত লোক। এ দেশে চা'রটী স্কুল করেছে, রাত্রে গিয়ে ইনি আমাদের ছেলেদের পড়ান।

রমজান—তার ভেতরে বড় কর্ত্তার ছেলে যোগেন বাবুও আছেন, তিনিও পড়াতে যান। কারো ব্যারাম হ'লে তিনি যত্ন ক'রে চিকিৎসা করেন।

করিম—এরা দেবতা, এদের দেখলেই আনন্দ হয়। চল এখন যাই, বাউল দাদা যা ব'লে গেলেন সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

রমজান—আরে বেশী নজর আর কি রাখবো, ম্যানেজার যদি তেমন বাড়াবাড়ি করে তবে তাঁর মাথাটা কেটে রেখে দেবো। আমরা থাক্‌তে মনিবের অকল্যাণ হ'তেই পার্‌বে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ী।

কিশোরীলাল, হেমলতা, যোগেন, বাউল।

কিশোরীলাল—গিন্নি, ছেলে তো সহরে গেছে, বউটীকে রেখে যেতে বল্‌লুম তাও সে রেখে গেল না। বুড়ো হয়েছি আর কত দিনই-বা বাঁচবো। আমার যা কিছু আছে, তা এখনই উইল ক'রে রাখতে চাই, তুমি কি বলো?

হেমলতা—তা তুমি যা ভাল মনে করো তাই করবে, আমি আর এ সম্বন্ধে কি বল্‌বো ? আমিও বউমাকে রাখ্‌বার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সুরেশ তাকে কিছুতেই রেখে গেল না। বউমা'র যাবার ইচ্ছা ছিল না।

কিশোরীলাল—আমি ইচ্ছা করেছি সম্পত্তি চা'র ভাগ করবো। এক ভাগ তুমি, দু'ভাগ তোমার দু'ছেলে, আর এক ভাগ বাউল ঠাকুরের আশ্রমের জন্য।

হেমলতা—এ বেশ হয়েছে। বাউল ঠাকুরের আশ্রমে যে কাজ হচ্ছে, তা যে'দিন দেশময় ছড়িয়ে যাবে সে দিনই দেশ নিজের পায় দাঁড়াবার যোগ্য হবে। আমাদের বিদ্যালয়-টীতেও যথেষ্ট কাজ হচ্ছে। এই ক' বছরে স্বর্ণপুরের কৃষক ছেলেরা প্রায় সকলেই কিছু কিছু লেখা পড়া শিখেছে।

কিশোরীলাল—তা হ'লে আমি এই করি, কেমন ?

হেমলতা—হাঁ, এ ব্যবস্থা বেশ হয়েছে।

কিশোরীলাল—আমার কর্ত্তব্য আমি শেষ ক'রে যাই, পরে ওদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তোমার সুরেশ যে আর বাড়ী এসে বিষয় কর্ম্ম দেখবে সে আশা নেই ; কিছুদিন পরেই শুনবে যে, তার জায়গা জমি সব পরের হাতে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

হেমলতা—তোমার কর্ত্তব্য তুমি করে যাও, ওদের অদৃষ্টে থাকলে ওরা ভোগ করবে। নিজের পায় নিজেই যদি কুঠার মারে তার আমরা কি করবো।

কিশোরীলাল—নন্দ কল্‌কাতা গেছে, তার ষ্টেটের অবস্থাও দিন দিন কেমন হয়ে আস্‌ছে। ম্যানেজারের উপরে কারো বিশ্বাস নেই। অনেক মহাল বিদ্রোহী হয়েছে। নন্দ যদি এখনো বাড়ীতে না আসে তবে তার ভবিষ্যৎও বড়ই দুঃখজনক দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখনো বাড়ী ফির্‌লে কিছু পাবে, আর কতক দিন পরে এলে সে কিছুই পাবে না। লাটের টাকা এখন আমিই চালাচ্ছি। বাউল ঠাকুরের কাছে সুরমা তার করেছে, বাউল ঠাকুর শীঘ্রই কল্‌কাতা যাবেন।

হেমলতা—তিনি গেলে ভালই হবে, হয় তো বাড়ীতে নিয়ে আস্‌তে পারবেন।

কিশোরীলাল—বাড়ী আস্‌বে মনে হয় না, তবে যদি প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে থাকে তা হ'লে আস্‌তেও পারে।

যোগেনের প্রবেশ।

যোগেন—বাউল ঠাকুর ব'লে দিলেন, আপনাকে তাঁর সাথে একবার দেখা করতে, আশ্রম সম্বন্ধে কি বল্‌বেন।

কিশোরীলাল—তিনি এখনো কল্‌কাতা যান নি?

যোগেন—এ দিকের কাজগুলি না সেরে কি ক'রে যাবেন

কিশোরীলাল—আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

যোগেন—মা, বাবা এতক্ষণ কি বল্‌লেন?

হেমলতা—বিষয় চা'র ভাগে উইল কর্‌তে চান্, তাই বল্‌লেন।

যোগেন—চা'র ভাগ করবেন কেন?

হেমলতা—তুমি, সুরেশ, আমি তিন ভাগ; আর বাউল ঠাকুরের আশ্রমের জন্য এক ভাগ।

যোগেন—ভাগ ঠিক হয় নাই। আশ্রমের জন্যই অর্দ্ধেক দেওয়া উচিত ছিল। আমাদের খামার খুব বড়। এর অর্দ্ধেকেও আমাদের তিনটী সংসার বেশ ভাল ভাবেই চল্‌তে পারে।

হেমলতা—তাই যদি হয় তবে তুমি এ কথা কর্ত্তাকে ব'লো, এতে তিনি আনন্দিতই হবেন।

যোগেন—হাঁ, আমি বাবাকে এ কথা নিশ্চয়ই বল্‌বো। এ আশ্রমের প্রসার দিন দিন যাতে আরো বৃদ্ধি হয়, তারি চেষ্টা কর্‌তে হবে। এতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

হেমলতা—তোমার এ সাধু প্রস্তাবে কর্ত্তা যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। তুমি যা বল্‌বে বোধ হয় তিনি তাই কর্‌বেন।

যোগেন—আমি দাদার এক বন্ধুর পত্র পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, দাদা কোন রকমে খেয়ে আছেন, আয় তেমন কিছুই হচ্ছে না।

হেমলতা—তার যে এ অবস্থা হবে তা আমি সে দিনই বুঝেছি, যে দিন সে ঐ দেবতার কথা উপেক্ষা করেছে। যে সন্তান পিতা মাতার অবাধ্য, পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ যে সন্তানের মাথায় বর্ষিত না হয়, সে সন্তান জগতে মানুষ নামের যোগ্য হ'তে পারে না। বাংলার এই দুর্দ্দিনের মূল আমার মনে হয়, পিতা মাতার দীর্ঘশ্বাস। ছেলে বিয়ে ক'রে বউ ঘরে এলে, মা হন্ তখন দাসী।' এ বাংলার হাহাকার দূর হবে সেদিন, যেদিন বাঙ্গালী তার জনক-জননীকে চিন্‌বে।

যোগেন—যা বলেন মা, তাই। পিতামাতার উপরে এখন আর কারো লক্ষ্য নেই, নেতা নিয়েই সকলে ব্যস্ত। যারা আপন ঘরকে ভালবাসতে শিখেনি তারা কি কখনো দেশকে ভালবাসতে পারে মা!

হেমলতা—এ সব কথা কোথায় শিখেছিস্ রে? আজ তোর কথা শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছি।

যোগেন—এই তো বাউল ঠাকুরের উপদেশ, বাবাও এই কথা বলেছেন—"আপন ঘর ঠিক করে নেও, ধনে ধান্যে ঘর পরিপূর্ণ হউক, তারপরে জগতের সেবায় লেগে যাও। ত্যাগী হ'তে চাও, আগে ভোগের যোগাড় করো। ভোগী হও, তারপরে ত্যাগী সেজো। যার নাই বল্‌ছে

কিছুই নাই, ভিক্ষাই যার জীবনের লক্ষ্য, সে আবার ত্যাগ করে কি ?"

হেমলতা—কথাগুলি যেন তোর জীবনে মূর্ত্তিমান হ'য়ে ওঠে, এই আশীর্ব্বাদ কচ্ছি।

যোগেন—তুমি আশীর্ব্বাদ করো তবেই আমার সাধনা পূর্ণ হবে। তোমার চরণ ধূলাই যেন আমার জীবনের প্রধান সম্বল হয়।

হেমলতা—আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মা তোমার সাধনা সিদ্ধ করুন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বাউল ঠাকুরের আনন্দময়ীর বাড়ী।

বাউল, গার্গী, পুরোহিত, নমঃশূদ্র-বালকগণ।

গীত।

গার্গী—

বিশ্ব প্রসবিনী, ত্রিলোক পালিনী,
প্রলয়কারিণী, ত্রিগুণময়ী শ্যামা।
অসুরনাশিনী, নৃমুণ্ডমালিনী,
শ্মশানচারিণী, ভীষণা ভীমা শ্যামা॥

শত কোটী যোগিনী
নাচিছে সঙ্গে,
থিয়া থিয়া ধেই ধেই,
কত না রঙ্গে,
রুধির শত ধারা
বহিছে অঙ্গে,
মত্ত মধুপানে,
মাতঙ্গিনী শ্যামা ॥

হা-হা-হা-হা-হি-হি-হি-হি-
অট্ট অট্ট হাসে,
শিষ্টপালিনী আজ
দুষ্ট বিনাশে,
কম্পিত অরিকুল
শঙ্কিত ত্রাসে,
আনন্দে শবোপরি,
নৃত্য করিছে শ্যামা ॥

অগণিত দেবগণ
গাহিছে জয় গীতি,
রবিশশি তারকা
করিছে আরতি,

জাগিল না ভারত,
গেল না ভীতি,
উঠালে না তাঁরে তুমি,
দীনতারিণী শ্যামা ॥

বাউল ও পুরোহিতের প্রবেশ ॥

বাউল—আজ আমাদের মায়ের নিশিপূজা হবে, তাই আপনাকে আহ্বান করা হয়েছে।

নমঃশূদ্র-বালকগণের প্রবেশ।

সকলে—আমরা কি মায়ের ঘরে গিয়ে মাকে দেখতে পারবো?

বাউল—নিশ্চয়ই পারবে, মা তো আমার একার নন্, তিনি যে সকলের। আমরা সকলেই যে মায়ের সন্তান।

পুরোহিত—এরা মায়ের ঘরে যাবে কি করে? এরা যে সব নমঃশূদ্রের ছেলে।

বাউল—হ'লোই বা তাতে দোষ কি? মা তো আর একটা পুতুলই নন্, মা যে চিন্ময়ী, প্রত্যেক কীটানুকীটে মা বিরাজ কচ্ছেন। সন্তান, মায়ের ঘরে যাবে তাতে বাধা দেবার অধিকার আপনার কি আছে? এইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ভারতে দুই মহাপাপ, মেয়েদের পায়ে দলানো আর জাতি জাতি ক'রে গরীবগুলিকে পিষে ফেলা!

পুরোহিত—শাস্ত্রে আছে, নমঃশূদ্র অস্পৃশ্য জাতি।

বাউল—শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সব কথা বলা ঠিক নয়। আমরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে অস্পৃশ্য ক'রে বেদান্তধর্ম্মের সাম্যবাদের ঘোর অবমাননা করেছি, সমাজকে দুর্ব্বল করেছি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, একদিন আমাদের করতেই হবে। আমার মনে হয় সে প্রায়শ্চিত্তের সময়ও আমাদের এসেছে।

পুরোহিত—ব্রাহ্মণগণ কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের জন্য কিছুই করেন নি ?

বাউল—কিছুই করেন নি এ কথা বলতে পারি না। তবে পদদলিত হিন্দুদিগের জন্য মুসলমানেরাই মুক্তি আনয়ন ক'রেছিলেন, তাই এত লোক ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন। শঙ্করাচার্য্য ধীবর প্রভৃতি পতিত জাতিকে এক মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর ঋষি, আমাদেরও এখন সেই ঋষিজনোচিত কার্য্য করতে হবে, নিম্নশ্রেণীকে আভিজাত্য মর্য্যাদা দান করতে হবে।

পুরোহিত—এও কি কখনো সম্ভব ?

বাউল—অসম্ভবের তো কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না। সত্য-যুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছিল, পরে তাদের গুণের হ্রাস ঘটায় অন্যান্য জাতির সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হবে এখন আবার সেই সত্যযুগ ফিরে এসেছে। ব্রাহ্মণ

যুগ যুগান্তের জ্ঞানভাণ্ডার স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখায় আজ আমরা এক হাজার বৎসর বিদেশীর পদানত। ব্রাহ্মণ যে বিষ সমাজ-শরীরে প্রবিষ্ট করিয়ে সমাজকে প্রাণহীন ক'রে ফেলেছেন, সেই ব্রাহ্মণকেই সে বিষ শোষণ ক'রে নিতে হবে; সর্ব্ব বর্ণে জ্ঞান বিতরণ করতে হবে, তবেই তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যেদিন এই হবে, সেদিনই ভারতীয় চিন্তা, ভারতের আধ্যাত্মিকতা জগৎ জয় করতে সক্ষম হবে, এর পূর্ব্বে নয়।

পুরোহিত—তবে কি তুমি জাতিভেদ উঠিয়ে দিতে চাও?

বাউল—জাতিভেদ উঠে যাবে কি থাকবে, সে সম্বন্ধে আমার বল্‌বার কিছুই নেই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতান্তর্গত বা ভারত বহির্ভূত মনুষ্য জাতি যে মহৎ চিন্তারাশি সৃজন করেছেন তা অতি হীন, অতি দরিদ্রের কাছে পর্য্যন্ত প্রচার করতে হবে। তারপরে তারা ভাবুক বসে জাতিভেদ 'থাকা উচিত' কি উঠে যাওয়া' উচিত। মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত কি অনুচিত এ নিয়েও মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, যেখানে তা নাই, সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন ভেবে দেখুন আমাদের দুর্ব্বলতা কোথায়?
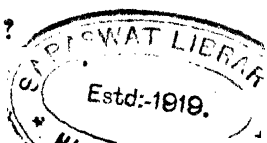
পুরোহিত—তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি ভারতকে নূতন করে গড়্তে চাও। পুরাতন মতগুলিকে পদদলিত ক'রে নূতন মতের প্রতিষ্ঠা কর্তে ইচ্ছুক।

বাউল—আমি নূতন মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যস্ত নই, আমি অতি পুরাতনকেই আবার নূতন ক'রে আনতে চাই; আমার মনে হয় তা হলেই ভারতবাসী তাঁর আপন গন্তব্য পথ স্থির ক'রে নিতে পার্বেন। আমরা যে অতিরিক্ত বিজ্ঞতার ভান করেই যত অনর্থের সূত্রপাত করেছি, তা কারো অস্বীকার করার উপায় নাই। ইউরোপীয় জাতি সমূহ, ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ কার্য্যতঃ আমাদের অপেক্ষা বেদান্ত মতের অধিকতর অনুগামী। খৃষ্টানগণ আমাদের অপেক্ষা আত্মপ্রত্যয়শীল, মুসলমান-গণ আমাদের অপেক্ষা সাম্যপরায়ণ। খৃষ্টের নির্বৈরিতার আদর্শ, শঙ্করাচার্য্যের "নলিনীদল গত জলমতিতরলম্" শ্লোক উচ্চারণ ক'রে মেনে চলেছি আমরা, আর আমাদেরই "শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধস্ব বিগত জ্বর" শ্লোক মেনে নিয়েছে ইউরোপ।

পুরোহিত—তবে কি বল্তে চাও বর্ত্তমান ভারত যে পথে চলেছে সে পথটা কিছুই নয়? এ সকল পূজা পদ্ধতির কোন সার্থকতা নেই।

বাউল্—সার্থকতা নেই এ কথা আমি বল্‌ছি না, অধিকারী-ভেদে এ পূজার যথেষ্টই সার্থকতা আছে। আপনারাই ব'লে থাকেন, ব্রহ্ম সদ্‌ভাব উত্তম, ধ্যান-ভাব মধ্যম, আর এই বাহ্য পূজা অধমের চেয়েও অধম। এই বিশাল জাতিটা যে সেই অধম পূজা নিয়েই র'য়ে গেল, তাই তো ভারত শক্তিহীন।

গীত।

ঠাকুর—

শক্তি পূজা কথার কথা না—।
যদি কথার কথা হ'তো,
চিরদিন ভারত,
শক্তি পূজে শক্তিহীন হতো না॥
কেবল ডাকের গহনায়,
আর ঢাকের বাজনায়
শক্তিপূজা হয় না;
এক মন বিল্বদল,
ভক্তি-গঙ্গাজল,
হৃদয়-শতদল দিলে হয়
মায়ের সাধনা॥
দিলে আতপান্ন কি মিষ্টান্ন,
মা যে তাতে ভোলেন না;

এক জ্ঞান-দীপ জ্বেলে,
একান্ত ধূপ দিলে,
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা ॥
বনের মহিষ অজা গাঁয়ের বাছা,
মা সেই বলি লন্ না ;
যদি বলি দিতে আশ,
যার যার স্বার্থ করো নাশ,
বলিদান করো বিলাস-বাসনা ॥
কাঙ্গাল কয় কাতরে জাত্ বিচারে,
শক্তিপূজা হয় না ;
সকল বর্ণ এক হয়ে ডাকো,
মা মা ব'লে,
নৈলে মায়ের দয়া কভু হবে না ॥

বাউল—বুঝ্‌তে পেরেছেন ? আমি চাই সে বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগে দেব-দেবীর আড়ম্বর ছিল না, মন্দির পূজা-পদ্ধতির আড়ম্বর ছিল না, পৌরোহিত্যের উপদ্রব ছিল না। আচার-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মূর্ত্তিপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের ফল। আমাদের যাহা ভাল ছিল তাহার উপরে ভর করিয়া, বিদেশের যাহা ভালো আছে তা আয়ত্ত করিয়া, আমাদের বহু বৎসর সঞ্চিত কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা রাশি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আমাদের বীরের ন্যায় অগ্রসর হ'তে হবে।

পুরোহিত—তা হ'লে বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য কি ?

বাউল— বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যই হচ্ছে শক্তি সঞ্চয়—আধ্যাত্মিক, দৈহিক, মানসিক, নৈতিক। সর্ব্ব প্রথম দৈহিকশক্তির দিকেই আমাদের লক্ষ্য করতে হবে বেশী; তা হ'লেই আমরা বেদান্তধর্ম্মের 'গীতাধর্ম্মের' প্রকৃত মর্ম্ম বুঝ্‌তে সক্ষম হবো। মনে রাখ্‌তে হবে এইটে কর্ম্মের যুগ. এখন কইতে হবে কর্ম্মের কথা, গাইতে হবে কর্ম্মের গীত।

গীত।

করমেরি যুগ এসেছে,
সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রবো কি শয়ান।
চিরদিনই রবো নীচে,
চল্‌বো সবার পিছে পিছে,
সহিব শত অপমান॥
জেগেছে জগতে সবে,
ব'সে নাই কেউ নীরবে,
একি সুরে ধরিয়াছে গান।
নিজেরে ভেব না হীন,
ধনী মানী দুঃখী দীন,
রাজা প্রজা সকলি সমান॥

সে সুরে সুর মিলাইয়ে,
করম-পতাকা নিয়ে,
দলে দলে হ'য়ো আগুয়ান।
দ্বেষ হিংসা পায়ে দ'লে,
আয় ছুটে আয় চ'লে,
ত্রিশ কোটী হিন্দু মুসলমান ॥
মরণ-সাগর পার,
হ'তে হবে সবাকার,
দিন গেল বেলা অবসান।
তরী বুঝি ছেড়ে যায়,
উঠে পড় খেয়ানায়,
ভয় নাই মাঝি ভগবান্ ॥

পুরোহিত—তোমার কথা শুনে আজ আমার প্রাণটাও কেমন হ'য়ে আস্‌ছে! তুমি বর্ত্তমানে ধর্ম্ম সংস্কার কি ভাবে কর্‌তে চাও তা আমায় বলো, উপযুক্ত মনে হ'লে আমিও তোমার প্রচার কার্য্যে সাহায্য কর্‌বো।

বাউল—আপনাকে যদি প্রচারক পাই, তা হ'লে আমার আর ভাবনা থাকে না, অল্প দিনের ভেতরেই আমার কর্ম্ম আমি ভারতময় ছড়িয়ে দিতে পারি। ধর্ম্ম জিনিষটে কি, এই নিয়েই হচ্ছে দেশে মস্তবড় গোলমাল। যদিও দেখতে পাচ্ছি, নূতন বাংলা ধর্ম্মটাকে প্রাচীন যুগের

জটিল পথ থেকে বেশ সহজ এবং তরল পথে নিয়ে এসেছে; তথাপি ধর্ম্ম বল্‌লেই মানুষের মনে এমন একটা চমকানির ভাব আসে, একটা কৃচ্ছ্র সাধনার কল্পনা আসে, একটা উগ্র তপস্যার ছায়া আসে যে ইহা যে সহজ এবং অনায়াসলভ্য তা কেহই স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। কাজেই ধর্ম্ম তাঁর মোহন বাঁশিটী হাতে ক'রে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ালেও তাঁর পাগল করা গানটী শুন্‌তে কেহই প্রস্তুত নন্। ইহ বিমুখ মানুষ যখন ধর্ম্মের জন্য মাথা খুড়তে বসেন তখন ধর্ম্ম তাঁর মূর্খতা দেখে দেশ ছেড়ে পালায়। ধর্ম্মই ত সংসার ধারণ ক'রে রেখেছেন। মানুষের দুর্গতির দিন সমাগত হ'লে তাঁর ধর্ম্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত বিকৃত হ'য়ে যায়, কাজেই সে তখন ধর্ম্মের দিকে পেছন ফিরে উল্টোদিকেই এগিয়ে যায়। ইহাই ভারতের কৃচ্ছ সাধ্য ধর্ম্ম এবং ইহাই হচ্ছে বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্মসংস্কার।

পুরোহিত—এখনো আমি ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারলুম না।

বাউল—প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ঐ যে বিশাল তাল তরুটী শাখা পল্লবে ভ'রে উঠে আপনাকে আকাশের দিকে ছড়িয়ে চলেছে, এরি জন্য ওর কিছু সাধনা আছে কি?

পুরোহিত; সাধনা না থাক্‌লে ও অত বড় হ'লো কি ক'রে?

বাউল—না, বৃক্ষের কোন সাধনাই নাই, প্রকৃতির অযাচিত দানই ওর সকল ঐশ্বর্য্য, সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাধনা।

পুরোহিত—তবে কি তুমি বল্‌তে চাও, জগতের সকলই সেই প্রকৃতির দান?

বাউল—নিশ্চয়। আমরা প্রকৃতির দান ভিন্ন আর কিছুই নই। মানুষের সকল গুণ আমাদের ভেতরে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌লেই আমাদের সিদ্ধি। আমাদের অসাধারণ ধীশক্তি, অনন্ত গভীর প্রেম, অফুরন্ত পরমায়ু অপরিমিত শক্তি এই সকলের সম্যক খেলা জীবনের স্তরে স্তরে পরিপূর্ণ ভাবে ফুটে উঠা চাই।

পুরোহিত—তা হ'লে বর্ত্তমান যুগে আমাদের প্রচার্য্য বিষয় কি, তা তুমি আমায় বলে দাও, আমিও তোমার মত কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপ্ দিয়ে আমার অকর্ম্মণ্য জীবনকে কর্ম্মময় ক'রে ধন্য হয়ে যাই।

বাউল—আনন্দম্! এখন চাই বুদ্ধির অসাধারণ তীক্ষ্ণতা, হৃদয়ে অপার্থিব প্রেম, দুর্জ্জয় সাহস, প্রাণের মধ্যে অপ্রতিহত হুতাশন, শত ঝঞ্ঝাবাতে প্রলয় দুর্য্যোগে যে অনল নির্ব্বাপিত হবে না। আর চাই বাহুযুগলে মত্ত কেশরীর মতন অমানুষিক বল, মজ্জায় মজ্জায় অমোঘ বীর্য্য, শোণিত প্রবাহে বিদ্যুৎ শক্তি; ধর্ম্মের ইহাই মূর্ত্ত দেবতা, ব্রাহ্মণ।

পুরোহিত—বাউল, তুমি কি মানুষ? তোমার ভেতর এত শক্তি তাতো পূর্ব্বে জান্‌তে পারিনি। পাগল বলে তোমায় কত কি বলেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো। তুমি আজ আমার প্রাণের কবাট খুলে দিয়েছ, তোমায় কোটী নমস্কার; তুমিই আমার গুরু, আমায় মানুষ ক'রে দাও, আমার কর্ত্তব্য স্থির করে দাও।

(চরণে পতিত)

বাউল—এই তো সব মাটী কর্‌লেন ঠাকুর! ঐ গুরুগিরিটাই কর্‌তে পার্‌লুম না। পার্‌লে এতদিনে লক্ষ লক্ষ শিষ্য হ'য়ে যেতো। যাতে ঐটে দেশে না থাকে, তার জন্যও বিশেষ চেষ্টা কচ্ছি, কারণ ওতে একটা ঘণ্টা নাড়ার দলই সৃষ্টি হচ্ছে। যুবকগুলি ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে কর্ম্মহীন হ'য়ে পড়ছে, ভিক্ষুকের দল দিন দিন পুষ্ট হচ্ছে।

পুরোহিত—বর্ত্তমান যুগে এদেশে অনেক মহাপুরুষ এসে গেছেন, তুমি কি বল্‌তে চাও, তাঁরা যে পথের কথা ব'লে গেছেন, সে পথটা কিছুই নয়?

বাউল—পথটা কিছুই নয় এ কথা বল্‌তে পারি না, অত স্পর্দ্ধাও রাখি না। তবে বর্ত্তমানে শিষ্যমণ্ডলীরা যে পথে চলেছেন, সে পথটা সময়োপযোগী কিনা, সে সম্বন্ধে আমার ঘোর

সন্দেহ আছে। যে ভগবানের নাম দিয়ে ভিক্ষুক সাজ্‌তে হয়, আমি সে ভগবান্‌কে চাই না।

পুরোহিত—তোমার কথায় মনে হয় তুমি গুরুবাদের ঘোর বিরোধী।

বাউল—ঠাকুর ভুল বুঝবেন না। আমি গুরুবাদের বিরোধী বা অবতার বিশ্বাস করি না, তা নয়, আমারও গুরু আছে। আমি বর্ত্তমান শিষ্যমণ্ডলী এবং তাদের ভাবের অবস্থা দেখে দুঃখিত। রাস্তার এক কোণ দিয়ে মরার মতন হেটে যাবেন, নাঁকি স্বরে কথা কবেন, এ হয়েছে আজ কাল মস্ত বড় একটা ভক্তের লক্ষণ। আর যে ছেলেটা বুক ফুলিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে সে হয়েছে অহঙ্কারী। কোন্ ভারতের ঋষি ধর্ম্ম সাধন করতে গিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছিল ব্রাহ্মণ? ব্রহ্ম সাধন নিরত কোন্ মহাপুরুষ অনাহারে জীর্ণ শরীর বহন ক'রে পৃথিবীর উপেক্ষাকে ধর্ম্ম সাধনার অঙ্গ ব'লে মেনে নিয়েছিল? অর্জ্জুন কি ধার্ম্মিক ছিলেন না? আজন্ম ব্রহ্মচারী মহামতি ভীষ্ম তিনি কি অধার্ম্মিক? কার্ত্তবীর্য্য, রাজর্ষি জনক এঁরা কি তোমাদের আদর্শ পুরুষ নন? ধর্ম্ম সাধনার পথে পরিধেয় বস্ত্রখানারও অনাবশ্যকতা জ্ঞান, জড় জগৎটা কিছু নয়, ওটা মায়াময়। এ যে দিন ভারতের উর্ব্বর

মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে, সে দিন থেকে ভারত রসাতলে যেতে বসেছে।

পুরোহিত—এ কথা যুক্তি যুক্তই বটে। আমায় এখন কি করতে হবে ব'লে দাও। আমি তোমার কাছে ধর্ম্মোপদেশ চাই, তুমিই আমার গুরু।

বাউল—আবার! আমি একবারই বলেছি গুরু হ'তে পারবো না। মানুষ আমার মূর্ত্তিটাকে পূজা করবে, মশারী খাটিয়ে তাঁকে খাটে শোয়াবে, বাতাস করবে, আর লোকের কাছে বলে বেড়াবেন—আহা ইনি কি মানুষ? ইনি ভগবান। পুরুষ প্রকৃতির যোগে ওঁর জন্ম হয় নি। কি বাতুলতা! আমি এ সব বাতুলতাকে প্রশ্রয় দিতে মোটেই প্রস্তুত নই।

পুরোহিত—তোমার ভাব কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা। কখনো মনে হয় তুমি আস্তিক, আবার কখনো মনে হয় তুমি নাস্তিক।

বাউল—আমি আস্তিকও নই, নাস্তিকও নই, তোমরা যা চাও, আমিও ঠিক তাই চাই। তবে কিনা তোমাদের ধর্ম্মটা কিছু শুক্‌নো, আর আমার ধর্ম্মটা রসে ভরা।

পুরোহিত—সে কি রকম?

বাউল—আমি ধর্ম্মকে চাই, যে আমায় রক্ষা করতে পারবে, পৃথিবীর প্রবল সংঘর্ষে যে আমার ললাটে বিজয়-তিলক

পরিয়ে দিতে পার্‌বে। আমি সে ধর্ম্মকে চাই না, যে আমায় সকল ভোগ হ'তে দূরে সরিয়ে নিয়ে পৃথিবীর মহামেলার বাইরে ঐ অন্ধকার কোণটায় আমায় হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে দেবে। ব্রহ্ম এই ব্যাপ্তির রাজ্য সংহরণ ক'রে যেদিন মহা প্রকৃতির কোলে তলিয়ে যাবেন, সেদিন যাবতীয় সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমিও তলিয়ে যাবো। আজ আমার ব্রহ্ম জাগ্রত; তাই আমি আমার সকল ইন্দ্রিয়কেই জাগিয়ে রেখে দিতে চাই, ইহাই আমার ধর্ম্ম এবং ইহাই মানুষের ধর্ম্ম হউক। মানুষের নীতি, মানুষের উপদেশ, মানুষের কল্পনা ধূলিবিলুণ্ঠিত হউক। প্রকৃতির দান মাথা পেতে নেবার জন্য, হে বাংলার সাধকমণ্ডলী! বাঙ্গালী বালক-বাহিনীকে প্রস্তুত ক'রে তোল। প্রকৃতির কোলে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ স্বভাব জননীর মহামন্ত্রে তারা মানুষ হ'য়ে উঠুক। জননীর পীযূষধারা পানের সাথে সাথে বালকদের কাণে কাণে ব'লে দাও, তারা স্বাধীন, তারা মুক্ত, তারা মায়ের সন্তান।

পুরোহিত—কথাগুলি খুবই মূল্যবান; এ কথা সকলের দ্বারে দ্বারে প্রচার করা উচিত।

বাউল—হাঁ, কিন্তু এ প্রচারের জন্য উপযুক্ত গুরু চাই। এ মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারে এমন কর্ম্মী গুরুরই এখন

দেশে প্রয়োজন। তাই তো আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করি।

গীত।

পাঠিয়ে দে মা আনন্দময়ী,
দেখা মা তোর সে সন্তানে।
যে জন ভোগের মাঝে
ত্যাগের ছবি,
দেখাতে পারে জীবনে॥
ঘুমিয়েছিনু এমন ঘুম মা,
সারা পায়নি কেউ ডেকে,
এলো একটা প্রভাতী হাওয়া,
কোন্ অজানা দেশের থেকে,
জেগেছি উঠে বসেছি
আঁখি খুলেছি মা ;
পেলে এখন পথের সন্ধান,
যে পথেতে মুক্তি মিলে,
যাত্রা করি জয় মা ব'লে,
মা তোর কোটী কোটী ছেলে ;
কিন্তু বক্তা হ'লেই হ'ন্ এখন
দেশের নেতা,
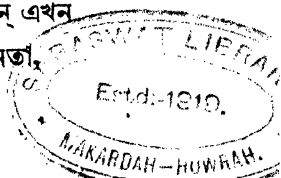
ব'লে বেড়ান ত্যাগের কথা,
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
তাদের অনেকেরই কথায়,
কাজে মা এক দেখিনে ॥

চাই মা এখন এমন গুরু,
জীবন যাহার কর্ম্মময়,
আপন জন্মভূমির লাগি,
তিল তিল ক'রে হচ্ছে ক্ষয়.
ত্যাগই যাহার মূলমন্ত্র,
জীবনে আর মরণে,
শুনলে মা তাঁর অভয় বাণী,
সবার প্রাণই যাবে গ'লে,
আমাদের মরা হাড়েই খেল্‌বে ভেল্কী,
সূর্য্যের মতন উঠ্‌বো জ্বলে,
জ্বালিয়ে দিলে জ্ঞানের বাতি,
খুঁজব ক'রে পাতি পাতি,
এ জগতের হীরা মতি,
এনে দেবো মা তোর চরণে ॥

বাউল—আপনার যদি এ ব্রত ভাল লেগে থাকে, তা হ'লে সেবকদের সাথে মিশে গিয়ে কাজে আরম্ভ করুন।

পুরোহিত—তুমি যে কৃপা ক'রে আমায় তোমাদের সঙ্গী কর্‌লে এজন্য তোমায় আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

বাউল—গার্গী, আমাদের পূজা হয়ে গেল। সকলকে প্রসাদ বিতরণ ক'রে দাওগে। সকলে যেন এক জায়গায় ব'সে প্রসাদ পায়। প্রসাদে জাতি বিচার ক'রো না, যেমন শ্রীক্ষেত্রে জাতি-বিচার নেই। জগবন্ধু শ্রীক্ষেত্রেই আছেন আমাদের বাড়ীতে নেই, এ কথা মনে ক'রো না, তা হ'লে মাকে সঙ্কীর্ণ করা হবে, ছোট করা হবে। সকলে এক জায়গায় ব'সে প্রসাদ না পেলে পূজা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। আর আজই আমি কল্‌কাতা রওয়ানা হ'বো, আমার যা কিছু সব গুছিয়ে রেখো।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—হুগলি, সুরেশের বাসা।

সুরেশ, কাত্যায়নী, দীনেশ।

সুরেশ—পূজার ছুটী এসে পড়্‌লো, এবার বাড়ী যেতে ইচ্ছা করেছি, তোমার কি মত?

কাত্যায়নী—আমার তো বাড়ী যেতে ইচ্ছা খুবই, কিন্তু তুমি টাকার যোগাড় করতে পারলে হয়। কোন রকমে দিন

চ'লে যাচ্ছে বই ত নয়? খোরাকী খরচ দিয়ে এক পয়সাও বাঁচাবার উপায় নাই, কি নিয়ে যে বাড়ী যাবো তাই ভাবছি।

সুরেশ—আমার একজন বন্ধু আমায় একশত টাকা ধার দিতে প্রস্তুত আছেন, তা নিয়েই যাবো মনে করেছি। কি কর্‌বো, চেষ্টা তো আর কম কচ্ছি না, মোকদ্দমাই নেই। দেশের অনেক স্থানেই সালিশী বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে, সালিশী বিচার পেতে Courtএ কেউ আস্‌তে চায় না, বোধ হয় কিছুদিন পরে সকল উকীলকেই বাড়ী যেতে হবে।

কাত্যায়নী—বাবা, তোমায় বাড়ী বসেই এ কথা ব'লেছিলেন, তখন তুমি তাঁর অবাধ্য না হ'লে আজ আমাদের পেটের ভাবনায় অস্থির হ'তে হ'তো না।

সুরেশ—বাবার কথা তখন না শুনে কাজ ভাল করিনি। আমার খামার থাকতে আমি তার যত্ন নেইনি, যাদের খামার নেই তারা আজ জমি করার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। জমির কথা বই লাইব্রেরীতে এখন অন্য কথা বড় হয় না।

কাত্যায়নী—নিজের পায় নিজেই কুঠার মেরেছ, দোষ দেবে কার? এখনো যদি বুঝে চলো, তবুও বাঁচবার পথ হয়। কিন্তু তা কি তুমি কর্‌বে?

সুরেশ—তুমি কি কর্‌তে বলো?

কাত্যায়নী—পূজোয় বাড়ী যেতে চাও চলো, গিয়ে বাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো, বাবা দেবতা, মা আমাদের দেবী, তাঁরা আমাদের ক্ষমা ক'রবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

সুরেশ—বাবার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি আমায় ক্ষমা ক'রবেন, এ বিশ্বাস আমারও আছে; কিন্তু ছেলেবেলা থেকে এমন ভাবে তৈরী হ'য়ে এসেছি যে, গাঁয়ে এখন আর মন টেকে না।

কাত্যায়নী—পেটে যখন টান প'ড়েছে, তখন গাঁয়ে থাকাটা এখন মন্দ লাগবে না।

সুরেশ—মনে হয়, তুমি আমায় ব্যঙ্গ ক'চ্ছ!

কাত্যায়নী—না, ব্যঙ্গ ক'রবো কেন, যা সত্য তাই বল্‌ছি। অভিমানেই তোমার পতন। তোমার নিজের শক্তি যে কত, তা যদি তুমি বুঝতে পার্‌তে, তবে পিতামাতার অবাধ্য হ'য়ে আজ এ সর্ব্বনাশ কর্‌তে না।

সুরেশ—সে অভিমানের জন্য আজ আমিও অনুতপ্ত। কিন্তু সহরের কি মোহিনী শক্তি আছে জানি না, আমার সহর ছাড়তে হবে এ কথা মনে হ'লেই আমি কেমন হ'য়ে পড়ি।

কাত্যায়নী—সহরের দোষ যে কিছু নাই তা নয়; তবে ছেলে বেলা থেকে বিলাসী হ'য়ে প'ড়েছ, গাঁয়ে গেলে সেইটে কমাতে হবে, একথা যখন মনে হয়, তখনই কেমন হ'য়ে

পড়ো। তা না হ'লে, কেমন হবার তো কোন কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

সুরেশ—তুমি দেখছি আমায় রীতিমত আক্রমণ ক'চ্ছ। এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

কাত্যায়নী—আক্রমণ মোটেই করিনি, যদি তাই আমার উদ্দেশ্য হ'তো, তবে তুমি এতদিনে পাগল হ'য়ে যেতে। তোমার ভাগ্যি, যে আমার মত গৃহিণী পেয়েছিলে। আর আমিও ভাগ্যবতী যে, এমন দেব-দেবীর মত শ্বশুর শাশুড়ী পেয়েছিলেম। তাঁদের চরণ তলে ব'সে আমি আমায় তৈরী করে নিতে পেরেছি। তোমার অবস্থা যে এই হবে, তা আমি সে দিনই জানতে পেরেছি, যে দিন তুমি দেবতার কথা উপেক্ষা করেছ। বাড়ী যাবে মনন করেছ, তাই চলো। বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করো, তিনিই তোমার বাঁচবার পথ করে দেবেন।

দীনেশ বাবুর প্রবেশ।

দীনেশ—(বাহির থেকে) সুরেশ বাবু, বাড়ী আছেন কি ?

সুরেশ—আমার এক friend এসেছেন, তুমি এখন ভেতরে যাও।

কাত্যায়নী—তোমার সহুরে বন্ধুদের দেখলেই আমার ভয় হয়। দেখো, যেন বাড়ী যাবার কথাটা আবার উল্‌টে না যায়।

(প্রস্থান)

সুরেশ—আসুন, আসুন, কি মনে ক'রে ?

দীনেশ—শুন্‌লাম পূজোয় বাড়ী যাচ্ছেন, কতদিনে ফিরবেন, ছুটীর পরে না ভিতরে ?

সুরেশ—বোধ হয় ছুটীর ভেতরেই আস্‌বো।

দীনেশ—হরিনারায়ণপুরের জমিদার, তাঁর Estateএ একজন ভাল উকীল চাচ্ছেন, আমি আপনার কথা বলেছি, চেষ্টা করলে বোধ হয়, এ কাজটা আপনার হ'য়ে যায়। বছরে হাজার টাকার ভুল নেই, বেশীও পেতে পারেন।

সুরেশ—এখানে আমার সহায় সম্বল কিছুই নেই, যদি আপনি যোগাড় ক'রে দিতে পারেন, তবে আমাদের বাঁচবার পথ হয়।

দীনেশ—যদি কিছু টাকার যোগাড় কর্‌তে পারেন, তবে আমি ঠিক ক'রে দিতে পারি।

সুরেশ—এটিইত আমার সাধ্যাতীত। কত টাকা হ'লে হ'তে পারে মনে করেন ?

দীনেশ—ম্যানেজার আর সদর নায়েবকে পাঁচশত টাকা ঘুষ দিতে হবে, কারণ তারাই কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন।

সুরেশ—আপনার সাথে কি তাদের এ সম্বন্ধে কোন কথা হয়েছে ?

দীনেশ—হাঁ, তাদের সাথে কথা ব'লে যতটা বুঝ্‌তে পেরেছি, তাতে পাঁচশো টাকায়ই কাজ হ'তে পারে! স্থানীয়

উকীলদের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা কচ্ছেন। আপনি যদি টাকার যোগাড় কর্‌তে পারেন, তবে আমায় বলে দিন, আমি তাদের সাথে কথা পাকা ক'রে ফেলি।

সুরেশ—আমার কাছে বর্ত্তমানে কিছুই নাই। তবে শুনেছি বাবা তাঁর সম্পত্তির একচতুর্থাংশ আমায় উইল করে দিয়েছেন, তাতে আমি কিছু জমি জমা পেয়েছি, বাড়ী গিয়ে সেগুলি পত্তন ক'রে বা বাঁধা দিয়ে যদি টাকার যোগাড় কর্‌তে পারি, এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

দীনেশ—এ তো উত্তম কথা, জমি দিয়ে কি হবে? নিজে তো আর চাষ কর্‌তে পার্‌বেন না, প্রজার হাতে দিতেই হবে, কিছু টাকা নিয়ে যদি পত্তন করেন, তবে খাজানা তো পাবেনই, এ চাকুরীটাও হয়ে যাবে।

সুরেশ—কথাটা মন্দ নয়, তবে বাড়ী না গিয়ে আপনাকে জবাব দিতে পাচ্ছি না। যদি আপনি আমায় word দিতে পারেন যে এ কাজ হবেই, তবে আমি চেষ্টা করে দেখ্‌বো টাকার যোগাড় কর্‌তে পারি কি না।

দীনেশ—হাঁ, আমি আপনাকে word দিচ্ছি, আপনি টাকার যোগাড় করুন।

সুরেশ—দেখবেন শেষে সব পণ্ড হ'য়ে না যায়।

দীনেশ—আপনি আমায় অবিশ্বাস কচ্ছেন? আমি যেদিন আপনার বর্ত্তমান অবস্থার কথা শুনেছি, সেদিন থেকেই

ভাব্‌ছি আপনার একটা কিছু করে দিতে পারি কি না। ভগবানের কৃপায় এ কাজটা হাতে এসে পড়েছে। এ কাজ যদি আপনার হয়ে যায়, তবে আর সংসারের ভাবনা আপনার ভাবতে হবে না !

সুরেশ—যদি যোগাড় করে দিতেই পারেন, তবে চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

দীনেশ—আপনি টাকার যোগাড় করুন, ম্যানেজার আমার Class-friend তাকে আমি যা বল্‌বো সে তাই কর্‌বে।

সুরেশ—আচ্ছা আমি যে কোন রকমে টাকার যোগাড় কর্‌বোই।

দীনেশ—তবে এখন আমি আসি, Good night.

(প্রস্থান)

সুরেশ—গিন্নি, গিন্নি, এ দিকে এসো !

কাত্যায়নী—এত বড় গলায় ডাক্‌ছ যে, বন্ধু কিছু দিয়ে গেল নাকি ?

সুরেশ—কিছু দিয়ে যায় নি বটে, তবে দেবার মধ্যে ; একটা চাকুরী স্থির হয়ে গেল, হরিনারায়ণপুরের Estateএর উকীল।

কাত্যায়নী—তবে বুঝি আর বাড়ী যাওয়া হবে না ?

সুরেশ—বাড়ী যেতেই হবে, কারণ এ চাকুরী নিতে হ'লে ম্যানেজারকে পাঁচ শত টাকা দিতে হবে। কিন্তু বছরে হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

কাত্যায়নী—এ টাকা পাবে কোথায়? কর্জ্জ কর্‌বে, তা কেউ দেবে না। আমার গহনা যা ছিল তাও প্রায় শেষ করেছ।

সুরেশ—বাড়ীতে যা বিষয় সম্পত্তি আছে, তা বিক্রয় ক'রে বা বাঁধা দিয়ে টাকা যোগাড় কর্‌বো মনে করেছি। এক বছরের মধ্যেই এ দেনা পরিশোধ করতে পার্‌বো এ বিশ্বাস আমার আছে।

কাত্যায়নী—দেনা ক'রে টাকা এনে চাকুরী নেয়ার চেয়ে না নেয়াই আমি ভাল মনে করি। একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাবার ব্যবস্থা কচ্ছ? এরি জন্যে এত বড় গলায় ডাক দিয়েছিলে, লজ্জাও করে না?

সুরেশ—তুমি দেখছি আমায় একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য করো না?

কাত্যায়নী—কি করে কর্‌বো? যে পুরুষ নিজের স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করতে অক্ষম, সে কি একটা পুরুষের মধ্যে? আমি যদি পুরুষ হতাম, তবে দেখতে সংসারে কত কাজ করে ফেল্‌তুম?

সুরেশ—থাক্, এ বীরত্ব তো তোমার চিরদিনই দেখে আস্‌ছি। এখন কি করা কর্ত্তব্য তাই বলো। তোমার বাবার কাছে লিখে দেখো না, তিনি টাকাটা দেন কি না।

কাত্যায়নী—আমি আর বাবার কাছে টাকার জন্য লিখতে পারবো না। দেখো সহুরে বন্ধুদের কথা শুনে আর কাজ নেই, পূর্ব্বে যা বলেছি তাই করো, তাতেই তোমার মঙ্গল হবে।

সুরেশ—বল কি ? এমন একটা Chance সাম্‌নে এসে পড়েছে, এ কি ছাড়া যায় ? চেষ্টা করে দেখতেই হবে।

কাত্যায়নী—আমি জানি, যে তুমি আমার কথা শুন্‌বে না, তবু বলি, চাকুরী দিয়ে আর কাজ নেই, বাড়ী চলো।

সুরেশ—আচ্ছা বাড়ী তো চলো, তারপরে যা ভাল মনে করো তাই করা যাবে।

কাত্যায়নী—চলো, আমি সর্ব্বদার জন্যই প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমার ভাঙ্গা কপাল আর জোড়া লাগবে, সে আশা আমার নেই। যদি লাগতো তবে দেবতার কথা উপেক্ষা করে সহরে আস্‌তে না।

(প্রস্থান)
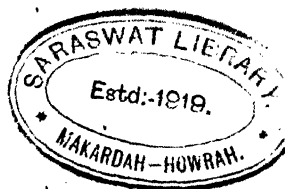
তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কলিকাতা নন্দলালের বাড়ী।

নন্দলাল, সুরমা, বন্ধুদ্বয়, মাড়োয়ারী,
প্যাদা, বাউল, চাকর।

নন্দলাল—ম্যানেজার পত্র দিয়েছে, লাটের টাকা হ্যাণ্ডনোট কেটে নেওয়া হয়েছে। প্রজারা খাজানা দেয় না, তাদের নামে নালিশ রুজু করতেও নাকি বিষ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সে টাকাও কর্জ্জ করেই আনতে হয়েছে; তহবিলে টাকা নেই, আমিও এক বছর এখানে এসেছি, বাড়ীখানা এখন হোটেল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

সুরমা—এ সকল খরচ তো নিজেই বাড়িয়েছ। কোথায় দু'মাস থেকেই যাবে, তাতে আজ এক বৎসর হ'য়ে গেল। আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলেছি, যে সকল বন্ধু তোমার জুটেছে, এরা সকলেই চরিত্রহীন, এদের হাত এড়াতে না পারলে তোমার সবই যাবে।

নন্দলাল—যোগাড় তো সেই রকমই হয়ে উঠেছে। আমিও প্রায় দশ হাজার টাকা দেনা হয়ে পড়েছি, মাড়োয়ারী রোজই টাকার জন্য তাগিদ দিচ্ছে।

চাকরের প্রবেশ।

চাকর—(মদের বোতল দিয়ে)

(প্রস্থান)

সুরমা—(হাত ধরে) গ্লাস রাখ বল্‌ছি।

নন্দলাল—সুরমা, যখন ডুবেছি তখন আমায় ভাল ক'রে ডুবতে দাও!

সুরমা—না তুমি এ বিষ খেতে পারবে না। ভালো চিকিৎসক পেয়েছিলে, ভালো ঔষধ খাওয়া শিখিয়েছে, ঔষধে এখন ভিটে বাড়ী পর্য্যন্ত উৎসন্ন হবার যোগাড় হ'য়ে উঠেছে।

নন্দলাল—বাঁধা দিও না, খেতে দাও। অন্ততঃ আজ খেতে দাও, আর খাব না।

সুরমা—দেখি কেমন ক'রে খাও, আমি তোমার স্ত্রী, সুখ-দুঃখের সাথী, তোমার শুভাশুভের ফল ভোগী। আজ দেখবো কে বড়, সুরা না সহধর্ম্মিণী।

নন্দলাল—এই দেখো——একি? হাত অবশ হয়ে আস্‌ছে, বুকের পশুবল যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছে! কেন আজ এত কঠিনা হ'লে সুরমা! ছেড়ে দাও আমি প্রাণ ভ'রে পান করি।

সুরমা—আমার সব যেতে বসেছে, রাজরাণী আজ পথের ভিখারিণী হ'তে চলেছে, এখনো বল্‌ছো বাধা দেব না? আমি যে তোমার স্ত্রী, তোমার উপরে আমার দাবী যে কত, তা কি তুমি বোঝ না?

নন্দলাল—সব বুঝি, সুরমা, সবই বুঝি। কিন্তু কি করবো লোক মদ খায়, আমায় যে মদে খেয়ে বসেছে। জানি তুমি সেই

স্ত্রী, যে শুধু দেহের সেবিকা নয়, আত্মার শুশ্রূষাকারিণী, বিলাসের ক্রীড়নক নয়, উচ্চাশার সহায়; তুমি আমার সেই স্ত্রী, যে প্রমোদে রঙ্গিনী, কর্ত্তব্যে পাষাণী। সুরমা, আমি কি মানুষ ?

সুরমা—তোমার মত মানুষ ক'জন আছে ?

নন্দলাল—আমি জানি ঠাট্টা কচ্ছ না; কিন্তু আমার পক্ষে আজ এটা প্রকাণ্ড পরিহাস। মদে কি মনুষ্যত্ব থাকে ? আমার আছে কি সুরমা ! ঘরে খাবার নেই, বাইরে মুখ নেই, দেহে স্বাস্থ্য নেই, মনে শান্তি নেই, আমি কি উপলক্ষ্য ক'রে ভালো হব ? কাকা আমার দেবতা, তাঁর কথা উপেক্ষা ক'রে কলিকাতা এসে যা হয়েছি, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। বাউল দাদাকেও কটু বল্‌তে ছাড়িনি; বাড়ী যে যেতে বলো, কোন্ মুখে গিয়ে আমি তাঁদের কাছে দাঁড়াবো ? সুরমা, এখন আমার মৃত্যুই মঙ্গল।

সুরমা—তুমি মদ ছেড়ে দাও, বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে দাও, আবার তোমার সব হবে।

নন্দলাল—বহুদিন তো এমন সত্য কারো কাছে শুনিনি, কিন্তু এ যে জীবন ভরা ভুল।

সুরমা—কি হয়েছে ? দুটা চারটা পতনে কি একটা জীবন ব্যর্থ হ'তে পারে ?

নন্দলাল—সত্য ক'রে বলো, আমার মত লোকেরও নিস্তার আছে ?

সুরমা—সব অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে।

নন্দলাল—সুরমা! আমি যদি কোন দিন মানুষ হই, সে তোমারি জন্যে, তোমারি পুণ্যে।

(বাহির থেকে বন্ধুদ্বয়)

বন্ধুদ্বয়—নন্দ বাবু, বাড়ী আছেন ?

সুরমা—বাইরে কে ডাক্‌ছে, বোধ হয় তোমার বন্ধুরা সব এসেছে, ওদের তাড়িয়ে দিতে বলো।

নন্দলাল—সব ভদ্রলোকের ছেলে, তাড়িয়ে দেবো কি ক'রে ? আচ্ছা' আজ বলে দেবো তারা যেন আর কখনো এ বাড়ীতে না আসে। তুমি এখন ভেতরে যাও।

(সুরমার প্রস্থান)

নন্দলাল—আপনারা এদিকে আসুন।

সুরেন—তোমায় এখন আর সব সময় পাওয়া যায় না, গিন্নীর প্রেমে মজে গেলে নাকি ?

নন্দলাল—তা যাই কেন হই না, তোমরা আর আমার বাড়ী এসো না, তোমরাই আমার সর্ব্বনাশ করেছ।

সুরেশ—যখন আস্‌তে নিষেধ কর্‌লে তখন আর আস্‌বো না ; আজ যখন এসে পড়েছি, তখন একটু ফুর্ত্তি হউক না। ওরে ঢাল্ না মদ ঢাল্, নন্দকে দে।

নন্দলাল—তোমরা খাও, আমি দেখবো ; আমি আর খাবো না প্রতিজ্ঞা করেছি।

সুরেন—হারে ও প্রতিজ্ঞা মদখোর দিনে পাঁচটা করে। ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে মাতালের কোন দোষ হয় না। দেশ দেখা আর মদ চাকা তিন ইয়ারে তেরস্পর্শ না হ'লে কি আর মস্‌গুল হয় রে ?

প্রমোদ—হারে ! মাগের পাল্লায় প'ড়ে একেবারে বিধবা সাজলি নাকি ?

নন্দলাল—যা-ই বলো, আমাকে তোমাদের দল থেকে বাদ দিতে হচ্ছে।

প্রমোদ—তুমি না খাও না খাবে, দুটা ভদ্রলোক এসেছে তাদের পেয়ালা ভ'রে দিয়ে খুসী করো।

চাকরের প্রবেশ।

চাকর—বাবু ! মালক্রোকের পরোয়ানা নিয়ে মাড়োয়ারী আর প্যাদা এসেছে।

নন্দলাল—হাঁ ভগবান্ !

প্যাদা, মাড়োয়ারীর প্রবেশ।

প্যাদা—আমি আপনার যাবতীয় মাল ক্রোক দিলাম। যদি টাকা দিতে পারেন, তবে মাল ফেরৎ রাখতে পারেন।

নন্দলাল—আমি আর কি ক'রে রাখ্‌বো। আপনারা সব নিয়ে যান।

প্যাদা—মাল বের করো দারোয়ান।

বাউলের প্রবেশ।

বাউল—বের করতে হবে না, অপেক্ষা করুন। আপনাদের কত টাকা পাওনা?

প্যাদা—দশ হাজার টাকা পাঁচ আনা।

বাউল্—অপেক্ষা করুন, আমি টাকা দিচ্ছি। (ব্যাগ থেকে খুলে) এই নিন্ দশ হাজার টাকার একখানা চেক, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে নেবেন।

প্যাদা—(টাকা গ্রহণ করে) এই নিন্ রসিদ, ডিক্রী আমরাই মকস্মলি ক'রে দেবো।

(প্রস্থান)

বাউল—দারোয়ান! এদের ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দেতো!

প্রমোদ—আমাদের বের ক'রে দিতে হবে না, আমরা নিজেরাই যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

নন্দলাল—এসেছ বাউল দাদা, সময় মতনই এসেছ; আর কিছু সময় পরে এলে বোধ হয় দেখা পেতে না। তোমরা দেবতাই বটে, (পায় পড়ে) আমার সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করো।

বাউল—কেন তোমায় কল্‌কাতা আস্‌তে নিষেধ করেছিলাম এখন বুঝ্‌তে পেরেছ? এ জায়গার পরিণামই এই।

যে কোন রাজা, জমিদার এখানে এসেছেন, তারা অনেকেই ধ্বংস হ'য়ে গেছেন, যাঁরা আছেন তাঁরাও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। একদিন স্বর্গীয় ঋষি রাজনারায়ণ বাবু তাঁর প্রিয় ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে বলেছিলেন, "অশ্বিনি! তোকে দেখে মনে হয়, তুই জগতে একটা কিছু কাজ করবি। একটা কথা তোকে ব'লে দিচ্ছি, বৃদ্ধের এ কথাটা রক্ষা করিস্, মঙ্গল হবে। গঙ্গা যার পশ্চিমে, কাশীপুর যার উত্তরে, মরাটা ডিচ যার পূর্ব্বে, টালিগঞ্জ যার দক্ষিণে, এই যে স্থানটুকু অর্থাৎ কলিকাতা, এর ভেতরে যেন তোর কর্ম্মক্ষেত্র না হয়; এখানে মানুষ, মানুষ থাকে না।" ঋষিবাক্য কি কখনো মিথ্যা হয়? কল্‌কাতা এখন ঠিক তাই হয়েছে।

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা—এসেছ বাউল দাদা! রক্ষা করো আমাদের, আমরা পথে দাঁড়ায়েছি। আর একটু পরে এলে বোধ হয় শ্মশানে দেখতে পেতে!

বাউল—মা তোমাদের রক্ষা করেছেন। আজই বাড়ী যাবার যোগাড় করো। সম্পত্তি এখন লাটের টাকার দায়ে নিলামে উঠেছে। যাকে ম্যানেজার রেখে এসেছিলে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, বাড়ী না গেলে সব যাবে।

সুরমা—আচ্ছা, আমি রান্না তৈরী করি গে, খেয়েই আমরা গাড়ীতে উঠবো।

(প্রস্থান)

বাউল—কেন তোমায় কল্‌কাতা আসতে নিষেধ করেছিলাম এখন বুঝতে পেরেছ ভো ?

নন্দলাল—সে কথা ব'লে আর আমায় লজ্জা দেবেন না। বাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন, গিয়ে আমি দাঁড়াবো কোথায় ? খাব কি ?

বাউল—সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। তুমি কল্‌কাতা আসাধবি আমরাও একেবারে নীরব ছিলাম না, কাজেই ছিলুম, বাড়ী গিয়েই সব দেখতে পাবে। চলো এখন ভেতরে চলো, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই রওয়ানা হ'তে হবে। আমি এইমাত্র শেয়ালদা থেকে নেবে এসেছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ী।

কিশোরীলাল, যোগেন, চাকর।

কিশোরীলাল—যোগেন ! তোমার দাদার পত্র পেলাম, সে বউ-মাকে নিয়ে বাড়ী আস্‌ছে ; তাদের যত্নের যেন কোন রকম ক্রুটী না হয়। বউটী আমার লক্ষ্মী, তার বাড়ী

ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না, হতভাগ্য তাকে জোর ক'রে নিয়ে গেছে।

যোগেন—দাদা বাড়ী আস্ছেন এতো আনন্দের বিষয়; যত্নের ত্রুটী হবে কেন? সহরে গেছেন বলেই কি দাদা পর হয়ে গেছেন? তিনি পর মনে কর্তে পারেন, কিন্তু আমার যিনি দাদা, তিনি চিরদিন দাদাই থাকবেন।

কিশোরীলাল—হাঁ, এই তো চাই, ভাই ভাই কখনো বিরোধ না হয়। বাংলার অনেক সোণার সংসার এই ভ্রাতৃ-বিরোধে ধ্বংস হয়ে গেছে।

চাকরের প্রবেশ।

চাকর—বাবু, আমি কল্কাতা থেকে এই পত্রখানা নিয়ে এসেছি।

(পত্র প্রদান ও প্রস্থান)

কিশোরীলাল—(পত্র পাঠ করা)

কিশোরি!

আমি নন্দ আর সুরমাকে নিয়ে কাল বেলা একটায় স্বর্ণপুরে পঁহুছিব। তুমি এদের রীতিমত অভ্যার্থনার আয়োজন করো। ইতি—

"বাউল"

যোগেন, যাও ব্যাণ্ডপার্টি ঠিক করো, স্বর্ণপুরের প্রত্যেক বাড়ী যেন জানান হয়, রাত্রে দীপযাত্রা হবে। স্বর্ণপুরে আজ আনন্দের তুফান বহিয়ে দাও।

যোগেন — যে আজ্ঞে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান — নন্দলালের বাড়ী।

নন্দলাল, কিশোরীলাল, বাউল, প্রজাগণ,
যোগেন, বালকগণ।

গীত।

ভাই চল্‌রে চল্‌রে চল্
করমের নিশান উড়ায়ে চল্ ;
বাজা মা-নামের ভেরী,
ধরা হউক রে টল্‌মল।
চল্ চল্ চল্ ॥
ব'সে কি ভাবিস্ তোরা,
ডাকছে মা দিস্‌নে সারা,
তোরা কি জ্যান্তে মরা হলি রে সকল।
চল্ চল্ চল্ ॥
দেবতা ঐ মাথার প'রে,
অভয় দিচ্ছেন অভয় করে :
যায় যদি প্রাণ দেশের তরে,
পাবি মোক্ষ ফল।
চল্ চল্ চল্ ॥

মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে,
দাঁড়ারে তোরা বুক ফুলিয়ে ;
দেখে মুকুন্দ জয় মা ব'লে,
বাজাক রে বগল ;
চল্ চল্ চল্ ॥

বাউল ও নন্দলালের প্রবেশ ।

বাউল—যাও নন্দ, কাকার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো।

নন্দলাল—কাকা—কাকা ! আপনি আমার সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করুন। (চরণে পতিত)

কিশোরীলাল—ওঠো বাবা ! হারে তুই কি আমার পর, দাদার মৃত্যুর পরে তোকে আমিই মানুষ করেছি। তুই যে আমার বুকের ধন ; আবার তোকে এমন ভাবে বুকে ফিরে পাবো তা আমি ভাবতে পারি নাই। আজ তোমার এই উদ্ধারের মূলে বাউল ঠাকুর, তাঁর চরণে কৃতজ্ঞতা জানাও।

নন্দলাল—বাউল দাদা, ছোট ভাইয়ের ত্রুটী মার্জ্জনা করুন। বলুন, আমায় ক্ষমা করলেন ?

বাউল—ক্ষমা অনেক দিনই করেছি নন্দ ! কেন, তোমায় আমরা কল্‌কাতা যেতে নিষেধ করেছিলাম, তা বোধ হয় এখন বেশ বুঝতে পেরেছ।

নন্দলাল—যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, কল্‌কাতার মোহ আমার একেবারে কেটে গেছে। এ দেশের রাজা জমিদারদের মোহ যাতে কাটে সেজন্য আমি এখন প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বো। এখন আমার জীবনের কর্ত্তব্য কি, ব'লে দিন। জমিদারী বোধ হয় নিলাম হ'য়ে গেছে, এখন আমি দাঁড়াবো কোথায় ?

কিশোরীলাল—তোমার জমিদারী পূর্ব্বে যা ছিল, এখনো তাই আছে। লাটের টাকা আমরাই দিয়েছি, ম্যানেজার ষ্টেট ধ্বংস করার চেষ্টা কচ্ছিল, কিন্তু সে কৃতকার্য্য হ'তে পারে নি। বর্ত্তমানে তার কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ কেউ বলেন—প্রজারা তাকে মেরে ফেলেছে ; খাঁটী খবর এখনো পাই নি। প্রজারাও তোমায় দেখতে এসেছে, তাদের আজ আর আনন্দ ধরে না। তারা তোমাকে নজর দেবে, তা তুমি গ্রহণ ক'রো না। তোমার জমিদারী আবার তুমি বুঝে নেও। আর তোমার বাবা দশ লক্ষ টাকা মজুত রেখে গিয়েছিলেন, সে মাত্র আমিই জানতুম্ ; এবং সে লোহার সিন্দুকের চাবি তিনি আমার কাছেই দিয়ে যান। একদিন তুমি সে চাবি চেয়েছিলে, কিন্তু তখন আমি তা দেইনি, আজ সে চাবি দিচ্ছি, তুমি টাকা বুঝে নিয়ে আমায় দায় থেকে মুক্ত করো। (চাবি প্রদান) মালখানায়ই সে সিন্ধুক আছে।

বাউল—এখন তোমার শুধু জমিদারী নিয়ে ব'সে থাকলেই চলবে না, এই স্বর্ণপুরের সেবায় লাগতে হবে। এমন ভাবে একে তৈরী করতে হবে, যেন ভারতের প্রতি পল্লী এই স্বর্ণপুরের আদর্শে তৈরী হয়। এই ব্রতই তোমার জীবনের সাধনা ক'রে লও, তবেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হবে।

নন্দলাল—আপনার আদেশ প্রতিপালন করতে যদি আমায় সমস্ত সম্পত্তি এই স্বর্ণপুরের সেবায় দান করতে হয় আমি তাতেও প্রস্তুত। বলুন, আমায় কি করতে হবে?

বাউল—যোগেন, কেদার প্রভৃতি দশটী বন্ধু একত্র হ'য়ে একটী কৃষিক্ষেত্র তৈরী করেছে। দু'জন কৃষিক্ষেত্রে কাজ কচ্ছে, আর ক'জন ইংলেণ্ড, আমেরিকা, জাপান চ'লে গেছে। তাদের ইচ্ছা বিদেশ থেকে কিছু কাজ শিখে এসে দেশে সে কার্য্যের পত্তন করে, বর্ত্তমানে ওরা একটা সূতোর মিল প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

নন্দলাল—এখন কি ক'রে তা করবে? আর মিল চালাবেই বা কে?

বাউল—ওদের ইচ্ছা ইউরোপ থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার দশ বছরের জন্য কনট্রাক্ট ক'রে এনে কাজ আরম্ভ ক'রে দেয়। তারপরে ছেলেরা এসে যখন তাদের কাজ বুঝে নেবে, তখন তাকে বিদায় দেওয়া হবে। জাপানে কাবুলেও

তাঁরা এমন ভাবে বিদেশ থেকে লোক এনে কাজ আরম্ভ করেছে। কিন্তু ওদের টাকার অভাব, আমি বলি তুমি ওদের টাকাটা দিয়ে দাও, পরে তোমার টাকা ওরা পরিশোধ করবে। যোগেনের ইচ্ছা ছেলেরা ফিরবার পূর্ব্বেই মিলের কাজ আরম্ভ ক'রে দেয়।

নন্দলাল—আমার তো মনে হয় এখন মিল্ বসালে খুব high tax বসিয়ে দিবে, কাজেই ওরা মিল্ চালাতে পারবে না।

বাউল—আমার মনে হয় সরকার বাহাদুর এখন আর এতটা বাড়াবাড়ি করবেন না। এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য বোধ হয় তারাও একটু সাহায্য করতে বাধ্য হবেন।

নন্দলাল—আপনার যদি সে বিশ্বাস হ'য়ে থাকে, তবে বাবা যে দশ লক্ষ টাকা মজুত রেখে গেছেন, তা আমি স্বর্ণপুরের সেবার জন্য আপনার হাতে দিচ্ছি, আপনি কাজ করুন; এই নিন্ সে সিন্দুকের চাবি।

বাউল—(চাবি নিয়ে) আনন্দম্, আনন্দম্।

গীত।

ভরসা মায়ের চরণ-তরণী!
আমরা এবার হবোই পার,
ভয় গেছে দূরে, অভয় পেয়েছি,
মাভৈঃ বাণী শুনেছি মা'র।
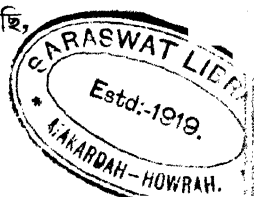
বীর প্রসবিনী জননী মোদের,
বীরের জাতি আমরা বীর,
বিলাসে ব্যসনে ধরেছিল জরা,
নত হ'য়ে ছিল উন্নত শির ;
জানি না কাঁহার চরণ পরশে,
উজলি উঠিল পূরবাকাশে,
মোহ-মদিরার নেশা গেল ছুটে,
তামসী নিশার হইল নাশ ;
জাগিল স্মৃতিতে পূরব গরিমা,
কালিমা মোছাতে হবেই হবে,
দাঁড়ারে সকলে জয় মা বলিয়া,
তোদের বিজয় হবেই হবে ॥

প্রজাগণ—আদাব—আদাব—

(নন্দকে ফুলের মালা প্রদান)

বাউল—এই রমজান, করিম, তোমার জমিদারীর ভেতরে খুব বড় জোদ্দার। রমজানের খামারে বার্ষিক আশি হাজার টাকার উপরে আয় হয়। করিমেরও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আয় হয়। কল্‌কাতা যাবার সময় এই রমজানই আমায় দশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। তা না হ'লে আমি তোমায় মাড়োয়াড়ীর হাত থেকে উদ্ধার করতে

পারতুম্ না। রমজানের টাকা দশ হাজার তাকে এখনি দিয়ে দাও।

রমজান—না—সে টাকা আমি নেবো না। আমি সে টাকা মনিবকে নজর দিলাম। দশ হাজার টাকা দিয়েও যে আমরা মনিবকে ফিরে পেয়েছি, এই আমাদের সৌভাগ্য। খোদার দোয়ায় আমার বহু টাকা আছে। যাঁর খেয়ে আমরা বেঁচে আছি, আজ তাঁরি সেবার জন্য দশ হাজার টাকা দিয়েছি, সে টাকা যদি আমি ফিরিয়ে নি বাউল দাদা, তবে খোদার কাছে জবাব দেবো কি?

নন্দলাল—বাউল দাদা! আমার স্বর্ণপুরে এমন সব দেবতা আছেন, এ যদি আমায় পূর্ব্বে জানাতেন, তবে বোধ হয় আমার জীবনে এমন একটা কালো দাগ লাগতো না। এসো ভাই রমজান, আমি তোমায় আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই। (আলিঙ্গন)

গীত।

বাউল—

বিশ্বপতির বিশ্ব বীণায়
পঞ্চমে ধরেছে তান,
তা নইলে কি এমনি ক'রে,
পাগল হ'তো সবার প্রাণ॥

ধনী-মানী মেথর কুলী,
বৃদ্ধ-যুবা বালকগুলি,
তাই ত সবে আপন-হারা
আজ হিন্দু পার্শী মুসলমান ॥
অজানা দেশের টানে,
কারো মানা কেউ না মানে,
কালের স্রোতে ভাসিয়ে তরী,
আজ সবাই তরী বায় উজান ॥
এই তো রে ভাই কালের গতি,
আজ পতন কাল উন্নতি,
উঠলে পরেই নাব্‌তে হবে
আমার প্রেমময়ের এই বিধান ॥

বাউল—রমজান আমাদের মিল্ প্রতিষ্ঠার জন্যও লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। দেশের উন্নতির জন্য ইনি মুক্তহস্ত। এমন আরো অনেক প্রজা তোমার আছেন, যাঁরা স্বর্ণ-পুরের সেবায় জন্য অজস্র দান কর্‌তে প্রস্তুত।

নন্দলাল—কাকা, তা হ'লে আপনি আর বাউল দাদা যত শীঘ্র হয় কাজ আরম্ভ ক'রে দিন, টাকার অভাব হবে না, আমার জমিদারীতে যা আয় হয়, সংসার চালাতে যা লাগবে তা রেখে, বাকী টাকা সবই আমি আমার স্বর্ণ-পুরের সেবায় দান কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

কিশোরীলাল—তোমার এ সাধু প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মা তোমার সহায় হউন।

বাউল—এ সব কথা এখন থাক্। যোগেন, তুমি তোমার দাদাকে নিয়ে ভেতরে যাও; গাঁয়ের মেয়েরা নন্দাকে দেখবার জন্য ভেতরে অপেক্ষা কচ্ছেন।

(নন্দকে নিয়ে যোগেনের প্রস্থান)

বাউল—কিশোরী, তুমি আমার সঙ্গে চলো। রমজান, করিম, তোমরাও আমাদের সঙ্গে এসো।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—হুগলি, সুরেশের বাড়ী।

সুরেশ, কাত্যায়নী, মুদী, প্যাদা।

কাত্যায়নী—আজ কাছারীতে কিছু পেয়েছ কি?

সুরেশ—না, মোকদ্দমাই নেই।

কাত্যায়নী—শুনেছি, তুমি নাকি লাইব্রেরীতে ব'সে কেবল তাস পাশা দাবাই খেলো? এতদিন ওকালতী কচ্ছ, কিন্তু

আমার বাবার কাছ থেকেই টাকা এনে সংসার চালাতে হচ্ছে। আমি কিন্তু আর কখনো টাকার জন্য বাবাকে জ্বালাতন করতে পারবো না বলে রাখছি।

সুরেশ—কি করবো, কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পাচ্ছি না। আমার ওকালতীতে সুবিধা হবে ব'লে মনে হয় না। যাঁরা পুরাণো উকীল তাঁদেরই পসার দিন দিন কমে যাচ্ছে, নূতন উকীলদের আর ডাকে কে?

কাত্যায়নী—বাবা তোমায় বাড়ী বসেই এ কথা বলেছিলেন, কিন্তু তখন সে কথা তুমি কাণেই তুল্লে না। মানুষ যতই সত্যের দিকে অগ্রসর হবে ততই মামলা মোকদ্দমা কমে যাবে। এ সহজ কথাটা তখন তিনি তোমায় বোঝাতে পারলেন না। যাক্, দোকানী আর ধারে জিনিষ দিতে চাচ্ছে না; তারই বা দোষ কি, প্রায় এক শত টাকার মত বাকী পড়েছে। আজ যে কি খাবে তারও কিছুই যোগাড় দেখছি না।

সুরেশ—তোমার বাবার কোন পত্র পেয়েছ?

কাত্যায়নী—হাঁ, তিনি লিখেছেন, ভাল জামাই এনেছিলাম, বিবাহের সময় যা দেবার তা তো দিয়েছিই, এখন তার গুষ্ঠী পর্য্যন্ত পুষতে হচ্ছে। আমায় আর কখনো টাকার জন্য পত্র দিও না। তোমাদের জন্য কি এখন ভিটে বাড়ী বিক্রী করতে বলো?

সুরেশ—কি এতদূর? তুমি আর তাঁকে পত্র দিও না, দেখি সংসার চালাতে পারি কি না!

কাত্যায়নী—রাগো কেন? এতদিন তিনিই তোমার সংসার চালিয়েছেন, তা না হ'লে উপোস ক'রে থাকতে হতো। নিজের যে সংসার চালাবার ক্ষমতা নেই, সেইটে স্বীকার করো না কেন?

সুরেশ—সংসার চালাতে অক্ষম, এ কথা স্বীকার করবো কেন? আমি কি লেখা পড়া শিখিনি?

কাত্যায়নী—যে লেখা পড়ায় মাগ ছেলের পেটের ভাত যোগাতে পারে না, সে লেখা পড়া না শিখলেও হয়। আমার মতে বাড়ী চলো, জমা জমি যা আছে তাতেই স্বচ্ছল ভাবে সংসার চলে যাবে; কিছু কিছু সঞ্চয়ও হ'তে পারে।

সুরেশ—সে জমা জমি কি এখনো আছে? সে সব যে যোগেন দখল ক'রে বসে আছে, বাবা সবই যোগেনকে দিয়েছেন।

কাত্যায়নী—আমার বিশ্বাস হয় না। শ্বশুর মহাশয় দেবতা, তিনি সকলকেই সমান ভাবে দিয়েছেন, তুমি খোঁজ করো।

সুরেশ—আমি খোঁজ না নিয়ে কি বলছি? বাবা আমার উপরে খুব রেগেছেন, তাঁর কথা উপেক্ষা ক'রে সহরে আসাই এই রাগের কারণ। তাই তিনি জমাজমি সবই যোগেনকে দিয়েছেন।
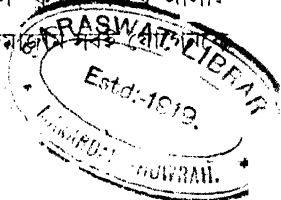
কাত্যায়নী—এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। তুমি ভাল ক'রে খোঁজ নেও, তোমার যা প্রাপ্য, বাবা তোমায় তা নিশ্চয়ই দিয়েছেন।

সুরেশ—তুমি যা বলছ তাই বটে। বাবা আমায় সবই দিয়েছিলেন। কিন্তু সে জমিও আমি প্রজার হাতে পত্তন ক'রে এসেছি; তারা এখন আমায় খাজনা দেয় মাত্র. তাও সব আদায় হচ্ছে না।

কাত্যায়নী—এতদিন তো তুমি এ কথা আমায় বলো নি! তবে এখন আমাদের নাই বলতে কিছুই নাই. হায় ভগবান্! একেবারে পথে দাঁড় করালে? (ক্রন্দন)

সুরেশ—এখন আর কাঁদলে কি হবে? বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য কি তাই বলো। বাবাকে পত্র দেবো কি? তিনি কি আমায় ক্ষমা করবেন?

কাত্যায়নী—তাই করো, আজই বাবাকে পত্র দেও আজই বাড়ী চলো, বাবার পায়ে ধ'রে কাঁদবো, তিনি স্নেহের সাগর. তাঁর স্নেহে আমরা বঞ্চিত হবো না।

সুরেশ—তা হ'লে বাবাকে পত্র দিয়ে দি, যে, আমরা বাড়ী আসছি। যাও তুমি যাবার জন্য প্রস্তুত হও গে।

কাত্যায়নী—আচ্ছা, আমি সব গুছিয়ে নেই গে।

(প্রস্থান)

সুরেশ—কোন্ মুখে গিয়ে বাড়ীতে উঠবো! বাবা কি আমায় ক্ষমা করবেন? তাঁর অবাধ্য হয়ে সহরে এসেছি। তিনি কত ক'রে বুঝিয়েছিলেন, তখন তাঁর সাথে কত তর্ক করেছি, বাবার প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, সে বেদনার এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। এখন উপোষ ক'রেও দিন কাটাতে হয়। বাউল দাদা যা বলেছিলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য, দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেই আমরা সোণার সংসার ছার্খার করে ফেলি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'য়ে পড়ি। সহরে এসেছিলাম, যদি গিন্নীকে সঙ্গে না আনতুম্, তবে আজ খামার জমিগুলি এমন ক'রে পরের হাতে যেতো না। থাক্, এখন ভাববার সময় নেই, বাড়ী গিয়ে বাবার পায়ে প'ড়ে কৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করবো, যদি তিনি ক্ষমা না করেন, তবে তাঁর চরণতলে বসেই এ অনুতপ্ত জীবনের শেষ ব্যবস্থা ক'রে চিরবিদায় গ্রহণ করবো। যাই বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হই গে।

মুদী ও প্যাদার প্রবেশ।

প্যাদা—মহাশয়, আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম্। আপনি এ মুদীর দোকানে এক শত টাকা দশ আনার দেনাদার, ইনি দস্তকের পরোয়ানা বের করেছেন।

মুদী—আমি আপনাকে কত দিন বলেছি যে, মশায় আমার পাওনা চুকিয়ে দিন। কিছু কিছু ক'রে দিলেও এতদিনে শোধ হয়ে যেতো। কিন্তু আপনার কাছে টাকার কথা বল্লেই, আপনি যা—তা—বলে বিদায় ক'রে দিতেন। পাওনা টাকা চাইলেও এ দেশের বাবুদের মান খসে যায়, অপমান বোধ করেন। এখন কি সম্মানটা বেশী হলো?

সুরেশ—তাই তো, এখন উপায় কি? জেলে যেতেই হচ্ছে, সহরের এই পরিণাম।

কাত্যায়নীর প্রবেশ।

কাত্যায়নী—আপনাদের কত টাকা পাওনা?

প্যাদা—এক শত টাকা দশ আনা।

কাত্যায়নী—একটু অপেক্ষা করুন, আমি টাকা দিচ্ছি। (হাতের অনন্ত খুলে স্বামীর হাতে দিয়ে) তুমি এ নিয়ে এক মহাজনের ঘরে বিক্রী ক'রে এদের টাকা দিয়ে দাও।

সুরেশ—তুমি আমায় চিরদিনের জন্য ঋণী করলে।

কাত্যায়নী—আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি। তোমার চেয়ে আমার গহনা বেশী নয়।

(প্রস্থান)

সুরেশ—একেই বলে সহধর্ম্মিণী, যে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়েও স্বামীকে বাঁচায়। এ রত্ন শুধু ভারতেই জন্মায়, জগতের কোন স্থানেই এ রত্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, এর জন্যই ভারতবর্ষ ভাগ্যবান। স্বামীর চরণ সেবাই যাঁদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, স্বামীর মুখ প্রফুল্ল দেখলে যারা স্বর্গ-সুখ উপভোগ করেন, সে রত্ন আমরা পদদলিত ক'রে চলেছি। ভারতবাসি! মস্ত বড় ভুল কচ্ছ, এরা সত্য সত্যই তোমাদের গৃহলক্ষ্মী, এ গৃহলক্ষ্মী পদদলিত ক'রে জাতির সর্ব্বনাশ ক'রো না। এদের পূজা করতে শেখো, জাতীয় জীবনের ভিত্তি অল্প দিনেই গঠিত হ'য়ে যাবে। এমন গৃহলক্ষ্মী পেয়েও যদি জাতি তৈরী না হয়, তবে সে ভারতবাসীর অদৃষ্টের দোষ। আজ আমিও ধন্য যে, এমন গৃহলক্ষ্মী আমার মতন হতভাগাও পেয়েছে। চল ভাই, তোমাদের টাকা দিয়ে মুক্ত হই গে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বাউলের বাড়ী।

বাউল, কিশোরীলাল, গার্গী।

বাউল—কেমন হ'লো কিশোরী বাবু!

কিশোরীলাল—এতটা পরিবর্ত্তন হবে, এ আমি আশা করি নাই। পরশপাথরের স্পর্শে লোহা যেমন সোণা হয়, নন্দও আজ আপনার স্পর্শে সোণা হ'য়ে গেছে।

বাউল—এ দেশের রাজা জমিদারদের প্রাণ সকলের উদার এবং মহৎ। কতকগুলি ভাল জিনিষ নিয়েই এরা জন্মায়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যি না থাকলে কি আর এত বড় ঘরে জন্মায়? অসৎ লোকের পাল্লায় প'ড়েই এরা এদের বিবেক হারিয়ে ফেলে, তা না হ'লে প্রায় সব বিষয়েতেই এরা আমাদের চেয়ে উন্নত। নন্দের এই পরিবর্ত্তনের মূল্য তাঁর স্ত্রী সুরমা, বউমাটীই এ সংসারের লক্ষ্মী, আমি অমন মেয়ে খুব কমই দেখেছি।

কিশোরীলাল—আমার বউমার তুলনা নেই, সত্য সত্যই সে এ সংসারের লক্ষ্মী; কল্‌কাতা যাবার সময়ও নন্দকে অনেক বাধা দিয়েছিল।

বাউল—যাক্ সে কথা। তোমার ছেলে সুরেশ ওকালতী ত্যাগ ক'রে বাড়ী আস্‌ছে, এলে পরে তার যা কিছু আছে সবই তাকে বুঝিয়ে দাও।

কিশোরীলাল—তার সবই তো সে প্রজার হাতে দিয়ে গেছে।

বাউল—হাঁ, সে সব আমি হাজার টাকায় রমজানের নামে বিনামা ক'রে রেখে দিয়েছি। স্বরেশের পরিবর্ত্তনের এখনো কিছু বিলম্ব আছে; তবে পরিবর্ত্তন হবেই, আজ আর কাল।

কিশোরীলাল—আমার কর্ত্তব্য আমি শেষ করেছি।

বাউল—তোমার কর্ত্তব্য যে তুমি শেষ ক'রেছ, তা আমি জানি।

গার্গীর প্রবেশ।

গার্গী—বাবা!

বাউল—কি—মা?

গার্গী—মেয়েরা বলে পাঠিয়েছে, বাবা যেন আজ একবার আমাদের বিদ্যালয়ে আসেন, তারা অনেক নূতন কাজ ক'রেছে, তা আপনাকে দেখাবে।

বাউল—আনন্দের কথা। মেয়েদের ব'লে দিও, আজ বেলা দু'টায় আমি বিদ্যালয় দেখতে যাবো, তোমার বিদ্যালয়ে এখন ছাত্রীর সংখ্যা কত?

গার্গী—এক শতের উপরে হবে।

বাউল—বেশ। মনে রেখো, শুধু লেখাপড়া শেখালেই হবে না, তাদের ধর্ম্ম জীবন, কর্ম্ম জীবন দু'ই এখান থেকে তৈরী ক'রে দিতে হবে, যেন তারা সংসারে গিয়ে আদর্শ গৃহিণী হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। শ্বশুর শাশুরী যেন তাদের

সেবায় আনন্দে ভরপুর হয়। বর্ত্তমানে বাংলার অবস্থা বড়ই ভীষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বউ ঘরে এলেই শ্বশুর শাশুরীর বুক শুকিয়ে যায়। তোমার বিদ্যালয়ে যাতে গৃহলক্ষ্মী তৈরী হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।

গোর্গী—অনেক মেয়েই বিয়ে বস্‌তে চায় না। বলে, আমরাও আপনার মতন কুমারী থেকে দেশের সেবা করবো।

বাউল—সকলেই যদি বিয়ে না বসে, তবে সংসার থাকবে কি ক'রে? আর আমাদেরই বা এ কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী করার আবশ্যক ছিল কি? বিবাহিত জীবনই সুন্দর, যদি ত্যাগই জীবনের মূলমন্ত্র হয়। বেশী সন্ন্যাসী দিয়ে কাজ নেই, দু'একটী আদর্শ থাক্‌লেই হবে। এ দেশে সন্ন্যাসী যথেষ্ট আছে, আর সন্ন্যাসী দিয়ে প্রয়োজন নেই, এখন চাই আদর্শ গৃহস্থ। বিয়ে না হ'লে জীবনের একদিক অপূর্ণ থেকে যায়। বহু স্বামীজী হ'য়ে দেশটাকে উচ্ছন্ন দিতে বসেছেন। যুবকগণ ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে কর্ম্মহীন হ'য়ে পড়ছে। এ বিংশ শতাব্দীর কর্ম্ম যুগে স্বামীজীরা কিছু-দিনের জন্য অবসর নিলেই ভাল হয়। ধর্ম্মোপদেশ এখন কিছুদিন তাঁরা শিকেয় তুলে রাখুন, ধর্ম্ম ভারতবাসীর পৈতৃক সম্পত্তি। অভাব আমাদের অন্ন-বস্ত্রের, এ অভাব যদি দূর হ'য়ে যায়, তবে ধর্ম্ম এ দেশে আপনা থেকেই ফুটে বের হ'য়ে পড়বে। এখন বুঝ্‌তে পেরেছিস্ মা?

গার্গী—হাঁ বাবা, বুঝ্‌তে পেরেছি। আর একটা কথা—মেয়েরা সব আপনার কাছে দীক্ষিত হ'তে চাচ্ছেন।

কিশোরীলাল—আমিও এ কথা শুনেছি; আমিই আপনায় বল্‌তুম, গার্গীর মুখ থেকে বেরিয়ে ভালই হ'লো।

বাউল—যা পছন্দ করি না তাই। দীক্ষা আবার কি? কর্ম্মে দীক্ষা তো তাদের হয়েই গেছে। ধর্ম্মে দীক্ষা দেবার শক্তি তো মা আমার নেই, সে দীক্ষা দেবে তাদের স্বামী। পতিই পরম গুরু, পতিই পরম দেবতা, তাঁর উপরে তাদের আরাধ্য আর কেউ আছেন, এ কথাই কখনো বল্‌বে না। মেয়েদের ধর্ম্ম-জীবন তৈরী করার জন্য যেদিন গুরুর হাতে বা স্বামিজীদের হাতে আমরা তাঁদের সঁপে দিয়েছি, সেদিন থেকেই ভারতের নারী-শক্তির পায়ে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। অনন্তশক্তিতে শক্তিশালিনীদের আমরা শক্তিহীনা ক'রে ফেলেছি। পতিসেবাই তাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, মেয়েদের কাছে এ কথাই বল্‌বি। স্বামীর উপরে কোন দেবতা নেই, ভগবান্‌ও নন্‌। পতিপরায়ণা সতীরাই ভারতে বীরপ্রসবিনী ব'লে পরিচিতা। ইহাই ভারতের পুরাতন আদর্শ, এ পুরাতনকেই আবার নূতন ক'রে ভারতে আন্‌তে হবে, তা না হ'লে মেয়েদের ভেতরে মাতৃত্ব ফুটিয়ে তোলার আশা করাই বাতুলতা।

গার্গী—আর একটা কথা; আমার বিদ্যালয়ে বালবিধবাই বেশী, কুমারীও চল্লিশের মতন হবে; এদের ভেতরে অনেকেই বিয়ের যোগ্যা, এদের বিয়ের যোগাড় করা প্রয়োজন। অভিভাবকগণ টাকা দিয়ে বিয়ে দেন, এমন অবস্থা অনেকেরই নেই, এর কি করা যাবে?

বাউল—তোমার বিদ্যালয়ের মেয়েদের বরের অভাব হবে না। তুমি তাদের তৈরী করো, বর আমিই জুটিয়ে দেবো।

(গার্গীর প্রস্থান)

কিশোরীলাল—ছেলে যোগার করবেন কোথেকে? টাকা না হ'লে যে, আজকাল ছেলে পাওয়া যায় না।

বাউল—যে ছেলে বিয়ে করতে টাকা চায়, আমি তার বাড়ীর পাশ দিয়েও যাব না। যে কর্ম্মক্ষেত্র আমরা তৈরী করেছি, তাতে প্রচুর শিক্ষিত যুবক আমরা পাবো। মেয়েদের বিদ্যালয়ে মেয়েরা তৈরী হচ্ছেন, ছেলেদের বিদ্যালয়ে ছেলেরা তৈরী হচ্ছেন, এ ছেলে মেয়ের হাত যদি মিলিয়ে দিতে পারি, তবে সে মিলন বড় মধুর হবে; কারণ ছেলেও ত্যাগের আদর্শে তৈরী, মেয়েও তাই। আমি চাই আদর্শ গৃহস্থ প্রতিষ্ঠা করতে, আমার বিশ্বাস এরাই ভোগের মাঝে থেকে কি ক'রে ত্যাগী হওয়া যায়, ভারতকে তা দেখাতে পারবে।

কিশোরীলাল—তবে কি আপনার মেয়ে-বিদ্যালয়ের লক্ষ্য আদর্শ গৃহিণী তৈরী করা?

বাউল—নিশ্চয়! আমি যেমন চাই আদর্শ গৃহিণী, তেমন চাই আদর্শ ছেলে। এদের মিলন হ'লে যেমন হবে সংসার শান্তিময়, তেমন হবে দেশের কর্ম্মীদের বিশ্রামের স্থান। দেশের নেতাদের বলো, তাঁরা বক্তৃতা না দিয়ে মানুষ তৈরী করার ক্ষেত্র তৈরী করুন। মানুষ তৈরী হ'লে তাকে রাজনীতি, সমাজনীতি বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন হবে না, তখন তারা নিজেরাই সব বুঝে নেবে, দেশও তখন তাঁদের কথায় সাড়া দেবে। দু'চারজনে হৈ রৈ করলে কি আর কাজ হবে? সকলের মিলিত আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমান হ'য়ে না উঠলে তোমাদের কথা কেউ কাণে তুলবে না। ভিক্ষান্নে কি কখনো পেট ভরে ভাই? তোমরা নিজের পায় দাঁড়িয়েছ, এ যখন জগৎকে দেখাতে পারবে, তখন তোমাদের জগতে অপ্রাপ্য কিছুই থাকবে না।

কিশোরীলাল—তা হ'লে এ কর্ম্মক্ষেত্র যাতে আরো বড় করা যায়, তার জন্যে আমাদের উঠে প'ড়ে লাগ্‌তে হবে। জগৎকে দেখাতে হবে আমরাও মানুষ, আমরাও কাজ কর্‌তে পারি।

বাউল—তোমার আমার এখন আর তেমন ক'রে খাটবার সময় নেই! আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার যোগেনের উপরে, আর মেয়েদের শিক্ষার ভার গার্গীর উপরে দেবার ইচ্ছা করেছি, তোমার কি মত?

কিশোরীলাল—আপনার আশীর্ব্বাদে ওরা যে কাজ সুন্দর ভাবে চালাতে পারবে, সে বিশ্বাস আমার আছে।

বাউল—আচ্ছা, চলো এখন একবার নন্দের বাড়ী যাই, তাঁর সাথে আরো অনেক পরামর্শ আছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—নন্দলালের বাড়ী।

হেমলতা, সুরমা, বাউল, নন্দলাল, ফেরিওয়ালা।

হেমলতা—কল্‌কাতায় তোমার কোন কষ্ট হয়নি তো?

সুরমা—শারীরিক কোনই কষ্ট হয়নি, ঝি চাকরের কোনই অভাব ছিল না। কিন্তু রাত্রে তিনি প্রায়ই বাড়ী থাক্‌তেন না; কোথায় যেতেন বলেও যেতেন না, তাই ভয়ে ভয়ে আমার সারা রাত জেগে থাকতে হ'তো।

হেমলতা—রাত্রি জেগে জেগেই তোমার চেহারা ময়লা হয়ে গেছে। যাক্, মা কালী যে এত শিগ্‌গির নন্দের পরিবর্ত্তন কর্‌বেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

সুরমা—মায়ের কাছে দু'বেলা প্রার্থনা করাই আমার ব্রত ছিল, এখন মনে হয়, মা আমার প্রার্থনা শুনেছেন।

হেমলতা—প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হয় না মা, যদি প্রার্থনা কর্‌তেই পারে। তুমি সতী, পতিগতাপ্রাণ, তোমার প্রার্থনা কি মা না শুনে পারেন? নন্দ দেশে এসেই স্বর্ণপুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, প্রজারা নন্দের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে আনন্দে নেচে উঠেছে। সকলেই বলেছেন, আমরা প্রাণ দিয়েও বাবুর কার্য্যের সাহায্য কর্‌বো।

সুরমা—জগতের সেবাই যদি জীবনের ব্রত হয়, তবে মানুষ আপনা থেকেই পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে।

বাউলের প্রবেশ।

বাউল—ঠিক বলেছিস্ বউমা! জগতের সেবাই যাঁর জীবনের ব্রত, তিনিই ধন্য। তোমার নন্দ আজ সত্য সত্যই দেশের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেছে, এমন একদিন আস্‌বে, বেঁচে থাকলে দেখ্‌তে পার্‌বি বউমা, এই স্বর্ণপুরের আদর্শে ভারতের প্রতি পল্লী তৈরী হবে।

সুরমা, হেমলতা (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

বাউল—আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, ঠাকুর তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন। নন্দ কোথায় ?

সুরমা—এই তো বাইরে গেলেন, কারা এসেছেন। ব'লে গেছেন, এখনি আস্‌বেন। আমি আজ একবার মেয়েদের বিদ্যালয় দেখতে যাবো।

হেমলতা—তা বেশ, আমিই তোমায় নিয়ে যাবো।

সুরমা—সকলেই যখন কাজে লেগে গেলেন, তখন আমিই বা ব'সে থাকবো কেন ? দেখি আমিও সেবার যোগ্যা হ'তে পারি কি না।

হেমলতা—ইচ্ছা করলে সে বিদ্যালয় নিয়ে তুমিই থাকতে পারো। তোমায় পেলে মেয়েরা সকলেই খুব আনন্দিতা হবে।

সুরমা—আমি কি সেখানে কোন কাজের যোগ্য হবো ?

বাউল—কেন হবে না মা, তোমার মত ইংরেজী জানা একটী মেয়েও তাদের প্রয়োজন, কিন্তু গার্গী তা এখনো পায়নি, তোমায় পেলে গার্গীর আনন্দের সীমা থাকবে না।

হেমলতা—মেয়েদের ইংরেজী শেখাবার প্রয়োজন কি ? এতে কি কাজ ভাল হবে ?

বাউল—মন্দ হবার তো কারণ দেখতে পাচ্ছি না, ইংরেজী শিখলেই মেয়েরা বিলাসী হন্ না, বিলাসিনী হন্ পিতামাতার শিক্ষার ত্রুটীতে। যে সকল ছেলেরা বিদেশে

গিয়েছে, তাঁদের জন্যই আমাদের এ মেয়ে তৈরী করা। তাঁরা সব বি, এ, এম, এ, পাশ করা ছেলে, তাঁদের সাথে মেয়েদের বিয়ে দিতে হ'লে মেয়েদেরও সামান্য একটু ইংরেজী জানা প্রয়োজন, তা না হ'লে ঐ ছেলেদের মনোমত হবে কেন? প্রতিভা কখনো ব্যর্থ হয় না মা, সমানে সমানে মিল না হ'লে সে মিলনে প্রেম হয় না।

সুরমা—আপনি তা হ'লে মেয়েদের সব দিক্ সমান ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চান্?

বাউল—হাঁ—মা, গৃহিণীর কোন দিক অপূর্ণ না থাকে, আমি তেমন ভাবেই মেয়েদের তৈরী ক'রে দিতে চাই।

সুরমা - ও—কেউ গান গাচ্ছে নয়?

বাউল—হাঁ—বোধ হয় কোন ফেরিওয়ালা আসছে। আচ্ছা আমি নন্দের কাছে যাচ্ছি, তোমরা দেখো কি এনেছে।

(বাউলের প্রস্থান)

ফেরিওয়ালা—(বাহির থেকে) চাই—দেশী কাপড়, দেশী জামা, তোয়ালে, রুমাল।

সুরমা—এদিকে নিয়ে এসো।

গীত।

ফেরিওয়ালা—

আয়নারে ভাই আপ্‌নি হাটি;
কেন পা থাকিতে নিবি লাঠি।
দেশী জিনিষ থাক্‌তে কেন.
বিদেশীতে মন মজাও ভাই;
মোটা ভাত মোটা কাপড়ে,
চ'লে না কি মোটামুটী;
বিটের চিনি কলের ময়দা,
কাজ কিরে আর খেয়ে তারে;
আখী গুর আর জাতার আটা,
খাবো খানা পরিপাটী।

ছেড়ে দেও বিদেশী কাপড়, বাঁচুক মোদের দেশী তাঁতি,
তামা কাঁসা থাক্‌তে দেশে, কিনিস্ কেন লোহার বাটি।

ছেড়ে দে মা রেশ্‌মী চুরী,
শাখাঁর কি আর অভাব দেশে;
মুকুন্দের কথা ধর ভাই বোন সব হয়ে খাঁটী।

সুরমা—তোমার গানটি বড়ই মিষ্টি, আবার গাও বাবা।

াত।

"আয় নারে ভাই আপ্‌নি হাটি।"

সুরমা—তোমার সব জিনিষই কি এ দেশের তৈরী?

ফেরিওয়ালা—হাঁ মা, সবই এদেশের মেয়েদের হাতের তৈরী। আমি কুমারী গার্গী দেবীর বিদ্যালয় থেকে এ সব জিনিষ পাই।

সুরমা—দেখি কি এনেছ?

ফেরিওয়ালা—(কাপড় দেখানো)

সুরমা—বা চমৎকার, এমন তো মিলেও তৈরী হয় না। তোমার এখানে কত টাকার জিনিষ আছে? আমি সবই রাখবো।

ফেরিওয়ালা—আনন্দের কথা, এখানে পঞ্চাশ টাকার জিনিষ আছে।

সুরমা—দাঁড়াও, আমি টাকা এনে দিচ্ছি।

হেমলতা—এত জিনিষ দিয়ে তুমি কি ক'র্‌বে?

সুরমা—চেষ্টা ক'রে দেখবো, আমিও এমনি তৈরী ক'রতে পারি কি না; তাই নমুনা রেখে দিলাম।

হেমলতা—তুমি ত আর তৈরী ক'রে বাজারে বিক্রী ক'রতে যাবে না? যারা বিক্রী করে তাদের শেখা প্রয়োজন।

সুরমা—আমি বিক্রী ক'রলেই বা ক্ষতি কি? আমার নিজের অর্থাভাব নেই বটে, কিন্তু যারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, এ কাজ ক'রে তাদের তো কিছু সাহায্য ক'রতে পারবো? নিজের রক্ত জল ক'রে তো

কখনো পরের সেবা করি নি, দেখি এ ক'রেও যদি কিছু সেবা ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারি।

হেমলতা—তোমার সাধু ইচ্ছা মা পূর্ণ করুন। তুমি সচ্ছন্দে এ সব জিনিষ রাখতে পারো।

সুরমা—বাবা, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি টাকা এনে দিচ্ছি।

প্রস্থান।

হেমলতা—তোমরা শুধু এ স্বর্ণপুরেই জিনিষ বিক্রী করো, না অন্যত্রও গিয়ে থাকো?

ফেরিওয়ালা—তা কেন? আমরা এই সমস্ত বাংলা ঘুরে বেড়াই। আমি একা নই, এই বিদ্যালয়ে যা তৈরী হয়, তা আমরা ত্রিশ জনে বিক্রী করি। যে ভাবে কাজ চলেছে, তাতে মনে হয়, আমরা অল্প দিনের মধ্যেই জিনিষ বিদেশে পাঠাতে পারবো।

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা—এই নাও বাবা তোমার টাকা। যাবার সময় আর একটী গান শুনিয়ে যাও, তোমার গান বড় মিষ্টি।

গীত

ফেরিওয়ালা—

ছেড়ে দাও রেশমি চুরী, বঙ্গনারী ;
কভু হাতে আর পরো না।
জাগ গো ও জননী, ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না ;
কাঁচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক হাতে পরো না ॥

তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্ম্ম সাক্ষী ;
জগৎ ভ'রে আছে জানা ;
চটকদার কাঁচের বালা, ফুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না ॥

নাই বা থাক্ মনের মতন, স্বর্ণভূষণ,
তাতেও যে দুঃখ দেখি না ;
সিথিঁতে সিন্দুর ধরি, বঙ্গনারী,
জগতে সতী শোভনা ॥

বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ বিদরে,
কোটি টাকার কম হবে না ;
পুঁতি কাঁচ ঝুটা মুক্তায়, এই বাংলায়,
নেয় বিদেশে কেউ জানে না ॥

ঐ শোন বঙ্গমাতা, সুধান কথা,
জাগো আমার যত কন্যা ;
তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না ॥
আমি যে অভাগিনী, কাঙ্গালিনী,
ছু'বেলা অন্ন জোটে না,
কি ছিলেম কি হইলাম, কোথায় এলাম,
মা যে তোরা ভাবিলি না ॥

ফেরিওয়ালা—(প্রণাম ক'রে) মা, তবে এখন আসি।

(প্রস্থান)

সুরমা—কি মিষ্টি গান, গানের সাথে প্রাণের তন্ত্রীগুলি যেন আপনা থেকে বেজে ওঠে। কাকিমা! এরা বুঝি সবই সে আশ্রমের ছেলে, বাউল দাদা দ্বারা তৈরী ?

হেমলতা—হাঁ—মা, তাই। বাউল ঠাকুর দেবতাই বটেন। অমন স্বদেশ-বৎসল কৰ্ম্মবীর ভারতে ক'জন আছেন জানি না। চলো এখন বিদ্যালয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হই গে। এই যে নন্দ এসেছে।

নন্দের প্রবেশ।

নন্দলাল—একি! এত সব কাপড় কোথায় পেলে সুরমা ?

সুরমা—গার্গীর বিদ্যালয়ের তৈরী কাপড়, একটী ছেলে বিক্রী কর্ত্তে এনেছিল, আমি সবই রেখে দিয়েছি।

গানটী বরিশালের শ্রীযুত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃত।

নন্দলাল—বা, সুন্দর কাপড় তো ! বেশ করেছ, আমাদের বাড়ী এসে যে সে ফিরে যায় নি, তাতেই আনন্দ পেলাম। এ সবই বাউল দাদার কৰ্ম্ম। আমরা বড়ই ভাগ্যবান্ যে এমন কৰ্ম্মী গুরু পেয়েছি।

হেমলতা—তিনি তোমার খোঁজে এসেছিলেন। এইমাত্র কোথায় চলে গেলেন।

নন্দলাল - হাঁ আস্‌বার কথা ছিল, বোধ হয় আবার আস্‌বেন, আমার সাথে তাঁর দেখা হওয়া প্রয়োজন। যে সকল ছেলেরা বিদেশে গিয়েছেন, তাদের খরচের টাকা আজই পাঠাতে হবে।

সুরমা—কত টাকা পাঠাতে হবে ?

হেমলতার (প্রস্থান)

নন্দলাল—তাঁরা সাত জন গেছে, দু'জন বিলেতে, তিন জন জাপানে, দু'জন এ্যামেরিকায় ! দশ হাজার টাকা আজই পাঠাতে হবে, তাদের পত্র পেলে আবার টাকা পাঠাবো। তাঁদের সে জায়গায় কাজ শেষ ক'রে আস্‌তে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে।

সুরমা—এত টাকা তুমি কোথায় পাবে ?

নন্দলাল—সুরমা, স্বর্গাদপি গরীয়সী মা জন্মভূমির সেবা যদি প্রাণ দিয়ে করতেই পারি, তবে মায়ের কৃপায় টাকার অভাব হবে না। আমার যা কিছু ছিল তা মায়ের পায়ে
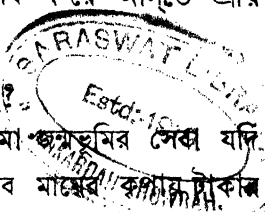
উৎসর্গ করেছি, এতে যদি না হয় তবে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে ভারতবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে আমার মায়ের সেবার যোগাড় করবো।

সুরমা—এ দাসীকেও সঙ্গে রেখে কৃতার্থ করতে ভুলো না কিন্তু!

নন্দলাল—সুরমা, তোমায় সঙ্গ ছাড়া করবো, এও কি কখনো হতে পারে? আমার দুঃখময় জীবনের পরিবর্ত্তনের মূলে যে তুমি আর বাউল দাদা। জীবনে যদি কিছু করি, সে তোমায় নিয়েই করবো সুরমা, আমাদের বলতে আমরা কিছুই রাখবো না; যা কিছু আছে সে সবই দেশের সেবায় তিল তিল ক'রে বিলিয়ে দিয়ে চ'লে যাবো। চলো এখন দুটো খেতে দেবে চলো।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ী।

হেমলতা, কাত্যায়নী, যোগেন, কিশোরীলাল।

হেমলতা—হুগলীতে তোমার কোন অসুবিধা হয়নি তো?

কাত্যায়নী—যথেষ্ট হয়েছে, অনেক দিনই সময় মত খাওয়া জোটেনি।

হেমলতা—সে কি? সুরেশ নাকি বেশ পয়সা উপায় করতো? তবে কি সে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে?

কাত্যায়নী—যাঁরা পুরাতন উকীল, তাঁদেরই এখন তেমন আয় নেই, নূতনদের ডাকে কে? তারপরে মোকদ্দমাও দিন দিন কমে যাচ্ছে।

হেমলতা—কর্ত্তা তো এ কথা পূর্ব্বেই বলেছেন, তখন তাঁর উপদেশ মত কাজ করলে আজ এমন হ'তো না। তবে আমরা থাকতে যে বাড়ী ফিরেছে এই মঙ্গল।

কাত্যায়নী—তিনি কি আর ইচ্ছা করে বাড়ী এসেছেন। এক রকম জোর করেই আনা হয়েছে।

হেমলতা—হাঁ—আমি তা বুঝতে পেরেছি। স্থরেশ বাড়ী এসেছে বটে, কিন্তু খুবই লজ্জিত। আমার কাছে আস্‌তেও যেন ভয় পায়।

কাত্যায়নী—কোন্ মুখে কাছে আস্‌বেন! নেই বলতে তো এখন আর কিছুই নেই, যা কিছু বাবা দিয়েছিলেন, তাও সবই পরের হাতে।

যোগেনের প্রবেশ।

যোগেন—কিছুই যায়নি বউদি। দাদার অভাব কিসের? বাবা আমায় যা দিয়েছেন, তা সবই আমি দাদাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, দাদাই সংসারের কর্ত্তা, আমি তো তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

কাত্যায়নী—ঠাকুরপো, আপনি দেবতা! মানুষের প্রাণ কি এত বড় হয়? যে আপনার মত ভাই পেয়েছে, সে ভাগ্যবান। আমাদের ক্রুটী আপনি মার্জ্জনা করুন!

যোগেন—বউদি, তুমি আমার মাতৃস্থানীয়া, তুমি অমন করে কথা বল্‌লে আমি আর কখনো তোমার কাছে আস্‌বো না। দাদা কি কখনো পর হয়? যেদিন থেকে তা হয়েছে, সেদিন থেকেই দেশ রসাতলে যেতে বসেছে। ভাইয়ের উপর যেদিন থেকে ভাই কর্ত্তব্য হারিয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতের পতন আরম্ভ হয়েছে, বাপ দাদার নাম কলঙ্কিত করে আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছি। এ গতি আবার ফিরিয়ে দিতে হবে, তা না হ'লে এ জাতির কল্যাণ নাই, কল্যাণ হতে পারে না। তুমি দাদাকে ব'লো তাঁর জন্যে আমরা একটা কাজের পত্তন করেছি, তাঁকে সে কার্য্যের ভার গ্রহণ করতে হবে। সংসারের ভাবনা তাঁকে ভাব্‌তে হবে না, সে যা কর্‌বার আমিই কর্‌বো।

হেমলতা—ছেলে হ'লে যেন যোগেন, তোর মত ছেলেই আমি জন্মে জন্মে পাই। তোর মা হয়ে আজ আমি আমার গৌরবান্বিতা মনে কচ্ছি।

কিশোরীলালের প্রবেশ।

কিশোরীলাল—গিন্নি, শুধু তুমি গৌরবান্বিতা নও, আজ আমিও গৌরবান্বিত। তোমার যোগেনের প্রশংসা আজ সমগ্র ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। আজ আমাদের বংশ ধন্য

হয়ে গেছে, আমার সমস্ত জীবনের পরিশ্রম আজ আমি সার্থক মনে কচ্চি।

যোগেন—বাবা! এ প্রশংসার মূলে তো আপনিই, আপনার চরণতলে ব'সে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি, এ তো সে শিক্ষারই ফল। আজ আপনার দান আপনি গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন।

(চরণে পতিত)

কিশোরীলাল—(বুকে তুলে) আজ আমরা আনন্দে ভরপুর। এমন ছেলে যাঁর হয়, সে মা-বাবার আনন্দের আর সীমা থাকে না। সুরেশ বাড়ী এসেছে, সুরেশ আমার পণ্ডিত ছেলে। জীবনে অনেকেই অনেক ভুল করে, সেও একটা ভুল করেছে, একটা ভুলে কারো জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় না। যে কাজ তার হাতে দেওয়া হ'লো, তাতে সে দেশের অনেক কাজ করতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। বাল্যকাল থেকে ছেলের ভেতরে যে শক্তির বিকাশ দেখা যায়, পিতামাতার কর্ত্তব্য তার সে শক্তিকে ফুটিয়ে তোলা। এ দেশ তা করে না ব'লেই আমাদের ছেলেরা শক্তিহীন; ইউরোপ তা করে ব'লেই সে দেশের ছেলেরা শক্তিমান্। এইটে যে শুধু আমাদের পিতামাতারই দোষ তা নয়, বর্ত্তমান শিক্ষারও যথেষ্ট ত্রুটী আছে।

হেমলতা—সুরেশকে কি কাজ দেওয়া হ'লো ?

কিশোরীলাল—স্বর্ণপুর নামে একটা কাগজ বের হচ্ছে, সে তার এডিটার হলো। এ দেশে যা কাজ হচ্ছে, তা ভারতময় ছড়িয়ে দেওয়াই হ'লো তার জীবনের ব্রত।

কাত্যায়নী—বেশ কাজই দেওয়া হয়েছে। বাসায় প্রায় সময় বই নিয়েই থাকতেন। অনেক দিন পড়া ফেলে কাছারীতে পর্য্যন্ত যেতেন না।

কিশোরীলাল—ও যে পড়তেই ভালবাসে, তা জেনেই ত আমি ওকে শিক্ষা বিভাগে রাখতে চেয়েছিলাম। যার যে শক্তি, তাকে সে শক্তি বিকাশানুযায়ী ক্ষেত্র তৈরী করে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

হেমলতা—সুরেশ আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

কিশোরীলাল—আমার কাছেও ক্ষমা চেয়েছে। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্টই হয়েছে। যোগেন! যাও, তোমার দাদাকে নিয়ে এক সঙ্গে ব'সে খাও গে, আমি দেখ্‌বো। বউমা! তুমিও যাও, আমার স্নানের যোগাড় কর গে। আর ভয় নাই, মা তোমাদের সকল ময়লা ধুয়ে পুছে বাড়ী এনেছেন।

হেমলতা—শুনলেম সুরেশ নাকি তার সম্পত্তি হাজার টাকায় পত্তন ক'রে গিয়েছিল ?

কিশোরীলাল—হাঁ, টাকা নিয়ে রমজান সে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। অন্য দেশ হ'লে ফিরে পাবার কোনই আশা ছিল না। স্বর্ণপুরের চাষারাও আজ দেবতার আসনে উন্নীত হয়েছেন, তাই সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—নন্দলালের কাছারী।

কিশোরীলাল, নন্দলাল, বাউল, প্রজাগণ,
সুরেশ, যোগেন।

বাউল—রমজান! আজ আবার তোমাদের কেন ডেকেছি, তা বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ?

রমজান—হাঁ, আমি বুঝেছি। গাঁয়ে গাঁয়ে এখন আমাদের সালিশী সভা কর্‌তে হবে, মোকদ্দমা যাতে আদালতে না যায়, সে ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

বাউল—হাঁ, আমাদের সব কাজ হয়ে গেছে, শুধু ঐটেই হয়নি, আজ আমি সে কাজটীও শেষ ক'রে রাখতে চাই।

রমজান—আমি এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার করেছি, প্রস্তাব শুনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন; এতে কারোই আপত্তি নেই।

বাউল—নন্দ ! আমার কর্ম্ম তো প্রায় শেষ হ'য়ে গেল। আর একটী প্রার্থনা তোমার কাছে কর্‌বো, আশা করি তুমি আমার সে প্রার্থনাটীও মঞ্জুর কর্‌বে।

নন্দলাল—আপনি আমার গুরু। আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র, আদেশ করুন।

বাউল—আমার মেয়ে বিদ্যালয়ে অনেক মেয়ে তৈরী হয়েছেন। যে সকল ছেলেরা বিদেশে গিয়েছে, তাদের জন্যই আবার এই মেয়ে তৈরী করা। অনেক মেয়ে এমন আছেন যাদের যাবতীয় খরচ ঐ বিদ্যালয় থেকেই এতদিন চালাতে হয়েছে, অবশ্য এখন তারা নিজেদেরটা নিজেরাই ক'রে নিচ্ছেন। বাবা টাকা দিয়ে বিয়ে দেন, এমন অবস্থা অনেকেরই নেই, এদের বিবাহের যাবতীয় খরচ তোমাকেই দিতে হবে। তবে ছেলের পণ আর মেয়ের গহণার বাবদ তোমায় কিছুই দিতে হবে না। আমাদের হাতে যে সব ছেলে তৈরী হয়েছে, তারা ঐটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে।

নন্দলাল—এ আর বড় কথা কি ?. আমি আপনার আদেশ ব্রতের মতন পালন কর্‌বো।

বাউল—তুমি যে এ করবে, তা আমি জানি। মনে রেখো আদর্শ গৃহস্থ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমার এই বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের আয়োজন। খাঁটি গৃহস্থ না হ'লে প্রকৃত

কর্ম্মবীর দেশে জন্মাবে না—এই আমার বিশ্বাস। এমন ছেলে মেয়ের হাত মিলিয়ে দিতে পারলে, সে গৃহস্থ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ আমি খুব জোর করেই বলতে পারি। কারণ ছেলেরাও ত্যাগের আদর্শে তৈরী, মেয়েরাও তাই। জন্মভূমির সেবাই এদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহামন্ত্রেই আমি এ সব ছেলে-মেয়েদের দীক্ষিত করেছি। ভোগীর ঘরে কখনো ত্যাগীর জন্ম হয় না, সে আশা করাই ভুল। কর্ম্মবীর যদি পেতে চাও, তবে দেশে ত্যাগী গৃহস্থের প্রতিষ্ঠা করো। আশ্রম বলতেই মানুষ জঙ্গলের একটা কিছু মনে করেন, কিন্তু তা নয়, গৃহই আমাদের আশ্রমে পরিণত করতে হবে। ভারতের প্রতি গৃহই এক একখানা আশ্রম, এ ভাবে যেদিন দেশকে গ'ড়ে তুলতে পারবে, সেদিনই তোমরা জগৎ জয় করতে সক্ষম হবে, এর পূর্ব্বে নয়।

নন্দলাল—এ কথা ধ্রুব সত্য, সন্দেহ নাই। আমি আর একটা ইচ্ছা করেছি! আমার জমিদারীতে যা আয় হয়, তাতেই আমার যথেষ্ট। যে মিল্ প্রতিষ্ঠা করেছি, তা আমি দেশের সর্ব্ব সাধারণকে দান ক'রে দিতে চাই, যেন এর লভ্যাংশ দেশের আপামর সাধারণ সকলেই পায়। তা

হ'লে সকলেই অর্থশালী হবে, কাজও সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে কর্‌বেন।

বাউল—আনন্দম্—এসো নন্দ! আজ আমি তোমায় আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই। আজ আমার ব্রত ষোল কলায় পূর্ণ হ'লো। দেশের ধনী, জমিদার সকলে দেখে লউন, এমনি ক'রে আপনাদেরও দেশের সেবায় লাগতে হবে। দেশকে যদি দুঃখ-দৈন্যের হাত থেকে বাঁচাতে চান, তবে এই পথ। দরিদ্রকে জানতে দিন যে আপনারা তাদের শোষণকারীই নন্, পোষণও আপনারাই করেন। তা না হ'লে তাদের সারা পাবেন না। তাঁরা সারা না দেওয়া পর্য্যন্ত হাজার হাজার কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সেও আমাদের ঘুম ভাঙ্গবে না। কিশোরি! নন্দকে কোল দেও, তোমাদের বংশ ধন্য হয়ে গেছে, দেশ ধন্য হয়ে গেছে, স্বর্গে দেবতারা দুন্দুভী ধ্বনি কচ্ছেন।

গীত।

স্বরাজ্ সেদিন মিলবে যেদিন,
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ,
তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান।
দেবতার আশিস্ বর্ষিবে সেদিন,
অজস্র ধারায় মাথার পর,

আসিবে নামিয়া নূতন শকতি,
নব বলে সবে হবি বলিয়ান্,
শক্তিতে হবি শক্তিমান্।
কোটি কোটি মিলিত-কণ্ঠে
তখনি উঠিবে গান,
যে গানে আবার হইবে মিলিত
হিন্দু মুসলমান ;
মা-মা বলিয়া উঠিবে ফুকারি
ভারতের নর-নারী,
হোমানল জ্বালি বসিবে যজ্ঞে,
পূর্ণাহুতি করিবে দান।
সাধনার সিদ্ধি স্বরাজ তোদের
তখনি হইবে মূর্ত্তিমান ॥

কিশোরীলাল—(নন্দকে বুকে নিয়ে) নন্দ ! তোর ভেতরে যে এত শক্তি লুকানো ছিল, তা পূর্ব্বে বুঝ্তে পারি নি ; এখন আনন্দে মর্তে পারবো। আশীর্ব্বাদ করি, মা তোর মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন।

যোগেনের প্রবেশ।

যোগেন—নরেন জাপান থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসছে, টেলিগ্রাম পেলাম, সে এক সপ্তাহের ভেতরেই কলকাতা পঁহুছাবে।

নন্দলাল—আনন্দের কথা, ভাল ক'রে শেখা হয়েছে তো ?

যোগেন—সে আমায় যে পত্র দিয়েছে তাতে সে লিখেছে, আমি এখন সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারের সাথে chalenge কর্‌তে পারি।

কিশোরীলাল- সাধে কি আর সমগ্র জগৎ বাঙ্গালীর মাথার প্রশংসা করে ? এত বড় একটা শক্তি নীচে পড়ে আছে শুধু ক্ষেত্রের অভাবে।

বাউল—ক্ষেত্র না পেলে ছেলেরা শক্তি বিকাশ কর্‌বে কি জঙ্গলে বসে ? এ দেশের ছেলেরা প্রচুর শক্তি নিয়েই জন্মায়, ক্ষেত্রাভাবে ছেলেরা মলিন হয়ে পড়ে। ক্ষেত্র পেলে বাঙ্গালী যুবকের জগৎকে বিস্মিত ক'রে দিতে বড় বেশী সময়ের প্রয়োজন করে না। যাক্, নন্দ ! তুমি এ ছেলের বিয়ের আয়োজন করো, আমি দেখে আমার কর্ম্ম শেষ ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

নন্দলাল—যে আজ্ঞে, আমি আজই এ বিবাহের আয়োজনে ব্রতী হবো।

বাউল—সুরেশ ! তোমার বিষয় সম্পত্তি ফিরে পেয়েছ তো ? তোমায় স্বর্ণপুর কাগজের Editor করা হয়েছে। কাগজখানা 'এমন ভাবে লেখবে, যেন তার প্রতি বর্ণে অগ্নি বর্ষণ হয়। মানুষ যেন কাগজ প'ড়ে জীবন তৈরী করতে পারে। "রাম বাবু আজ Aka ষ্টীমারে ঢাকা

যাত্রা কর্‌লেন, কলিকাতার মোহনবাগান আজ শ্যাম বাগানকে তিনটে গোল দিয়েছে, ষ্টার থিয়েটারে আজ কনকলতা আর্ট দেখাবেন”—ওদিয়ে আমাদের কাজ নেই। দেশ চায় এখন পথ, কাগজ দেশকে সে পথ দেখিয়ে দেবে। Editorদের দায়িত্ব যে কত, তাদের আসন যে কত উঁচু, তাঁরাই যে দেশের চালক, এ কথা বর্ত্তমান সময়ের Editor মহাশয়েরা বোঝেন কি না সে বিষয় আমার ঘোর সন্দেহ আছে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে কাগজ পড়াও যা, আর কবির দলের সরকারের ছড়া শোনাও তাই ব'লে মনে হয়। তুমি যেন তোমার দায়িত্ব ভুলে যেও না, দেশকে তোমার অনেক দিতে হবে। তোমার কাগজখানা যেন নিন্দা-কুৎসা-বর্জ্জিত হয়, ইহাই আমার আদেশ। আর স্মরণ রেখো, “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।”

সুরেশ—(চরণে প'ড়ে) আপনার এ মন্ত্র যেন আমার জীবনে মূর্ত্তিমান হ'য়ে ওঠে, এই আশীর্ব্বাদ করুন। আপনি আমার গুরু, আমার অনন্ত প্রণাম গ্রহণ করুন।

বাউল—জয় হউক। নন্দ! তা হ'লে তুমি এ ছেলের বিয়ের আয়োজন করো। কিশোরি! চলো, গার্গীকে এই শুভ সংবাদটা দিয়ে আসি।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—গার্গীর বিদ্যালয়।

গার্গী, ছাত্রীগণ, বাউল।

বাউল—গার্গী! আনন্দ কর, মা তোর সাধনা পূর্ণ করেছেন।

গার্গী—বাবার আজ এত আনন্দের কারণ কি জিজ্ঞেস কর্‌তে পারি কি?

বাউল—বল্‌তেই তো এসেছি মা! নন্দ তাঁর মিলটী দেশের সর্ব্ব সাধারণকে দান করলেন। তোমার বিদ্যালয়ের মেয়েদের বিয়ের ভারও তিনি গ্রহণ করেছেন। সংপ্রতি নরেন জাপান থেকে ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে আস্‌ছে, তার জন্য একটী মেয়ে ঠিক করো, সে এলেই বিয়ে হবে।

গার্গী—ছেলের বাবা এখান থেকে মেয়ে নিতে রাজী হবেন তো?

বাউল—না হবার কারণ তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বেথুন কলেজ আর ইডেন্ হাই স্কুলের মেয়েদেরই যখন সমাজ আনন্দের সহিত গ্রহণ কচ্ছেন, তার চেয়ে এই গৃহস্থ ঘরে তৈরী মেয়ের জাত কোন অংশে খাঁটো হ'য়ে যায় নি।

গার্গী—ছেলের মত্ হবে তো?

বাউল—মেয়েও যেমন আমাদের হাতে তৈরী, ছেলেও তেমন আমাদেরই হাতে গড়া। তুমি মেয়ে ঠিক করো, তবে মনে রেখো, ছেলে ব্রাহ্মণ; তাকে ব্রাহ্মণের মেয়েই দিতে হবে।

গার্গী—শুনেছি নরেন বাবু কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, কুলীনদের নাকি মেলে মেলে মিল না হ'লে বিয়ে হ'তে পারে না।

বাউল—ঐ মেলের প্রাচীরটে আমি ভেঙ্গে দিতে চাই। দেবীবর ঘটকের ঐ চারটে মেল্ ব্রাহ্মণ সমাজে চারটে প্রাচীর, চারি ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণসমাজ আজ মরণের পথে এসে দাঁড়ায়েছে। মাতৃ-মন্ত্রে যে ছেলে দীক্ষিত, সে ওসব বাঁধন ছাঁদনের ভয় করে না, তুমি মেয়ে ঠিক করো।

গার্গী—আমি নীরুপমাকে এ ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাই। ইনি এবারে আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েছেন, শিল্প-বিদ্যায়ও ইনি শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। নরেন বাবুর সাথে এঁর মিলন আনন্দদায়কই হবে। দেখতেও ইনি বেশ সুন্দরী। ইনিও কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, তবে মেলে দু'জনার মিল নেই, নরেন বাবু ফুলিয়া, নীরুপমা বল্লভী। মেয়ের বাবা সরকারী চাকুরী কর্ত্তেন, এখন পেন্সন পাচ্ছেন। বড় সংসার, কোন কোন দিন উপোষ ক'রেও থাকতে হয়। তাঁকে আমি এক দিন মেল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তখন তিনি আমায় বলেছিলেন, মা, মেল দিয়ে কি হবে? ব্রাহ্মণবংশীয় ছেলে হ'লেই হলো।

বাউল—ঠিকই তো বলেছেন। অনেকেই এ মেলের প্রাচীর ভেঙ্গে দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সমাজের ভয়ে কেউ অগ্রসর

হচ্ছেন না। আমরা এমনই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি যে, সমাজকে উচ্ছন্ন দিতেও প্রস্তুত; কিন্তু মেলের বাঁধন ভেঙ্গে সমাজকে প্রসারিত কর্‌তে ভীত। যাক্ এ সব কথা, মেয়ের কি কি প্রয়োজন তা আমায় একটা ফর্দ্দ ক'রে দেবে; এ মাসের পনর তারিখে বিবাহের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। মেয়ের বাবা মাকে আনবার জন্যে আজই লোক পাঠানো হবে, নন্দের বাড়ীতেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা হবে। সকল মেয়েদেরই ব'লে দিও, তারা যেন বিয়ের জন্য কেউ ব্যস্ত না হন, তারা তাহাদের নিজকে তৈরী করুন, যোগ্যতানুসারে উপযুক্ত বর এরা প্রত্যেকেই পাবেন

(প্রস্থান)

"মিলিতকণ্ঠে হুলুধ্বনি"

নীরুপমার প্রবেশ।

নীরু—আজ যে তোদের বড় ঘটা দেখছি, বলি ব্যাপারখানা কি?

গার্গী—আঁজ যে আমাদের নীরু দিদির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। তোর বরাত ভালো দিদি! বড় ভাল বর পেয়েছিস্।

হেমা—বড় ভাল বর পেয়েছিস্ বোন্, একটু আনন্দ কর্, একটু আনন্দ কর্॥

গার্গী—তোমরা এ বিদ্যালয়ে যারা আছো, তাদের কারো কপালই মন্দ নয়, সকলেই কর্ম্মবীর স্বামী পাবে, তোমরা প্রকৃত গৃহিণী হ'তে পার্‌লে হয়।

জ্ঞানদা—(নীরুর চিবুক ধ'রে) হারে, বলি একটু কথা বল্ না, চুপ ক'রে রইলি কেন ?

নীরু—যাও, তোমরা আর ঠাট্টা ক'রো না।

মন্দাকিনী—হারে সত্যি বল্‌ছি, বাবা এসে ব'লে গেলেন। এখন একটু আনন্দ কর্।

হেমা—আনন্দ আর করবে কি ? দেখছ না হাসি মুখ ফুটে বেড়ুচ্ছে। আচ্ছা দিদি ! তোমার বিয়ের কথা বাবা বলেন না কেন ?

গার্গী—আমি চিরদিন ব্রহ্মচারিণী থেকে তোমাদের সেবা কর্‌বো, এই আমার ব্রত। তাই বাবা আমায় বিয়ে দেবেন না, আমার কুমারীই থাক্‌তে হবে।

হেমা—তবে আমরাই বা বিয়ে বস্‌বো কেন ? আমরাও কুমারী থেকে জগতের সেবা কর্‌বো।

গার্গী—বিবাহিত জীবনই সুন্দর। বিয়ে না হ'লে জীবনের একদিক অপূর্ণ থেকে যায়। গৃহিণীরই দেশে প্রয়োজন বেশী। কুমারী দু'একটী সমাজে আদর্শ থাকাও প্রয়োজন। বাবা বাল্যকাল থেকে আমায় ঐ আদর্শেই

তৈরী ক'রে এনেছেন। যাক্ এ কথা পরে হবে, চল এখন আমরা নীরু দিদির বিয়ের যোগার করি গে।

(হুলুধ্বনি দিতে দিতে সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—নন্দলালের বাড়ী।

নন্দলাল, কিশোরীলাল, বাউল, সুরমা, কাত্যায়নী,
হরিদাস বাবু, গণেশ বাবু, গার্গী, নীরুপমা,
ছাত্রীগণ, পুরোহিত, নরেন,
যোগেন, সুরেশ।

বাউল—হরিদাস বাবুর এ মেয়ে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি নেই তো?

হরিদাস—গার্গী দেবীর বিদ্যালয়ে যে মেয়ে তৈরী হয়েছে সে মেয়ে সম্বন্ধে আমার বল্‌বার কিছুই নেই, আমি এ বিবাহে খুবই আনন্দিত হয়েছি।

বাউল—গণেশ বাবু! আপনার মেয়ে সৎপাত্রে প'ড়েছে তো?

গণেশ—এর চেয়ে ভাল ছেলে আর কি হ'তে পারে? আপনি আমায় কন্যাদায় থেকে মুক্ত কর্‌লেন, আমায় চিরদিনের জন্য ঋণপাশে আবদ্ধ কর্‌লেন।

বাউল—পুরোহিত মহাশয়! আপনি ছেলে মেয়ের হাত মিলিয়ে দিন।

নন্দলাল—নরেন, নীরু, তোমরা তোমাদের বাবার পদধূলি নিয়ে প্রস্তুত হও।

(উভয়ে সকলকে প্রণাম করিলেন)

(গণেশ বাবু কন্যা সম্প্রদান করিলেন)

(হুলুধ্বনি)

বাউল—নরেন, নীরু, আজ থেকে তোমাদের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হ'লো। যে মন্ত্রে তোমরা দীক্ষা গ্রহণ করেছ, সে মন্ত্র যেন ভুলে যেও না। দেশের সেবাই যেন তোমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হয়। ভোগের ভেতরে থেকেও কেমন ক'রে ত্যাগী জীবন গড়ে তোলা যায়, সেইটেই তোমাদের বর্ত্তমান ভারতকে দেখাতে হবে।

নরেন--আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, তা হলেই আমি আদর্শ গৃহস্থ হ'য়ে জগতের সেবা কর্‌তে সক্ষম হবো।

নন্দলাল—নরেন! তোমরা বিদেশে যাবার পরেই আমরা তোমাদের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী ক'রে রেখেছি। আজ থেকে তুমি স্বর্ণপুর মিলের Assistant Engineer-এর পদে নিযুক্ত হ'লে। 'বর্ত্তমানে তুমি তিন শত টাকা মাইনে পাবে, যে লোক আমরা বিদেশ থেকে দশ বছরের Contract ক'রে এনেছি, তাঁর আর চা'র বছর বাকী আছে, এর ভেতরেই তুমি তোমার সকল কাজ আয়ত্ত

ক'রে লও, যেন সে চ'লে গেলে আমাদের ব'সে থাক্‌তে না হয়। তাঁর কাজ শেষ হ'লেই আমরা তোমায় সে কার্য্যে নিযুক্ত কর্‌বো ; তখন তুমি পাঁচ শত টাকা মাইনে পাবে।

নরেন—আপনাদের চরণাশীর্ব্বাদে আমি এখনি সব কাজ নিতে পারি।

নন্দলাল—তোমাকে পাঁকা ক'রে নেবার জন্যও তাঁকে আর কিছুদিন রাখতে হবে। তারপরে যে ক'বছরের Contract ক'রে তাকে আমরা এনেছি, সে ক'বছর তাকে আমরা রাখতে বাধ্য। আর আমাদের Engineerটী বড়ই ভাল লোক, কিনি ছেলেদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্ন নিয়ে থাকেন। একটা কাজ দশবার দেখাতে হ'লেও তার মুখে বিরক্তির ভাব আমি কখনো দেখিনি।

রাউল—(নরেন নীরুর হাত মিলিয়ে) আজ থেকে তোমাদের নূতন জীবন আরম্ভ হ'লো; দেখো যেন ব্রত ভঙ্গ না হয়। তোমাদের আদর্শে ভারতের প্রতি গৃহস্থ পরিবার গঠিত হয়ে উঠুক, ইষ্টদেবের কাছে ইহাই আমার প্রার্থনা। দু'জনে মিলে মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে আজ কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হও, ভয় নাই, মাভৈঃ, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত কর্‌বেন। প্রিয় পাঠক! গৃহস্থ তৈরী

আমার জীবনের সাধনা। এই গৃহস্থ তৈরী করার জন্যই আমার এ "কর্ম্মক্ষেত্রের" আয়োজন।

নরেন, নীরু—

(মিলিতকণ্ঠে)

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(সকলের মিলিতকণ্ঠে)

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

গীত।

বাউল—

তরুণ অরুণ কিরণে প্রকৃতি,
সেজেছে নূতন করিয়া;
প্রভাতি গাহিছে পঞ্চম রাগে;
জাগরণ-গীতি পাপিয়া।
পুলকে বিশ্ব উঠিল শিহরি,
খুলে গেছে সব কুটীর-দ্বার,
জাগালো জননী সন্তানগণে,
লাগালো আপন করমে তাঁর;
বন্দী মায়ের চরণ দু'খানি,
আশিস্-সাগরে করিয়া স্নান,
বাহিরিলা সব মত্ত কেশরী,

ধরিয়া মায়ের বিজয় গান ;
পেয়েছে এরা মায়ের অভয়,
গিয়েছে এদের মরণ ভয়।
এরাই পরিবে বিজয় তিলক,
এরাই বিশ্ব করিবে জয়।

সকলে কালীমাইকী জয়)

সমাপ্ত।